আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩২ || সোমবার || বৈশাখ ২৫ || ১৪৩০ || শাওয়াল ১৮ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 32 || May 08 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

কনসাল জেনারেল ড.মনিরুল ইসলামের পিতৃবিয়োগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামের (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)



বাড়ছে ব্যবসা, বাড়ছে কমিউনিটি

বাংলাদেশীদের নতুন গন্তব্য বাফেলো-নায়াগ্রা



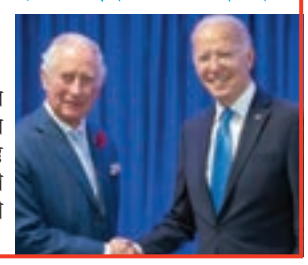
আবু তাহের: করোনা তছনছ করেছে কোটি মানুষের জীবন। যার বাইরে নয় বাংলাদেশীরাও। মানব সভ্যতার অস্থিত্ব ছিল সন্দিহান। যার হয়েছে করোনা তার নাই রক্ষা। এটাই ছিল সে সময়ের বাস্তবতা। কারোন করোনা হলে সমাজ বিচ্যুতির আশংকায় রোগের খবর গোপণ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকে। সারা বিশ্বে লক ডাউন। যা কস্মিনকালে কল্পনা করেনি কেউ। বিশ্বরাজধানী নিউ ইয়র্ক নিয়ে আছে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। 'দ্যা সিটি নেভার স্লীপ'। (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

ঢাকা সফর শেষ করল আইএমএফ

নিট রিজার্ভ প্রকাশ ও খেলাপি হ্রাসের তাগিদ

মিজান চৌধুরী: বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভ অর্জন ও খেলাপি ঋণ কমানোর বিষয়ে জোর তাগিদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। তাদের ঋণের শর্ত অনুযায়ী জুনের মধ্যে নিট রিজার্ভ (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

যে কারণে রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যাননি বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার দেশের 'বিশেষ সম্পর্ক' ঘোষণা করেছিলেন। এরপর দশকের পর দশক ধরে দুই দেশের মধ্যে অসাধারণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। কিন্তু তারপরেও বৃটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এমন সুযোগ পুরো এক জীবনে দুই-একবারের বেশি পাওয়া (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

অপরাধীর সঙ্গে গভীর প্রেম নারী পুলিশ কর্মকর্তার! টেক্সাসে মলে বন্দুক হামলায় নিহত ৯ : ওকলাহোমায় ৭ জনের লাশ উদ্ধার

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই আতঙ্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই জনমনে আতঙ্ক বাড়ছে। স্কুল থেকে শুরু করে মলে মলে ঘটছে একের পর এক ঘটছে বন্দুক হামলা। নিরাপদ নেই শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধরা। গেলো সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটানার মধ্যে টেক্সাস রাজ্যের একটি মলে বন্দুক হামলায় বন্দুকধারীসহ নিহত হয়েছে ৯ জন নিহত হয়েছে। অপরদিকে ওকলাহোমায় ৭ জনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে নিউইয়র্কে এক অপরাধীর সঙ্গে গভীর প্রেম নারী পুলিশ কর্মকর্তার। রয়টার্স ও বিবিসি'র খবওে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রে আবারও (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

কোভিড-১৯ আর বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা নয় : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

টাইম টিভির ভূয়সী প্রশংসা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড-১৯ আর বৈশ্বিক স্বাস্থ্য 'জরুরি অবস্থা' নয়। শুক্রবার এমন ঘোষণা এসেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে। সংস্থাটির 'ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস এমার্জেন্সি কমিটি' বৃহস্পতিবার (বাকি অংশ ১৯ পাতায়

রাজা হলেন চার্লস

পুরোনো সিংহাসন, নতুন বার্তা



শিফারুল শেখ: ৭০ বছর আগে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ৭৪ বছর বয়সে সেই সিংহাসনে আরোহণ করলেন তৃতীয় চার্লস। এই ৭০ বছরে বিশ্বটাই যেন (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

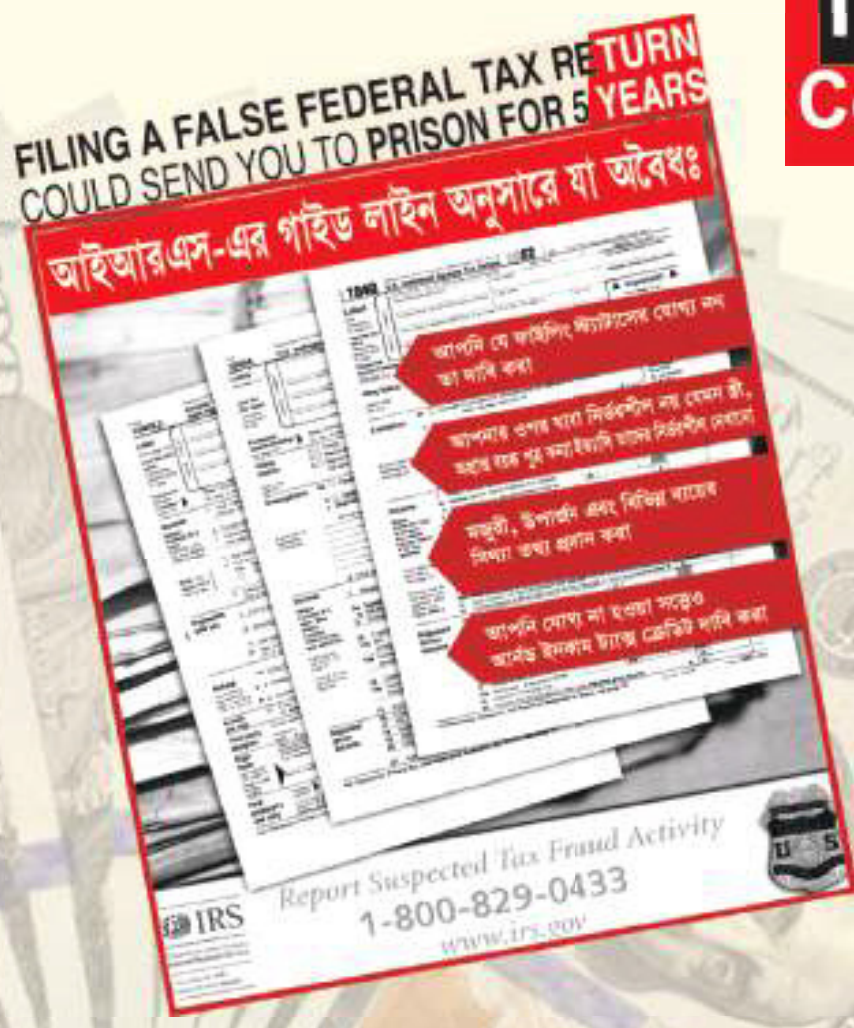
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

বৈদেশিক ঋণ ৯ হাজার ৬২৫ কোটি ডলার

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েক মাস ধরে লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) খোলা সীমিত করেছে সরকার। এতে আমদানিতে ডলার ব্যয় এবং ঋণ নেয়ার হার কমেছে। কিন্তু তাতেও বিদেশি ঋণের লাগাম টানা যাচ্ছে না। বরং গত এক বছরের ব্যবধানে বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৬০০ কোটি বা ৬ বিলিয়ন ডলার। এতে বিদেশি ঋণ বেড়ে ৯ হাজার ৬২৫ কোটি বা ৯৬.২৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত এক বছর আগেও ছিল ৯ হাজার ৭৯ কোটি ডলার (৯০.৭৯ বিলিয়ন)। বিপুল অঙ্কের এ বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ৭১.৯৪ বিলিয়ন বা ৭৪ শতাংশ সরকারের, বাকি ২৬ শতাংশ বা ২৪.৩১ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে দেশের বেসরকারি খাত। তবে এই বছর শেষে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। আর ২০২৪ সাল শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১৩০ বিলিয়ন ডলারে।

ATTENTION

Attention: Building construction contractors. Islamic council of America Inc. Madina Masjid Offering quotations for the building construction of Madina Masjid 401 East 11th street New York, NY 10009,

Plans had been approved by the NYC Department of Building, if you're interested, please contact for details;

Email: Madinamasjid182@gmail.com

212-533-5060, or 917-312--8322 or 917-651-8803

Management
Islamic Council of America Inc.
Madina Masjid
401 East 11th Street New York, NY 10009





জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Redmart TV | jadoo | BTV | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY Cable | myCable | YUPPTV | World Cable

Jago bd .com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

মিডিয়া পার্টনার

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

করোনার শিক্ষা

ভয়ংকর প্রাণঘাতী ভাইরাস কভিড-১৯ পরিস্থিতি আর বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যজনিত জরুরি অবস্থা নয় বলে ডব্লিউএইচও তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেই ঘোষণা দিয়াছে, তা নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক। সংস্থাটির মহাসচিব টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসুস কভিড-১৯ সংক্রান্ত জরুরি কমিটির পঞ্চদশ সভার সুপারিশ অনুসারে শুক্রবার জানিয়েছেন, এখন হতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্ব স্ব পদ্ধতি ও নিয়মে এই ভাইরাসজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে। ২০২০ সালের জানুয়ারীতে ঘোষিত এই জরুরি অবস্থার অবসান অবশ্য এমন সময় হলো, যখন কার্যত অনেক দেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসছে। তথাপিও গত তিন বৎসরে কভিড-১৯ ভাইরাস ও এই সংক্রান্ত জটিলতায় প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাবার পর এই ঘোষণায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচার ফুরসত মিলবে। ডব্লিউএইচওর ঘোষণা ও নির্দেশনা অনুসরণ করে করোনা অতিমারির সূচনা হতেই স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন ও প্রতিপালন করে আসা বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

স্মরণে রাখতে হবে, এরূপ ঘোষণার অর্থ ইহা নয় যে করোনাভাইরাস বিদায় নিয়েছে। এই ভাইরাসজনিত রোগ এখন বিবেচিত হবে শ্বাসযন্ত্রের একটা সাধারণ রোগ হিসেবে। ফলে অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রের রোগ যেই প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনা করা যায়, এই রোগও সেই প্রক্রিয়াতেই ব্যবস্থাপনা করা যাবে। যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্ব অর্থনীতির সাথে অতীতের যেই কোনো সময় অপেক্ষা অধিকতর সংযুক্ত এবং প্রবাসী আয় এখানকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে, দেশের বি-পুলসংখ্যক মানুষকে আকসার বিদেশে যেতে হয়; কিন্তু করোনাকালে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞার কারণে আর যাই হউক বিদেশ ভ্রমণ সহজসাধ্য ছিল না–ডব্লিউএইচওর উক্ত ঘোষণার কারণে বিদেশ ভ্রমণের উপর এখনও আরোপিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ উঠে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সর্বোপরি, করোনা প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় বরাদ্দকৃত রাষ্ট্রীয় অর্থেরও সাশ্রয় হবে। উপরন্তু, এ সময়ে অবকাঠামো, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও জনবল বিষয়ে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে উন্নতি ঘটেছে, তা অন্য রোগ মোকাবি-লায় কাজে লাগবে।

ডব্লিউএইচওর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুসারে, বিশ্বে এই অতিমারিতে ৭০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন, যদিও তার মহাসচিব মনে করেন সংখ্যাটা দুই কোটির কম হবে না। বাংলাদেশে সরকারি তথ্য অনুসারে, অদ্যাবধি ২৯ সহস্রের অধিক মানুষ এ রোগে প্রাণ হারিয়েছেন। দেশ ও বিদেশে করোনায় মৃত্যুবরণকারী স্বজনদের প্রতি রইল আমাদের গভীর সমবেদনা। আমরা জানি, প্রতিটা বিপদ ক্ষতির কারণ হবার পাশাপাশি মূল্যবান শিক্ষাও রাখে যায়। করোনাও তেমনি আমাদের জন্য বহু শিক্ষা রেখে গিয়াছে। এই অতিমারির পূর্বে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মানার বিশেষত হস্ত জীবাণুমুক্তকরণ এবং মুখে মাস্ক পরিধানের বিষয়ে সচেতনতা ছিল না বললেই চলে। আমাদের বিশ্বাস করোনাকালীন এ স্বাস্থ্যবিধি চর্চা ভবিষ্যতে বহু সংক্রামক রোগের আক্রমণ হতে মানুষকে রক্ষা করবে। করোন-াকালেই আমরা শিক্ষা লাভ করেছি কী প্রকারে ঘরে বসেই অফিসের কার্যাদি সম্পাদন করা যায়; ভয়াবহ দুর্যোগেও জীবিকার চাকা সচল রাখার এই উপায় আর যাই হোক আমাদের অর্থনীতিকে পশ্চাৎমুখী হতে দেবে না। দেশেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমরা যেইরূপ 'উন্নতি' হয়েছে বলে শুনতে পেতাম, করোনা পরিস্থিতিতে দেখা গিয়েছিল তার বিপুল অংশ আদতে ফাঁপা। স্বাস্থ্য খাত লইয়া দুর্নীতি ও অনিয়মের কিছু ঘটনাও ঐ সময় উন্মোচিত হয়েছিল।

আমরা বিশ্বাস করতে চাই, বৈশ্বিক জরুরি অবস্থার অবসান ঘটিলেও গত তিন বৎসরে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে অর্জিত শিক্ষা ও উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ সরকার ভুলে যাবে না। বরং গৃহীত শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন ও উদ্ভাবনে কাজে আসবে। বস্তুত বিশ্বজুড়ে সেই প্রবণতাই স্পষ্ট। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, এই দশকেই ক্যান্সারের ন্যায় মরণব্যাধির টিকা আলোর মুখ দেখবে এবং করোনার টিকাই নাকি বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে এতটা আশাবাদী করে তুলেছে। এই অতিমারিকালে নাগরিকরা পরস্পরের প্রতি এবং এক দেশ অপর দেশের প্রতি যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করেছে, তাও শান্তি-সৌহার্দ্যময় বিশ্ব গড়তে পাথেয় হতে পারে।

নির্বাচন বাংলাদেশে মারামারি আমেরিকায়

॥ সোহরাব হাসান ॥

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের খবর সংগ্রহ করতে নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। তবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী হিসেবে নয়। একদিন জাতিসংঘ ভবনের সামনে যেতেই দেখলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেদিন ভাষণ দেবেন, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা সমবেত হয়েছেন। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। এক পক্ষ 'খালেদা জিয়া ফিরে যাও' ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য পক্ষের ব্যানারে লেখা ছিল, 'প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শুভেচ্ছা স্বাগতম'। নেতা-কর্মীরা পাল্টাপাল্টি স্লোগানও দিচ্ছিলেন। তাঁরা আধা ঘণ্টা সময় ধরে নিজ নিজ কর্মসূচি পালন করছিলেন। কোনো হাঙ্গামা হয়নি। বরং একসময় দেখলাম, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মী-সমর্থকেরা হাসিমুখে কুশল বিনিময় করছেন। সঙ্গে নিয়ে আসা কেক-বার্গার-পেটিস ভাগ করে খাচ্ছেন।

প্রতিবছরই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মী-সমর্থকেরা এ ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকেন। আবার ঈদ, পূজা, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানও একসঙ্গে উদ্‌যাপন করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দেশের মতো প্রবাসেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মী-সমর্থকেরা যে 'কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান', ১ মের ঘটনায় তা আবারও প্রমাণিত হলো। এখন আর তাঁরা কেক-পেটিস-বার্গার ভাগাভাগি করে খান না। ব্যানার, লাঠি, হাতমাইক নিয়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

স্থানীয় সময় ১ মে সকালে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের অংশীদারত্বের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বব্যাংক কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় কার্যালয়ের বাইরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। একই স্থানে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতা-কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে সমাবেশের আয়োজন করেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এতে দুই দলের বেশ কয়েকজন আহত হন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবরটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশকেও হিম-শিম খেতে হয়। তারা কয়েকজনকে আটক করে। পরে নেতাদের অনুরোধে তাঁদের ছেড়ে দেয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনী বিরোধ নিয়ে দেশের বাইরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের মারামারি-হাতাহাতির ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। যেসব বিদেশি নাগরিক সেদিনের মারামারির ঘটনা দেখেছেন, তাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কী ধারণা করবেন? ওয়াশিংটনে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো, তারও কারণ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ বলছে, সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে। বিএনপির দাবি, এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না, অতএব নির্বাচনের আগে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে বাইরের লোককে আমরা এত কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছি। আমাদের নেতারা নির্বাচনের বিষয়ে জনগণের সঙ্গে কথা বলেন না, তাঁদের মনোভাব জানতেও চান না। তাঁরা কথা বলেন 'বিদেশি বন্ধুদের' সঙ্গে।

দেশের নির্বাচন নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দিল্লি, বেইজিং, মস্কো, ওয়াশিংটন, টোকিও, ব্রাসেলস পর্যন্ত উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কোনো দেশের বিবৃতি যে দলের পক্ষে যায়, সেই দল আহ্লাদিত হয়। যে দলের বিপক্ষে যায়, তারা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রায়ই বাংলাদেশের নির্বাচন, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকেরা। এসব প্রশ্ন ও উত্তর নিশ্চয়ই আমাদের জন্য সুখকর নয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে বাইরের লোককে আমরা এত কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছি। আমাদের নেতারা নির্বাচনের বিষয়ে জনগণের সঙ্গে কথা বলেন না, তাঁদের মনোভাব জানতেও চান না। তাঁরা কথা বলেন 'বিদেশি বন্ধুদের' সঙ্গে।



বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনী বিরোধ নিয়ে দেশের বাইরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের মারামারি-হাতাহাতির ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। যেসব বিদেশি নাগরিক সেদিনের মারামারির ঘটনা দেখেছেন, তাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কী ধারণা করবেন? ওয়াশিংটনে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো, তারও কারণ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ বলছে, সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে। বিএনপির দাবি, এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না, অতএব নির্বাচনের আগে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

গত৪ মে বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারত্ব সংলাপেও প্রাধান্য পায় নির্বাচনের বিষয়টি। প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পাশাপাশি মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার বিষয়ে আবারও আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই সংলাপে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রাজনীতিবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড নেতৃত্ব দেন।

গত এপ্রিলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের মধ্যে যে বৈঠক হয়, তাতেও নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। এমনকি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে তাঁর প্রতিপক্ষের সহযোগিতাও চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, শুধু সরকার ও নির্বাচন কমিশনের একার চেষ্টায় সম্ভব নয়। এ জন্য সব দল ও মতের লোকের ঐকান্তিকতা, আন্তরিকতা, অঙ্গীকার থাকতে হবে। জবাবে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি সারা বিশ্বের দৃষ্টি রয়েছে। এ অঞ্চল এবং সারা বিশ্বের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়, তা নিশ্চিতের বিষয়ে সবার মনোযোগ রয়েছে।

আমরা ভেবেছিলাম দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর 'চূড়ান্ত' বৈঠকের পর দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্ব সংলাপে নির্বাচন নিয়ে আর কথা হবে না। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব ও মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারির মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে, তাতেও ফের নির্বাচন ও মানবাধিকারের বিষয়টি এসেছে।

আমরা কি এ কথা কখনো ভাবতে পারি, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্যের নির্বাচন নিয়ে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা পররাষ্ট্রসচিবেরা দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তাঁদের দেশের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। ওই রাষ্ট্রগুলো কি তা কখনো মেনে নেবে? আমরা মেনে নিচ্ছি এ কারণে যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীনতার ৫১ বছর পরও একটি ত্রুটিমুক্ত, সর্বজনস্বীকৃত নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। আমরা বিরোধী দলে থাকতে গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের একরকম সংজ্ঞা ঠিক করি, ক্ষমতায় গেলে আরেক রকম।

এ স্ববিরোধিতা ও আত্মপ্রতারণা থেকে মুক্ত হতে না পারলে বিশ্বের সব দেশই গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে আমাদের সবক দিয়ে যাবে। পছন্দ হোক আর না হোক, সেটা মুখ বুজে নেতা-নেত্রীরা সহ্য করতে থাকবেন।

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

নামাজের সময়-সূচী

মে	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফজর	৪.১৯	৪.১৭	৪.১৬	৪.১৪	৪.১৩	৪.১২	৪.১০
সূর্যোদয়	৫.৪৭	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩
আসর	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬
মাগরিব	৭.৫৯	৮.০০	৮.০১	৮.০২	৮.০৩	৮.০৪	৮.০৫
এশা	৯.২৭	৯.২৮	৯.৩০	৯.৩১	৯.৩২	৯.৩৪	৯.৩৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সরকারের দেনা বাড়ছে, কমছে আয়

॥ মুঈদ রহমান ॥

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রস্তাবাকারে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে আর মাত্র তিন সপ্তাহ পর। এরই মধ্যে সরকারের বাজেট প্রণয়নে কোন কোন খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। যদিও নিয়ম হচ্ছে, বাজেটটি সংসদে উপস্থাপিত হওয়ার পর প্রায় এক মাস ধরে আলোচনা শেষে সংযোজন-বিয়োজন সাপেক্ষে অনুমোদন লাভ করবে; কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, এক্ষেত্রে সংযোজন-বিয়োজনের তেমন কোনো বিষয় থাকে না, নামমাত্র সংশোধন সাপেক্ষে একতরফাভাবে সংসদে অনুমোদিত হয়ে যায়। এখানে সাধারণ মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের চেয়ে সরকারের চাওয়া-পাওয়াটাই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে এবং তা বাস্তব রূপ পায়।

আসন্ন বাজেটের সম্ভাব্য আকার নিয়ে অনেকেই অনেক রকম অনুমান করছেন। সেক্ষেত্রে বিগত বাজেটগুলোর আকারের প্রবৃদ্ধি দেখা যেতে পারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। চলতি বাজেটে ১২ শতাংশ বেড়ে আকার হয় ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। যদি প্রবৃদ্ধির এই হার বজায় থাকে, তাহলে আসন্ন বাজেটের আকার দাঁড়াবে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকায়। তবে কেউ কেউ মনে করেন, এবারের বাজেট প্রণয়নে কিছুটা সংযত আচরণ করা উচিত। কারণ আমাদের অর্থনীতি বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সংকটে আক্রান্ত। তাই বাজেটের আকার যদি ৩ শতাংশ বাড়িয়ে ৭ লাখ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে তা সুবিবেচনা-প্রসূত হবে।

আকারের পর যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে তা হলো, কোন বিষয়গুলোকে সরকারের অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে আমলে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রথমেই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা আসে। চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি নিম্ন ও সীমিত আয়ের মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারার একটি বড় কারণ হলো সরকারকে টাকা ছাপিয়ে বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর মনে করেন, টাকা ছাপিয়ে বাজেটে ভতুর্কি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। অন্যদিকে ডলারের সংকটও প্রকট। ডলার সংকট থেকে উত্তরণ না ঘটলে বাজারে পণ্য সরবরাহে ঘাটতি থাকবে, যে কারণে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না; কমবে বিনিয়োগ, কমবে প্রবৃদ্ধি। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো, বাজার ব্যবস্থাপনায় তদারকির অভাব। যেসব পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, সেসব পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির একটি যৌক্তিক কারণ থাকে। কিন্তু কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাজারকে অশান্ত করা কাম্য নয়। আমরা দেখেছি, গেল রমজান মাসে সরকার বাজার মনিটরিংয়ে কিছুটা হলেও দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। তাই যদি হয়, তাহলে বছরজুড়ে তদারকি করার সমস্যা কোথায়? বাজেটের তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো, অপ্রতুল রাজস্ব আয়। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

পারিবারিক বাজেট ও জাতীয় বাজেটের মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য আছে। পারিবারিক বাজেটটি হয় আয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে সামর্থ্যটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে; ঘাটতি বাজেটের কোনো সুযোগ নেই। অপরদিকে দেশের জন্য জাতীয় বাজেট প্রণয়নে প্রথমেই প্রয়োজনটাকে আমলে নেওয়া হয়। সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আয়ের পথ তৈরি করা কিংবা খোঁজা হয়। সেক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেটেরও প্রচলন আছে। কারণ আমাদের মতো দুর্বল অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে হলে ঘাটতি বাজেট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্যই আমাদের মতো অর্থনীতির দেশগুলোয় সুষম বাজেটের পরিবর্তে ঘাটতি বাজেটের প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করা হলেও সেই ঘাটতি পূরণে কার্যকর পদক্ষেপও নিতে হয়। প্রাথমিকভাবে দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করা হয়। এর পাশাপাশি সরকারের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করতে হয়। তা না হলে একদিন এই ঘাটতির পাহাড়সম চাপ সরকারের তত্ত্বাবধানে ও বদৌলতে সাধারণ জনগোষ্ঠীর ঘাড়ে এসে পড়বে এবং আজ তা পড়ছেও।

এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ঋণের বোঝা বছরওয়ারি বাড়ছেই। ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল আমাদের মোট জিডিপির ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল জিডিপির ৩২ শতাংশে। এর মাত্র ৪ বছর পর বর্তমান সময়ে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপির ৪২ শতাংশের সমপরিমাণ। অবস্থাটা আরেকটু খোলাসা করা যাক। বর্তমানে আমাদের জিডিপির আকার হচ্ছে ৪৩৫ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার। এই জিডিপির ৪২ শতাংশের সমান যদি ঋণের পরিমাণ হয়, তাহলে তার আকার হবে ১৮৩ বিলিয়ন ডলার। ১ ডলার সমান যদি ১০০ টাকা ধরা হয়, তাহলে দেশীয় মুদ্রায় মোট ঋণের পরিমাণ হয় ১৮ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। সেই মতে আজ যে শিশুটি জন্মলাভ করেছে, পৃথিবীর আলো দেখার আগেই তার ঘাড়ে চেপেছে ১ লাখ ৭ হাজার টাকার ঋণের বোঝা। এই বোঝা কি সে বইতে পারবে?

সরকার তার পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় করতে গিয়ে যে পরিমাণ দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে থাকে, তা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু সরকার ঋণ পরিশোধ করবে কীভাবে? সে পথ হচ্ছে তার আহরিত আয়। সে আয়ের আবার দুটি পথ : এক. সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আহরিত আয় এবং দুই. জনগণের ওপর আরোপিত কর। এই কর আবার মোটা দাগে দুই ধরনের : এক. প্রত্যক্ষ কর, যা নাগরিকদের আয়ের ওপর আরোপ করা হয়; দুই. পরোক্ষ কর, যার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ ভ্যাট। এ দুই ধরনের করই সরকারের নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস। আমরা এর আগে দেখেছি, বছরওয়ারি সরকারের দেনার দায় বাড়ছে। এর সঙ্গে সংগতি রেখে আনুপাতিক হারে কর বৃদ্ধি পাবে, এটাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ঋণ যেভাবে বাড়ছে, আয় সেভাবে বাড়ছে তো না-ই, বরং আয়বৃদ্ধির এই হার কমছে। দেশের অর্থনীতিকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সারা বিশ্বেই কর ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। জিডিপির অনুপাতে করের অনুপাত যে দেশে যত বেশি, সেদেশের সরকারের আর্থিক দায় তত কম। আমরা যেসব রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে থাকি, সেসব দেশে উচ্চ আয়ের নাগরিকের কাছ থেকে উচ্চ হারে কর আরোপ করে তা নিম্ন-আয়ের নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় করে আয়বৈষম্য কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। সবচেয়ে বড় কর-জিডিপি অনুপাত পাওয়া যায় ইউরোপে। ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে কর-জিডিপি অনুপাত ৪৬ শতাংশেরও বেশি। দ্বিতীয় অবস্থান পাই উত্তর আমেরিকার কিউবায়। সেখানে কর-জিডিপি অনুপাত ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ। কর-জিডিপি অনুপাতে তৃতীয় অবস্থানে আছে এশিয়া। সেখানে ইসরাইলের কর-জিডিপি অনুপাত ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ। এর পরের অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা। সেখানে ব্রাজিলের কর-জিডিপি অনুপাত ৩২ দশমিক ২ শতাংশ। এর পরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের। সেখানকার তিউনিসিয়ায় কর-জিডিপি অনুপাত ৩২ দশমিক ১ শতাংশ। আরও ছোট পরিসরে যদি বলি, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ কর-জিডিপি ভুটানে-১৪ শতাংশ। এই চিত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত হতাশাজনক এবং তা ক্রম নিম্নহার। ২০১৪ সালে আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ। ২০১৮ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৯ শতাংশে। আর ২০২৩ সালে এই হার মাত্র ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রশ্ন হচ্ছে, কর-জিডিপির ন্যূনতম মানদণ্ড কত? আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) গবেষণা বলছে, যে কোনো দেশের অর্থনীতিকে সন্তোষজনক মাত্রায় পরিচালিত করতে হলে কর-জিডিপির অনুপাত হতে হবে কমপক্ষে ১২ শতাংশ। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় মাত্রার অনেক নিচে অবস্থান করছি।

আয়ের তুলনায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে চাপ পড়বে ঋণ পরিশোধে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, আমাদের চলতি অর্থবছরের বাজেটে কেবল ঋণের সুদ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৮০ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা। এতেও শেষ রক্ষা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ মাসে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৬ হাজার ২২২ কোটি টাকা, যা কি না মোট বরাদ্দের ৭০ শতাংশ। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বছরের বাকি অংশে এই ব্যয় আরও বাড়তে পারে। পাশাপাশি আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ অনেকখানি বেড়ে যাবে। বিদেশি ঋণনির্ভর প্রকল্পগুলোর গ্রেস পিরিয়ড এরই মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তখন বিদেশি ঋণ, বিশেষ করে রাশিয়া, চীন ও ভারত থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধের বাড়তি চাপ সামাল দিতে হবে।

সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানতে পেরেছি, অতি দ্রুত কোটিপতি হওয়ার প্রবণতা যে ১০টি দেশে সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশে করপ্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলমের বক্তব্য হলো, দেশের অর্থনীতির আকার অনেক বড় হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে রাজস্ব আয় না বাড়াটা অস্বাভাবিক। আইএমএফ কর-জিডিপির অনুপাত বাড়ানোর জন্য তাগিদ দিচ্ছে। আমি মনে করি, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটি বাড়ানো দরকার। রাজস্ব বাড়লে বিদেশি ঋণ পাওয়া আরও সহজ হয়।

সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানতে পেরেছি, অতি দ্রুত কোটিপতি হওয়ার প্রবণতা যে ১০টি দেশে সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশে করপ্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলমের বক্তব্য হলো, দেশের অর্থনীতির আকার অনেক বড় হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে রাজস্ব আয় না বাড়াটা অস্বাভাবিক। আইএমএফ কর-জিডিপির অনুপাত বাড়ানোর জন্য তাগিদ দিচ্ছে। আমি মনে করি, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটি বাড়ানো দরকার। রাজস্ব বাড়লে বিদেশি ঋণ পাওয়া আরও সহজ হয়।

এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের কর ব্যবস্থাপনা ও কর কাঠামোতে ব্যাপক সংস্কার আনতে হবে। কর আহরণের পরিধি সম্প্রসারণ করতে হবে। অনিয়ম, দুর্নীতি ও অদক্ষতা দূর করতে হবে। একথা সত্য, কর কাঠামোর সংস্কার রাতারাতি করা সম্ভব নয়। সরকার আন্তরিক হলেও ২-৩ বছর সময় লাগবে। তারপরও শুরু তো করতে হবে। কারণ, ভালো কিছু কোনোদিন না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে হলেও ভালো।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়



রাজনীতির প্রতি অনাস্থা বাড়ল কেন?

॥ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কিছুদিন আগে বলেছেন যে, ভালো লোকেরা এখন আর রাজনীতিতে আসতে চায় না। কথাটা তিনি না জেনে না বুঝে বলেননি; দুঃখের সঙ্গেই বলেছেন। তাঁর মতে, রাজনীতি নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট রাজনীতি নষ্ট মানুষের জন্ম দিচ্ছে। খুবই সত্য কথা। শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, পৃথিবীজুড়েই ওই ঘটনা ঘটছে; কম আর বেশি।

যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য অর্থনীতিই প্রধান অবলম্বন; কিন্তু অর্থনীতির ওপর রাজনীতির যে হস্তক্ষেপ ঘটে না, তা তো নয়। রাষ্ট্র চলে রাজনীতির ধারাতে এবং অর্থনীতি যে রাজনীতির শাসনকে অবজ্ঞা করবে তা পারে না। আসলে রাজনীতি ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত, আলাদা করা কঠিন। তা বাংলাদেশের রাজনীতিটা 'নষ্ট' হলো কীভাবে? কার দোষে? ভাবনা-চিন্তা না করেও বলা যাবে, নষ্ট হয়েছে ব্যবস্থার দোষে। ব্যবস্থাটাই এমন যে, নানান কিসিমের আদর্শের কথা শোনা যায় বটে; কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রয়ে যায় ওই টাকার হাতেই। বাংলাদেশের সংসদ সদস্য অধিকাংশই যে হয় নিজেরা ব্যবসায়ী, নয় তো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত–এটি ঘটনা বটে, তবে দুর্ঘটনা নয়।

নষ্ট রাজনীতি যে ভয়াবহ কাজটা করছে সেটা হলো, জনসাধারণের মধ্যে শুধু রাজনীতিক নন, রাজনীতির প্রতিই অনাস্থা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যাবে, পাওয়া গেল কিছুদিন আগে বিএনপির ছেড়ে দেওয়া সংসদীয় আসনগুলোর উপনির্বাচনেও। বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, শতকরা পাঁচজন ভোটার ভোট দিয়েছেন। তারা অতিরঞ্জন করেছে। রাজনীতিকরা সেটা করে থাকেন এবং ওই করাটাই অন্যতম কারণ, যে জন্য জনসাধারণ তাদের ওপর আস্থা রাখতে উৎসাহ পায় না। তবে উপনির্বাচনে ভোটাররা যে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করেননি, এটা বাস্তবিক সত্য। দৈনিক পত্রিকার শিরোনামগুলোর দিকে তাকালেও এখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

নিয়ম হচ্ছে, নির্বাচন উৎসবের মতো। যথার্থ নির্বাচন উৎসবই আসলে। তাতে উপস্থিতি, উৎসাহ, উত্তেজনা, কৌতূহল–সবকিছুই উপচে পড়ে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ভোটাররা যদি আগেই জেনে যায়, তাহলে তারা সাড়া দেবে কেন? তদুপরি যদি শঙ্কা থাকে সংঘর্ষের এবং অনিয়মের, তাহলে খরা দেখাটাই তো স্বাভাবিক।



এই রাজনীতি বিমুখতা মোটেই সুসংবাদ নয়। দেশের পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা হয়েছে, সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসছে। দুই বড় দল পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দিচ্ছে, আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ আপাতত কথার মধ্যে সীমিত; কিন্তু মানুষ ভরসা পাচ্ছে না, তারা আশঙ্কা করছে সংঘর্ষের। ফলে নির্বাচনে তাদের আস্থা কমারই কথা। নির্বাচনে আস্থা না থাকলে লোকজন ভোটকেন্দ্রে যাবে না। সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে তো বটেই; অতি সম্প্রতি চট্টগ্রামের একটি আসনে উপনির্বাচনে সেটির প্রতিফলন ঘটেছে।

জনসাধারণ ভোটকেন্দ্রে না গেলে সিটি নির্বাচনে যেমন-তেমন, বড় সংকট দেখা দেবে জাতীয় নির্বাচনে। শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি ক্ষমতার হস্তান্তর না ঘটে, তাহলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তাতে অতীতে যেমন রাষ্ট্রক্ষমতা চলে গেছে সামরিক বা বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে, এবারও তেমনটা ঘটবে বলে লোকে ধরে নেবে। রাজনীতিকরা যেহেতু আস্থা হারাচ্ছেন, তাই আমলাতন্ত্রের জন্য কর্তা হয়ে যাওয়াতে কোনো অসুবিধা হবে না।

আমাদের রাষ্ট্রের পত্তনটা ঘটেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে, তখন এর চরিত্র স্বভাবতই ছিল আমলাতান্ত্রিক। পাকিস্তানি শাসনামলে সেই চরিত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, কারণ শাসকদের অভিপ্রায় ছিল পূর্ববঙ্গকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে। আমরা চেয়েছিলাম; সেই পাকিস্তান থেকে বের হয়ে গিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে; সম্ভব হয়নি। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদীরাও ছিলেন পাকিস্তানি শাসকদের মতোই রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ও আমলাতান্ত্রিক চরিত্রটি অপরিবর্তিত রাখতে বদ্ধপরিকর। নিজেদের উন্নতিকেই তাঁরা দেশবাসীর উন্নতি বলে বিশ্বাস করতেন, প্রচারও করেছেন। ওদিকে রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে যাচ্ছিল আমলাদের হাতেই।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে কয়েকবার সামরিক শাসন এসেছে এবং সামরিক শাসকরাও ক্ষমতার চর্চা করেছে বেসামরিক আমলাদের সাহায্য দিয়েই। মিলেমিশে। ইয়ার-দোস্তের মতোই ব্যবসায়ীরা এখন ক্ষমতাশীল ঠিকই; কিন্তু তাঁরাও কাজ করেন আমলাদের সহযোগিতাতেই, অনেক সময় আমলাদের মাধ্যমেই। এটাই এখন বাস্তবিক সত্য। উন্নয়ন ও উন্নতির নিরিখ ও প্রতীকগুলো আমাদের চারপাশেই খেলা করছে। আমরা দেখি এবং মেনে নিই, মনে করি এগুলোই স্বাভাবিক। যেমন কিছুদিন আগের একটি ঘটনার কথাই ধরা যাক। সন্ধ্যার অন্ধকারে দু'জন লোক, অত্যন্ত স্মার্ট তাঁরা নিশ্চয়ই, আশি বছর পার হওয়া এক মহিলাকে ফেলে রেখে গেছে ঢাকা শহরের একটি ছোট রাস্তার এক কোণে। মহিলা যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বোঝা যায় তাঁর পরিধেয় দেখে। তাঁর পরনে ম্যাক্সি, ম্যাক্সির ওপরে হলুদ রঙের সোয়েটার। তাঁর চোখে-মুখে বেদনা ও বিষণ্নতার ছাপ। গলায় এক গোছা চাবি। চাবির ওই গোছাতেই হয়তো ব্যাখ্যা আছে তাঁর এই পথপ্রান্তিক দুর্দশার। ওই চাবিগুলো নিশ্চয়ই বিভিন্ন রকমের তালার; তালাতে আবদ্ধ ছিল যে সম্পদ ও সম্পত্তি, সেগুলো হয়তো ইতোমধ্যে তাঁর নিকটজনদের হস্তগত হয়ে গেছে, এখন না আছে তালার কোনো দাম, না তালার না চাবির, না চাবির মালিক মহিলার নিজের। মূল্যহীন মহিলাকে দেখাশোনার দায়িত্ব এখন কে নিতে যাবে? তাই তাঁকে বিদায় করে দেওয়াই শ্রেয়। বাস্তবতা এটাই। উন্নতির মালিকানা লোভনীয়; উন্নতি হয়ে গেলে উন্নয়নের অবলম্বনের মূল্য কী? তাকে পাহারা দেওয়া এক বিড়ম্বনা। তাই ফেলে দিয়ে গেছে। রাজধানীর এক পথে।

উন্নয়নের ও উন্নতির আরেকটি ছবি প্রায় একই সময়ে ঘটা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছোট সংবাদে পাওয়া যাবে। হাতিরঝিল এলাকায় মোটরসাইকেলের এক আরোহী দুর্ঘটনায় পড়েছেন, রাস্তায় পড়ে রয়েছেন তিনি, রক্তাক্ত অবস্থায়। তাঁর চারপাশে কিছুটা ভিড় জমেছে। কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর কোনো তৎপরতা নেই কারও মধ্যেই, তবে কয়েকজনকে দেখা গেছে মোবাইলে ছবি তুলতে। হাসপাতালে নিতে গেলে অনেক ঝামেলা, ছবি তুললে সেটা হবে একটা ব্যক্তিগত অর্জন। ঝোঁক ওই অর্জনের দিকেই। বর্জন এবং অর্জন উভয়ে একই পথের পথিক বটে। না হয়ে উপায় কী?

রাজনীতির মূল কথা হচ্ছে, নিজে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করে হলেও জনসাধারণের, অন্যের সুবিধাটা দেখা। এখনকার রাজনীতিকরা সবার আগে নিজের স্বার্থ দেখছেন যে কোনো মূল্যে। এতে করে জনসাধারণের বড় অংশ রাজনীতিকদের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন। আর একটি অংশ ওই রাজনীতিকদেরই অনুসরণ করে নিজেরটা দেখছেন সবার আগে।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিয়ে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

ব্যালটে নির্বাচন হওয়াই যথেষ্ট নয়

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

উদোরপিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে পলায়নপর মানসিকতারই পরিচায়ক। দেশের নির্বাচন কমিশন (ইসি) প্রায়ই এমন করে থাকে। অতীতে অনেকবার এমন প্রমাণ রয়েছে। তাদের (ইসির) কোনো স্খলন, অদক্ষতা, দূরদর্শিতার অভাব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের 'সাফসুতরা' বলে প্রমাণ করার প্রচেষ্টাই করে। একেবারে হালে চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচনে তাদের সেই একই আচরণ পরিলক্ষিত হলো। পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ পেয়েছে, ইসিই সেই একই অজুহাত তুলেছে। প্রকাশিত সেই খবরটির শিরোনাম হচ্ছে ভোটার (চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচনে) 'উপস্থিতি খুব কম। কমিশন দুষলেন দুই প্রার্থীকে।' এই উপনির্বাচনে এবার ভোট পড়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ। রাজনীতিকরা মনে করেন, সংখ্যা আরো কমই হবে।ভোটারদের এমন উপস্থিতি আসলে এই নির্বাচনকে অর্থহীন করে তুলেছে বলে অনেকে মনে করেন। স্মরণ করা যেতে পারে, এ আসনে নির্বাচনেও মাত্র ২৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল। সেই সংখ্যাও কিন্তু উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয় নয়।

এবারের উপনির্বাচনে এত কম ভোট পড়ল কেন, সেটা নিয়ে চলছে আলোচনা পর্যালোচনা। অপর দিকে নির্বাচন কমিশন এই প্রশ্নে প্রধান দুই প্রার্থীকে দুষলেন। দুই প্রার্থীর শোডাউনের কারণে ভোটাররা কেন্দ্রে আসতে সাহস করেনি। তবে প্রধান দুই প্রার্থীসহ অন্য প্রার্থীদের অভিযোগের তীর কিন্তু কমিশনের দিকে। তারা যেসব অভিযোগ তুলেছেন তা এমন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি বসানোর দাবি ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। ভোটারদের ভয়ভীতি দূর করার জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ইসির সক্ষমতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেছেন, নির্বাচন কমিশন অযোগ্য ও মেরুদন্ডহীন, এই নির্বাচন কমিশন যে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে না, তা আরেকবার প্রমাণিত



হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম, সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করবে, কিন্তু সেটা হয়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবার তার উত্তরণ ঘটবে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। অভিযোগ আরো আছে, যেমন ভোটকেন্দ্রে 'ভূত' আসতে না পারে, সেজন্য সিসিটিভি দেয়ার অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া কোনো এক প্রার্থীর নেতাকর্মী ও এজেন্টদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী (সরকারি দলের) প্রার্থীর লোকজন নানা হুমকি ধমকি দিয়েছে। ভোটাররা যাতে কেন্দ্রে না আসে সেজন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মূলত এসব কারণেই ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক কম। এক প্রার্থী এও দাবি করেন, এই উপনির্বাচনে ৫ থেকে সর্বোচ্চ মাত্র ৭ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এসব অভিযোগের বাইরে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, প্রকৃতপক্ষে ইসি তাদের স্বাধীন সত্তাকে সপ্রমাণ করতে অতীতে যেমন পারেনি, এবারও পারল না, ভবিষ্যতে পারবে সেটা কোনোভাবেই আস্থা রাখার পর্যায়ে নেই। ক্ষমতাসীনদের যে অপছায়া কমিশনের ওপর রয়েছে, তা থেকে তাদের বেরিয়ে আসার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান থাকার বিষয়টি এখনো রয়েই গেল। তা ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধান যে বিপুল ক্ষমতা তাদের (ইসি) দিয়েছে, সেটা তারা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্য এখনো নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নানা প্রশ্ন আর জটিলতা থাকছে। একটু ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলা যাবে, তাদের ব্যর্থতাজনিত কারণে বাংলাদেশের নির্বাচনে যে ম্যালপ্রাক্টিস হচ্ছে। সেটা যেমন গোটা দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেশবাসীকে হতাশা ও বিপর্যয়ের দ্বারে নিয়ে গেছে, তেমনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে। বহু দেশ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে অমর্যাদাকর যত বক্তব্য বিবৃতি দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে, যা ক্ষমতাসীনদের তেমন স্পর্শ করতে পারছে না।

চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে দেখা যেতে পারে সম্প্রতি ইসির একটি সিদ্ধান্তের বিষয়। কিছুকাল আগে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়, আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হবে। এটি একটি নির্দোষ ঘোষণা হলেও তা সাধারণ মানুষের মধ্যেও, সেই সাথে বোদ্ধা সমাজের ভেতর ব্যাপক কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। কেননা যে ইসি এতকাল ইভিএমের (যাকে বহু মানুষ জাদুর বাক্স বলে। কেননা কোনো মন্ত্র পড়লেই এর দ্বারা নির্বাচনের ফলাফলে নাকি দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানিয়ে দেয়া যায়) মাধ্যমেই ভোটগ্রহণ করা হবে বলে সারাক্ষণ এমন যপতপ করত, অবাক করার বিষয়, তারা হঠাৎ করে কেন মত পাল্টে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করার কথা বলল? ইসির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, ইতোপূর্বে যারা ব্যালটে ভোট করা নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাদের এখন এ কথা বলে অনেককে ভোটে আসতে প্রলুব্ধ করার একটি কৌশল হতে পারে। নির্বাচন নিয়ে সব মহলের নানা ওজর আপত্তি ছিল, তার বড় একটা 'অবস্ট্রাগল' সরিয়ে দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার প্রয়াসই হতে পারে।

অপর দিকে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন, ব্যালটে ভোট নেয়া উচিত বলে যারা মনে করতেন, অবশ্য তাদের এটা একটি বড় দাবি ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের মৌলিক দাবিটা কিন্তু আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। ভোট ব্যালটে হবে এটি বললেই যে নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে এর কোনোই নিশ্চয়তা নেই। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই, এই সিদ্ধান্তের ফলে সবাই সাধু হয়ে যাবে। এর আগেও ব্যালটে ভোট হয়েছে, কিন্তু সেখানে নির্বাচনে জনগণের পক্ষে নিরাপদভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে ভোট দেয়ার মতো পরিবেশ কিন্তু সৃষ্টি হয়নি। সেজন্য ব্যালটে ভোট হলেই ভালো পরিবেশ রাতারাতি তৈরি হয়ে যাবে তা ভাবার কোনো অবকাশই নেই। সেজন্য এমন একটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায় থাকতে হবে (যাকে সবাই নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ সরকার বলে মনে করে), তাদেরই ক্ষমতায় থাকতে হবে যেহেতু তারা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে আলোকে যা কিছু করা দরকার সবটাই তারা করবেন। বিশেষ করে বারবার এটি প্রমাণ হয়েছে, বর্তমান নির্বাচন কমিশন একেবারেই অক্ষম। প্রশ্নমুক্ত কোনো নির্বাচন করার সক্ষমতা তাদের নেই। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নিয়ে যদি মনে করেন, ভালো নির্বাচনের জন্য এই ইসিকে পাল্টে উপযুক্ত ইসি গঠন করবে, তবে সেটাই হবে যুক্তিযুক্ত। প্রশাসনকে যদি ঢেলে সাজানোর প্রশ্ন আসে তাহলে সেটাই তাদের করতে হবে। কেননা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন একান্ত জরুরি। তাছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা সম্পন্ন করতে না পারলে ভালো নির্বাচন করা কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়। সেসব করার জন্য সেই সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে জরুরি ভিত্তিতে।

নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান এতটা ক্ষমতা কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছে তার একটা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সবাই জানেন যে, ভালো বীজ বুনলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তেমনি একটি ভালো নির্বাচন হলে এর অনেক ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে রাষ্ট্রীয় জীবনে। যেমন যোগ্য এবং জনগণের পছন্দের প্রার্থীরা বিজয়ী হতে পারেন, আর জনগণের হিসাব নিকাশ কিন্তু পাকা, অত্যন্ত পোক্ত। একটি ভালো সংসদ হলে অবশ্যই যোগ্য দক্ষ মন্ত্রিসভা হবে। তারা জবাবদিহিমূলক প্রশাসন কায়েম করতে পারবে। তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সংসদকে কার্যকর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারবে। এসবই নির্ভর করে কেবল একটি ভালো নির্বাচন হলেই। তেমন নির্বাচন ভালো হওয়া নির্ভর করে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ওপরই। সেজন্য বিষয়টি নিয়ে সবাইকে এই মুহূর্তে গভীরভাবে ভাবতে হবে। এমন একটি নির্বাচনের মাধ্যমে যে প্রশাসন কায়েম হবে তারা দেশের জন্য কল্যাণ করবে। কেবল তাই নয়, আন্তর্জাতিক বলয়ে এখন বাংলাদেশের যে বিপর্যস্ত ভাবমর্যাদা তারও মেরামত সম্ভব হতে পারে। সবশেষে এটা বলছি যে, এ কথা সবার মনের গভীরে ও জীবনাচরণে প্রোথিত করতে হবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Akash Medical Care

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. Nayeem Haque

Podiatic Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসএ'র রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের প্রক্রিয়া

ইউএসএ'তে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের কাছে আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে নিচে উল্লেখিত তথ্যসহ আলোচনা করা হলো।

কারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারে?

ইউএসএ'তে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য যোগ্য হতে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রথমে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারালাইকেশন অ্যাক্টের সংজ্ঞার শর্তপূরণ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, একজন ব্যক্তির বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতামত অথবা বিশেষ কোন সামরিক গ্রুপের সদস্য হওয়ার জন্য যদি তাদের নিজ দেশে নিপীড়নের ভয় থাকে। সে কারণে রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে একজন আবেদনকারীকে নিপীড়নের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের কাগজপত্র দেখাতে হবে। কিংবা ভবিষ্যতে 'ভয় আছে' তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকতে হবে।

রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না?

রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করা হবে না যদি আপনিঃ কারো বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা বিশেষ কোন সামাজিক গ্রুপের সদস্য হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে আপনি নিপীড়নের নির্দেশ দিয়েছেন, উস্কানী দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন অথবা এসব বিষয়ে অংশ নিয়েছেন। ভয়ঙ্কর কোন অপরাধের কারণে দন্ডিত হয়েছেন (দুধর্ষ কোন ফেলনি সহ)।

ইউএসএতে (যুক্তরাষ্ট্রে) রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের ৩টি পন্থা আছেঃ

১৮০ দিন এ্যাসাইলাম আবেদন ইউএসসিসআইএস কিংবা ইউআইআর-এর কাছে পেন্ডিং থাকলে আর বিলম্বের অনুরোধ রক্ষিত হয় না। আমাদের সম্মানিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে আগামী সপ্তাহের বিষয় উল্লেখ করা হলোঃ

এ্যাফারমেটিভ প্রক্রিয়া;

বিশ্বাসযোগ্য নিপীড়নের ভয়ের ইতিবাচকতা যদি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় অথবা

ডিফেন্সিভ প্রক্রিয়া।

ইউএসসিআইএস'র সঙ্গে এ্যাফারমেটিভ রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়াকরণঃ

একজন ব্যক্তি যদি রিম্যুভাল প্রক্রিয়ায় না থাকেন, তবে তিনি ইউএস সরকারের মাধ্যমে, ইউএস সিটিজেনশীপ অ্যাক্ট ইমিগ্রেশন সার্ভিসে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানাতে পারবেন। ইউএসসিআইএস এ্যাসাইলাম অফিসার যদি রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন মঞ্জুর না করেন, আবেদনকারীকে তখন রিম্যুভাল প্রক্রিয়ার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারী ডিফেন্সিভ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন করে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করতে পারবেন এবং ইমিগ্রেশন জজের সামনে দাঁড়াতে পারবেন।

ডিফেন্সিফ রাজনৈতিক আশ্রয়ঃ

কোন ব্যক্তি যদি রিম্যুভাল প্রক্রিয়ায় থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ অফিসে ইমিগ্রেশন জজের কাছে আবেদন জানাতে পারবেন। অন্য কথায়, 'ইউএস থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে ডিফেন্স' রাজনৈতিক আশ্রয় হিসেবে আবেদন করা হয়।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনের ক্ষেত্রে ডেড লাইন আছে কিনা?

ইউএসএ সর্বশেষ প্রবেশের তারিখ থেকে ১ বছরের মধ্যে অবশ্যেই রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানাতে হবে। অবশ্য যদি নিজের কারণগুলো প্রমাণ করতে পারেনঃ

পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা বিশেষ পরিস্থিতি যে কারণে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানানো বিলম্বিত হয়েছে এবং ঐ রকম পরিস্থিতি সত্বেও আপনি একটি যুক্তসঙ্গত সময়ের মধ্যেই আবেদন করেছেন।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়ায় কত সময় লাগতে পারে?

সার্বিকভাবে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়া শেষ হতে অনেক বছর লাগতে পারে। কতিপয় ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তার আবেদন ফাইল করতে পারেন এবং সম্ভাব্য ভীতি প্রদর্শনের



বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিয়ে সাক্ষাতকার পেতে পারেন। পেন্ডামিকের জন্য তো বটেই, তার আগে থেকেই যে ব্যাকলগ তা বেড়েই চলেছে। ১ এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত এ্যাফারমেটিভ রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা ৪ লাখ ৭০ হাজার ৭৮৬ জমে আছে ইউএসসিসআইএস-এ। সরকার অনুমান করতে পারছে না এসব আবেদনের প্রাথমিক সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করতে কত সময় লাগতে পারেন।

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় কী ঘটে?

ইউএস'র আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক, আশ্রয় প্রার্থীরা ইউএস'তে থাকার অধিকার থাকে ঝুলন্ত। সরকারের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে যে, এ ধরনের মানুষদের আটক রাখার অধিকার আছে- কমিউনিটিতে তাদের ছেড়ে দেয়ার চেয়ে। কোন কোন আদালত এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে আবেদনকারীদের বন্ড হেয়ারিং এর জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয় সাক্ষাতকারের জন্য।

রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনের পর কীভাবে এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশনের জন্য আবেদন করা যায়?

এ ব্যাপারে পরামর্শ পেতে ইউএসসিসআইএস'র ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

১৮০ দিন এ্যাসাইলাম ইএসডি ব্লক কী?

১৮০ ডে এ্যাসাইলাম ইএসডি ব্লক' হচ্ছে ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিসআইএস) এ্যাসাইলাম অফিস অথবা ইমিগ্রেশন কোর্টের ইমিগ্রেশন পূনর্মূল্যায়নের নির্বাহী অফিসারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন কতদিন ঝুলন্ত আছে নির্ধারণ করা হয়। ওয়ার্ক অর্থারাইজেশন আবদেনের ফরম আই-৭৬৫ মূল্যায়ন করে ইউএসসিসআইএস'র সার্ভিসস সেন্টার এবং ওয়ার্ক অথারাইজেশনের যোগ্যতা নির্ণয় করে ১৮০ দিনের ইএসডি ক্লক যা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর আবেদনের ১৫০ দিন পর ফাইল করা হয়েছে। এরপর কমপক্ষে আরও ৩০ দিন ঝুলন্ত থাকার আগ পর্যন্ত ওয়ার্ক অথারাইজেশন কার্ড পওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ১৫০ দিন অপেক্ষাকাল এবং ১৮০ দিন যোগ্যতা অর্জনের সময়- একেই সাধারণভাবে ১৮০ ডে এ্যাসাইলাইম ইএসডি ক্লক বলা হয়। ইউএসসিসআইএস যেদিন রাজনৈতিক আশ্রয়ের পূর্ণাঙ্গ আবেদন গ্রহণ করে সেদিন ১৮০ ডে এ্যাসাইলাম ইএডি ক্লক গণনা শুরু হয়।

১৮০ দিন এ্যাসাইলাম ইএসডি ক্লক কীসে আর কার্যকর হয় না?

১৮০ দিন এ্যাসাইলাম আবেদন ইউএসসিসআইএস কিংবা ইউআইআর-এর কাছে পেন্ডিং থাকলে আর বিলম্বের অনুরোধ রক্ষিত হয় না।

আমাদের সম্পানিত পাঠকদের উদ্দেশ্য আগামী সপ্তাহের বিষয় উল্লেখ করা হলোঃ

ট্রাম্প প্রশাসন এবং তারপর বাইডেন আমলে বর্ডারে রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনে কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

কতজন মানুষের রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর হয়েছে?

বিশ্বাসযোগ্য ভীতি এবং যুক্তসম্পন্ন ভীতি।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বিভাজনের রাজনীতি আর কত!

॥ মোঃ তোফাজ্জল বিন আমীন ॥

আমরা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছি। প্রতিনিয়ত প্রতিহিংসার রাজনীতি আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও যেন এতটুকু শান্তি নেই যেখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। বিভাজনের রাজনীতির কারণে আমরা সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার সৎসাহস হারিয়ে ফেলেছি। ফলে রাজনৈতিক সজ্ঞাত-সহিংসতা বাড়ছে। রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা থাকবে! এটি অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, মানুষের কল্যাণের পক্ষে হতে হবে। যেন সুস্থ রাজনীতির প্রতিযোগিতা হয়। রাজনীতিবিদরা প্রায়ই বলেন, মানুষের জন্য রাজনীতি। অথচ তারাই ক্ষমতার সিঁড়ি ধরে রাখতে ভিন্নমতের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার প্রয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। বিভাজনের রাজনীতি কারো জন্য সুখকর নয়। কিন্তু নির্বাচন সামনে এলে বিভাজন আরো প্রকট হয়ে উঠে। বিভাজন বাড়ায় সৎ যোগ্য ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা রাজনীতিবিমুখ। ফলে রাজনীতিতে পেশিশক্তি ও ভোগবাদিতার উত্থান জনমনে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। অথচ একটা সময় সৎ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন, তারা হৃদয়ে রাজনীতির আদর্শ লালন করতেন। ভোগবাদিতা কিংবা বিলাসিতার সাগরে গা ভাসিয়ে দিতেন না; অর্থের পেছনে ছুটতেন না, মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দিতেন। তাদের জীবনযাপনে দেশপ্রেম দৃশ্যমান থাকত। কিন্তু এখন রাজনীতি মানে প্রতিহিংসার রাজনীতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল বলছেন, 'প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ রাজনৈতিক প্রাণী। রাজনীতি মানুষের জীবনেরই অনুষঙ্গ। কেউ কেউ রাজনীতিকে অবজ্ঞা করেন। রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে দূরে রাখেন। কিন্তু প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাসওয়েলের ভাষ্যমতে, 'রাজনীতি হচ্ছে প্রভাব ও প্রভাবশালীদের পাঠ। সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ না থাকলে অপরাজনীতির চাষাবাদ হয়। প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিবার-সমাজকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে রাজনীতিতে এক ধরনের হতাশা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি রাজনৈতিক শিষ্টাচার চর্চার প্রয়োগ চোখে পড়েনি; বরং প্রতিহিংসার রাজনীতি আদর্শ হয়ে উঠেছে। অথচ একটা সময় এমন ছিল যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতের অমিল থাকলেও পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল।

কিন্তু এখন ভালোবাসা তো দূরের কথা; উল্টো হামলা আর মামলায় ভিন্নমতের অনুসারীকে শায়েস্তা করা হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরি। কারণ চিরদিন কারো সমান নাহি যায়। রাজনীতিবিদ ক্ষমতায় না থাকলেও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেন। এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। দেশের শাসক শ্রেণী মনে করে, 'সব কৃতিত্ব আমার, আর সব ব্যর্থতার দায় প্রতিপক্ষের। এক শ্রেণীর কিছু রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠা তো দূরের কথা ভোগ-বিলাসের গন্ধ পেলেই আদর্শ পরিবর্তন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীরা যখন বিভাজনের পথে হাঁটেন তখন গণতান্ত্রিক সরকারও স্বৈরতান্ত্রিক পথে পা বাড়ায়। ইতিহাসের পাতায় এরকম ঘটনা ভুরি ভুরি আছে।

দেশের মানুষ অবিচার ও জুলুমের শিকার কখন হয়? যখন বিভাজনের রাজনীতি বিরাজ করে। তখন তাদের বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ ভারী হয়ে উঠলেও ক্ষমতাসীনরা কর্ণপাত করে না। ক্ষমতায় টিকে থাকা কিংবা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যত ফন্দি করা হয়, তার ছিটেফোঁটাও যদি গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বার্থে করা হতো তাহলে বিভাজনের রাজনীতি সমাজ থেকে বহু আগে বিতাড়িত হয়ে যেত। সুন্দর সমাজ ও আইনের শাসনের সুবাতাস সবাই উপভোগ করতে পারত। কিন্তু বিরাজনীতিকরণের ফলে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষ রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করে বহু মানুষের জীবনকে নরকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু মানুষ প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না। দু'-একজন প্রতিবাদ করলেও তাদেরকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে দমন করা হচ্ছে। নীতিহীন রাজনীতি দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বোধ করি নতুন করে কাউকে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। এক শ্রেণীর নেতা-নেত্রী দিনের বেলায় হৃদয় নিংড়ানো আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলে কর্মীদেরকে উজ্জীবিত করেন। আবার তারাই রাতের অন্ধকারে নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আঁতাতের রাজনীতি করেন। এক কথায়, নেতারা যা বলেন তা করেন না, যা করেন তা বলেন না। ক্ষমতার মোহে তারা দেশপ্রেম কিংবা মানবতার সংজ্ঞাটিও ভুলে যান। ফলে তাদের কাছে জনসেবা ও আর্দশ প্রাধান্য পায় না।

দেশপ্রেম কারো গায়ে লেখা থাকে না। দেশদ্রোহী হয়েও কেউ জন্মগ্রহণ করে না। পরিবেশ-পরিস্থিতি কাউকে হিরো আবার কাউকে জিরো বানায়। কিন্তু জিরো থেকে হিরো হওয়ার গল্পও আছে। রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা অন্যায় কিছু নয়; কিন্তু প্রতিহিংসার রাজনীতি অন্যায়। প্রতিহিংসার রাজনীতি নির্বাসন দেয়া তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে জনকল্যাণের রাজনীতির ধারা চালু হবে। একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন রাজনীতিবিদরা। রাষ্ট্রের জনগণ যখন নিপীড়নের শিকার হন তার প্রতিবাদ রাজনীতিবিদদেরই করতে হয়। যদি কেবল আমলা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যেত তাহলে রাজনীতির প্রয়োজন হতো না। একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হলেও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে না যদি না কাঙ্ক্ষিত মানের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করে। বিশ্বব্যাপী দেশ দখলের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার চলছে। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে-জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ পরিচালিত হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জনগণ নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। ফলে যেন তেন উপায়ে বিনাভোটে জয়ী হওয়ার সংস্কৃতি চালু হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্রবিরোধী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম করেনি। যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায় তাদের উচিত জনগণের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য অনুধাবন করা। যখন সুষ্ঠু ভোটের আয়োজন না করে যেনতেন উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাতিয়ে নেয়া হয় তখন গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়টি ভাটা পড়ে যায়। জার্মানির অ্যাডলফ হিটলার তার উদাহরণ। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে হিটলার চ্যান্সেলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিজ দল ছাড়াও অন্য দল থেকে তিনি মন্ত্রিসভায় জায়গা করে দিয়েছিলেন। সিভিল সোসাইটি থেকেও কয়েকজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়েছিলেন। পার্লামেন্ট হিটলারকে সর্বসময় ক্ষমতার অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু হিটলার সে মর্যাদা রাখেননি। তারপর দমন-পীড়ন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা কমবেশি সবারই জানা। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে যারাই ক্ষমতায় আছে তারা হিটলার না হলেও হিটলারের অনুসরণীয় পথে দেশ পরিচালনা করতে ভুল করছেন না। ফলে প্রতিহিংসার রাজনীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। মাছের মাথা থেকেই তার পচন দেখা দেয়। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজদেহের বিনাশী পচন ও অবক্ষয় প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এক দিনেই তৈরি হয়নি। এটি দীর্ঘদিনের সামাজিক-রাজনৈতিক মিথষ্ক্রিয়ার ফসল। সর্বক্ষেত্রে এক তরফা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে বিভাজনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় গ্রাস করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের যারা নেতা তারা সামাজিক মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে নীতিহীন রাজনীতির চাষাবাদ শুরু করায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বাড়ছে, প্রতিহিংসার রাজনীতি দেশকে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ আমরা কেউ চিরদিন বাঁচব না, কিন্তু বাঁচবে আমাদের দেশ, আর বাঁচবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুতরাং একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বার্থে সরকারিদল ও বিরোধীদল বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করবে, এমনটিই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

হিমালয়কে বামন করার চেষ্টা কেন?

॥ মোনায়েম সরকার ॥

খুলনা মহানগরীর শিববাড়ি মোড়ের নাম পরিবর্তন হবে না বলে জানতে পারলাম এ নিবন্ধ লেখার সময়। এটি জানিয়েছেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হওয়ার পর মেয়র সাহেব একথা জানালেন।

খুলনা সিটি করপোরেশনের একটি সাধারণ সভায় শিববাড়ি মোড়ের নাম বদলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রাখার এজেন্ডা ছিল। এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, বহু বছর ধরে চালু থাকা একটি মোড়ের নির্দোষ নাম কেন বদলে ফেলতে হবে এবং কেনই বা বঙ্গবন্ধুর নাম সেখানে যুক্ত করতে হবে? খুলনা নগরীতে 'বঙ্গবন্ধু চত্বর' বাস্তবে রয়েছেও বটে। সেটার নাম বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ আবু নাসেরের নামে করার প্রস্তাবও ছিল সভার নথিতে। কারা এমন জটিল চিন্তার আশ্রয় নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করলেন, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। অনেকে বলছেন, শেখ আবু নাসেরের নামে একটা কিছুর নামকরণের জন্যই ওই দুটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল।

এর আওতায় শিববাড়ির নাম বদলে ফেলার বুদ্ধি বের করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর নাম সেখানে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে, যাতে প্রশাসন বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি না ওঠে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অবস্থানকালে অন্য সবার সঙ্গে শেখ আবু নাসেরও নির্মমভাবে নিহত হন। তার নামে কোনো সড়ক, মোড় বা স্থাপনার নামকরণ হলে তাতে কেউ আপত্তি করবে না। সেটি হওয়াও উচিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু চত্বরের নাম পালটে সেখানে তার নাম বসাতে হবে কেন? শিববাড়ির নামই বা বদলে ফেলতে হবে কেন?

অনেকে এখানে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশও দেখতে পাচ্ছেন। খুলনা নগরীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বড় উপস্থিতি রয়েছে। সামনেই সেখানে সিটি করপোরেশন নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরেও কি একটি পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টার অংশ হিসাবে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানো হলো? মেয়র বা সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ যদি বলেন, তারা এসব উদ্যোগের কথা জানতেন না-সেটি বিশ্বাসযোগ্য হবে না। বঙ্গবন্ধু চত্বর ও শিববাড়ি মোড়ের নাম বদলানোর এজেন্ডা সংবলিত নথি ফেসবুকে ঘুরছে। তা-ও ভালো, দ্রুত এর নিষ্পত্তি টানা হয়েছে। তবে ফেসবুকে হইচই না হলে গোপনে নাম পরিবর্তনের ব্যাপারটি ঘটে যেত কিনা, তা কে বলবে। উদ্যোগটি বাতিল হলেও এ প্রশ্ন থেকে যাবে যে, কারা কী উদ্দেশ্যে এমন প্রস্তাব এনেছিলেন। আর বঙ্গবন্ধুকে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করার প্রবণতা তো শুভ নয়। যারা এসব চেষ্টায় নিয়োজিত, তারা না শিববাড়ি মোড়ের তাৎপর্য বোঝেন; না বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। এ দুটিকে কোনো মহল সচেতনভাবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চায় কিনা, সে প্রশ্নও উঠবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল মুজিবনগর সরকার। কারণ তিনি এ দেশের বঞ্চিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের নায়ক। স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনিই ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দৈহিকভাবে অনুপস্থিত হলেও বঙ্গবন্ধুই তাই ছিলেন সবচেয়ে উপস্থিত। স্বাধীনতা অর্জন শেষে তার নেতৃত্বেই গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলতে তিনি নেতৃত্ব দেন এ জাতিকে। এরই একপর্যায়ে স্বাধীনতাবিরোধী ও কুচক্রী মহলের চক্রান্তে তাকে জীবন দিতে হয় সপরিবারে। হত্যাকারী চক্র রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টাও চালানো হয়। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে সেটা অব্যাহত থাকে। তাতেও জনগণের মন থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা সম্ভব হয় না। মুছে ফেলতে চাওয়ায় এ নাম যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যারা বঙ্গবন্ধুর নাম যেখানে-সেখানে উৎকীর্ণ করতে চায়, তাদের বোধহয় এ ইতিহাস জানা নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল মুজিবনগর সরকার। কারণ তিনি এ দেশের বঞ্চিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের নায়ক। স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনিই ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দৈহিকভাবে অনুপস্থিত হলেও বঙ্গবন্ধুই তাই ছিলেন সবচেয়ে উপস্থিত। স্বাধীনতা অর্জন শেষে তার নেতৃত্বেই গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলতে তিনি নেতৃত্ব দেন এ জাতিকে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর অবশ্য বঙ্গবন্ধুর নামে অনেক কিছুর নামকরণ হয়েছে। সেটি কাঙ্ক্ষিতই ছিল। কিন্তু এসব নামকরণের কারণেই কি বঙ্গবন্ধু বড় হয়েছেন? নাকি দীর্ঘদিন তার নামে কিছু ছিল না বলে, এমনকি বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা চলেছিল বলে তিনি ছোট হয়ে গিয়েছিলেন? ইতিহাসে তার যে অবদান, তাতে কোনো অপশক্তিই তার নাম মুছে ফেলতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুকে এ পরিপ্রেক্ষিতে যারা দেখতে অক্ষম, তারাই যেখানে-সেখানে তার নাম বসাতে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা হয়তো মনে করে, এটি না করলে তিনি ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাবেন। আরেক শ্রেণির লোক নিজেদের বঙ্গবন্ধু প্রেমিক বলে জাহির করতে এসব কাজে উঠেপড়ে লাগে। তাদের হয়তো কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থ রয়েছে। এ অবস্থায় খুলনায় শিববাড়ি মোড়ের নাম পরিবর্তনের ওই উদ্যোগ কেন নেওয়া হয়েছিল, তার একটি তদন্ত হতে পারে। বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা কঠিন। বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনার নামকরণের পেছনে কোনো না কোনো ইতিহাস থাকে। অনেক ক্ষেত্রে থাকে জনশ্রুতি। কোনো কারণে সেটি পরিবর্তন করা হলে তাতে ওই ইতিহাস বা জনশ্রুতিটি হারিয়ে যায়। এজন্য একদল মানুষ কোনো নামই পরিবর্তন করার পক্ষপাতী নন। কিছু নাম অবশ্য আছে বিব্রতকর বা উচ্চারণের জন্য অপ্রীতিকর। সেগুলো হয়তো উদ্যোগ নিয়ে বদলানো যেতে পারে, যেহেতু এতে মানুষের রুচি গঠনের বিষয় রয়েছে। মাঝে শোনা গিয়েছিল, এমন কিছু বিদ্যালয়ের নাম বদলানো হবে শিশুদের মানস গঠনের জন্য। এক্ষেত্রেও খেয়াল রাখা দরকার, যাতে কোনোভাবে বিশেষ কোনো সম্প্রদায় আহত না হয়।

আমাদের দেশে মূলত সামরিক শাসকরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু নাম পরিবর্তন করেন এবং তাতে ব্যবহার করেন ধর্মকে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে খুশি করতেই ছিল তাদের এসব উদ্যোগ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও কিছু পুরোনো বাংলা নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয় পাক হানাদার বাহিনী ও তার সেবাদাসরা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে সেগুলো আর স্থায়ী হয়নি। তবে নতুন দেশ সৃষ্টির কারণে অবধারিতভাবে কিছু নাম বদলাতে হয়। এগুলো যে প্রশাসনিক আদেশে হয়েছে, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বদলে দিয়েছে অপ্রিয় নাম। এ অঞ্চলে নাম বদলে না ফেলার উদাহরণও কম নেই। ব্রিটিশ সাহেবদের নামে করা সবকিছু বদলে ফেলা হয়নি। আবার কিছু নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তাতে কী অর্জিত হয়েছে, বলা কঠিন। ভারতে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানকার মুসলিম শাসনামলের অনেক কীর্তি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দেশটির ইতিহাস সচেতন ও বিবেকবান মানুষ এটি সমর্থন করছে না। ভারতের আদালতও এর বিরোধিতা করছেন। বাংলাদেশে এত ব্যাপকভাবে না হলেও বিশেষত এরশাদ শাসনামলে বিভিন্ন স্থানের বাংলা নাম পরিবর্তনের একটা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এটি অবশ্য শুরু হয় বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পরপরই বাংলাদেশ বেতারকে 'রেডিও বাংলাদেশ' করার মধ্য দিয়ে। এসব করে শেষ পর্যন্ত কোনো ফায়দা আসলে হয় না। ইতিহাসে যা টিকে থাকার, তা ঠিকই টিকে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর নামে অনেক কিছুর নামকরণ হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে। যমুনা নদীর উপর নির্মিত সেতুর নতুন নামকরণ হয় বঙ্গবন্ধু সেতু। সেটি সবাই সানন্দে গ্রহণ করে। পদ্মা সেতুর নামও বঙ্গবন্ধুর নামে করার প্রস্তাব ছিল। হয়তো এর নামকরণ করা যেত দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু সেতু। পদ্মা সেতু যেহেতু বঙ্গবন্ধুকন্যার বিশেষ উদ্যোগের ফল, তাই এর নাম তার নামে করারও প্রস্তাব গিয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী কোনো প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। নদীর নামেই করা হয় পদ্মার উপর নির্মিত সেতুর নাম। তাতে বঙ্গবন্ধু কিংবা শেখ হাসিনা কেউ ছোট হয়ে যাননি।

বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কিছুর নামকরণের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, সে প্রশ্নও মাঝেমধ্যে মনে জাগে। কারণ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ তো সমার্থক। যার নামে একটি জাতি মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তার নাম দিয়ে বুঝি মুছে ফেলতে হবে খুলনার একটি মোড় শিববাড়ির নাম! সত্যি বলতে, এ ঘটনায় আমি বিস্মিত।

বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন যে, তাকে মুছে ফেলা সম্ভব না এবং তার নামে ছোট-বড় নানা কিছুর ঢালাও নামকরণের চেষ্টাও অর্থহীন। এতে বরং তার মর্যাদাকে খাটো করা হয়। অনেকে অবশ্য ভালোবেসে তার নামে কিছু করার চেষ্টা করেন। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু হালকা চিন্তাভাবনা বা অতি উৎসাহ থেকে যারা বঙ্গবন্ধুকে সব বিষয়ে টেনে আনেন, তাদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এরা আখেরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তিরও ক্ষতি করে ফেলছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা ক্ষমতার শীর্ষে আছেন বলে তাকে খুশি করার চেষ্টায়ও এসব উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। আশা করি, তিনি এ বিষয়ে সচেতন আছেন ও থাকবেন। তাতে আমাদের সবারই মঙ্গল।

লেখক: রাজনীতিক, লেখক; মহাপরিচালক, বিএফডিআর

বৈশ্বিক মানবিক সংকটে উর্ধ্বমুখী সামরিক ব্যয়ের প্রভাব

॥ ব্রি. জে. (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন ॥

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের প্রায় সব দেশের চলমান অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, স্থানীয় মুদ্রার দরপতন, ইউএস ডলারের সংকট প্রভৃতি নানা কারণে সাধারণ মানুষ ক্রমাগত ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী মূল্যবৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং পণ্য, খাদ্যসামগ্রী, জ্বালানি ও সারের মূল্যস্ফীতি ঘটিয়েছে।

মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, জাতীয় ঋণের মাত্রা বাড়ছে এবং অনেক দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। আমদানিনির্ভর দেশগুলোকে আমদানি ব্যয় মেটাতে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হচ্ছে এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন হওয়ার কারণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বের ৮২টি দেশের সাড়ে ৩৪ কোটি মানুষ খাদ্য নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দেশগুলোয় খাদ্য সহায়তার জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ডব্লিউএফপি) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনাহারের ঝুঁকিতে থাকা এসব মানুষের মধ্যে ৪৫টি দেশের পাঁচ কোটি মানুষ চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এ ধাক্কা চলমান উন্নয়নের গতিকে ধীর করে দিয়েছে। এর মধ্যে শ্রীলংকার ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, এর প্রভাব এখনো কিছুটা রয়েছে। শ্রীলংকার পর পাকিস্তান ও আর্জেন্টিনা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং তা কাটিয়ে উঠতে সংগ্রাম করছে।

ইতোমধ্যে অনেক বৈশ্বিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ইউক্রেন, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়ায় যুদ্ধ, তুরস্কে ভূমিকম্প, ইথিওপিয়া ও সর্বশেষ সুদানের গৃহযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকটের তালিকা দীর্ঘায়িত করে চলেছে। এর ফলে মানবিক ও ত্রাণ সহায়তার গুরুত্ব ও লক্ষ্য ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। ২০২১ সালের ২৪ আগস্ট ইথিওপিয়ার ফেডারেল সরকার ও টিগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে সংঘর্ষে ওই অঞ্চলে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। সুদানে গত ১৫ এপ্রিল থেকে চলা সংঘর্ষে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে, প্রায় আট লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব মানবিক বিপর্যয় ত্রাণ সহায়তা ও মানবিক কার্যক্রমের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। জাতিসংঘ পূর্ব আফ্রিকার তিন-চতুর্থাংশ শরণার্থীর খাদ্য রেশন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ইথিওপিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ সুদান ও উগান্ডার শরণার্থীরা। পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, চাদ, মালি, মৌরিতানিয়া ও নাইজারে ডব্লিউএফপির রেশনও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বুরকিনা ফাসোতে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লাখে পৌঁছেছে। ডব্লিউএফপি আশঙ্কা করছে, দক্ষিণ সুদানে শরণার্থীসহ দেশটির ৮৩ লাখ মানুষ তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন হবে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ইউরোপের দেশগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইউরোপজুড়ে গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। ইউএনএইচসিআরের তথ্যমতে, ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৮০ লাখেরও বেশি শরণার্থী ইউক্রেন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৫৯.১ মিলিয়ন মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ১ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ২৮১ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত এবং কয়েক মিলিয়ন মানুষ রাষ্ট্রহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

বিশ্বের সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁয়ে ২ দশমিক ২৪ ট্রিলিয়নে পৌঁছেছে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অস্ত্রের চাহিদা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামরিক ব্যয়। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এসআইপিআরআই) ২৪ এপ্রিল বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ইউরোপের দেশগুলোর সামরিক খাতে ব্যয় বেড়েছে ১৩ শতাংশ, যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ সম্পর্কিত হলেও ইউরোপের অন্য দেশগুলো রাশিয়ার হুমকির প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সামরিক ব্যয় বাড়িয়েছে। এ কারণে ফিনল্যান্ড ৩৬ শতাংশ, লিথুয়ানিয়া ২৭, সুইডেন ১২ এবং পোল্যান্ডে ১১ শতাংশ সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। ফিনল্যান্ড এপ্রিলে ন্যাটোর ৩১তম সদস্য হয়েছে, পাশাপাশি সুইডেনও এখন ন্যাটো জোটে যুক্ত হতে চাচ্ছে। নেদারল্যান্ডস, স্পেন, ইতালির মতো ইউরোপীয় দেশগুলোও গত দশকে সামরিক খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা বর্তমানে একটি অনিরাপদ বিশ্বে বসবাস করছি।

বিশ্বে সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় ০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৭৭ বিলিয়ন ডলারে, যা বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ। ইউক্রেনকে দেওয়া অব্যাহত আর্থিক সামরিক সহায়তার কারণে এ ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সামরিক সহায়তার পরিমাণ ছিল ১৯.৯ বিলিয়ন ডলার। চীন সামরিক খাতে ব্যয়ের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে; ২০২২ সালে এ খাতে চীনের বরাদ্দ ছিল আনুমানিক ২৯২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের তুলনায় ৪.২ শতাংশ বেশি। চীনের সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশগুলোয়। জাপান ২০২২ সালে সামরিক খাতে ৪৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫.৯ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে তাইওয়ান তাদের ব্যয় বাড়িয়েছে ১৩.৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া বাড়িয়েছে ৪.৬ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ার সামরিক ব্যয় ৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ১৮০ কোটি ডলার। অস্ট্রেলিয়া সরকার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কেনার পেছনে ১ হাজার ৯০০ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার খরচ করার ঘোষণা দিয়েছে।

রাশিয়ার সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে আনুমানিক ৯ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৮৬ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার, যা বৈশ্বিক মোট সামরিক ব্যয়ের ৩.৯ শতাংশ। সামরিক ব্যয়ে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে আছে ভারত। ২০২২ সালে ভারত সামরিক খাতে ৭ হাজার ৬৬০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে, যা সামরিক খাতে বিশ্বের মোট খরচের ৩.৬ শতাংশ। সৌদি আরব পঞ্চম বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী দেশ; ২০২২ সালে তাদের ব্যয় ১৬ শতাংশ বেড়ে আনুমানিক ৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২২ সালে ন্যাটো সদস্য দেশগুলোর সামরিক ব্যয় ছিল মোট ১২৩২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের তুলনায় ০.৯ শতাংশ বেশি। বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয়ের তালিকায় ৩.১ শতাংশ নিয়ে যুক্তরাজ্যের অবস্থান ষষ্ঠ, যার পরিমাণ ৬৮.৫ বিলিয়ন ডলার। এর পরেই মোট ব্যয়ের ২.৫ শতাংশ জার্মানির আর ২.৪ শতাংশ ফ্রান্সের। ইউক্রেনে সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে ছয়গুণের বেশি বেড়ে ৪৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, জাতীয় প্রবৃদ্ধির শতকরা হিসাবে সামরিক খাতে খরচ ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশ। এটি একটি দেশের সামরিক ব্যয়ের সর্বোচ্চ এক বছরের বৃদ্ধির রেকর্ড। ২০২২ সালে এশিয়া ও ওশেনিয়ার দেশগুলোর সম্মিলিত সামরিক ব্যয় ছিল ৫৭৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২.৭ শতাংশ বেশি এবং এ ব্যয় উর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে।

২০২১ সালের সেনা অভ্যুত্থানের পর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এরপরও দেশটির সামরিক সামর্থ্য কমেনি বা তাদের সমরাস্ত্র কেনা থেমে নেই। প্রতিবছর দেশটি তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট ও সামরিক সামর্থ্য বাড়িয়ে যাচ্ছে। ২০২২ সালে মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল সাড়ে ২২৮ কোটি মার্কিন ডলার। প্রতিবেশী দুই দেশ চীন ও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় মিয়ানমার এ দুটি দেশ থেকে বেশির ভাগ অস্ত্র ক্রয় করে থাকে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পর চীন, রাশিয়া ও সার্বিয়া দেশটিকে যুদ্ধবিমান, সাঁজোয়া যান, রকেট ও কামান সরবরাহ করেছে।

বিশ্বব্যাপী মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সশস্ত্র সংঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। এর ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকটের কারণে দাতারা অনুদান কমিয়ে দেওয়ায় ডব্লিউএফপি রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রায় ১৭ শতাংশ কমিয়েছে। রোহিঙ্গাদের খাবারের জন্য মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ছিল ১২ ডলার, ১ মার্চ থেকে তা কমিয়ে ১০ ডলার করা হয়েছে। নতুন তহবিল জোগাড় না হলে আগামী দিনগুলোয় এ সাহায্যের পরিমাণ আরও কমতে পারে। তহবিল সংকটের কারণে সুযোগ-সুবিধা আরও কমে যেতে পারে, এ আশঙ্কায় রোহিঙ্গাদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। বাংলাদেশ প্রায় ছয় বছর ধরে ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গার ভার বহন করে চলেছে।

আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবছর ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভবিষ্যতে এ ব্যয় আরও বাড়তে পারে। বাংলাদেশের একার পক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য এ ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভাসানচরে রোহিঙ্গা স্থানান্তরের ব্যয় বহনের জন্য বন্ধুরাষ্ট্র ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে সহায়তা চাওয়া হয়েছে, যার প্রাপ্তি এখনো অনিশ্চিত। সারা বিশ্বে সামরিক ব্যয় বেড়েই চলছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষের দুর্দশা ও নিপীড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা। বিশ্বব্যাপী এ সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক সহায়তাও বাড়ানোর উদ্যোগ চলমান রাখতে হবে। একটি শান্তিময় বিশ্বের প্রত্যাশায় সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি যেন চলমান মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কার্যক্রমের ওপর প্রভাব না ফেলে সেটা নিশ্চিত করতে বিশ্ব মানবতাবোধকে জাগ্রত রাখতে হবে।

লেখক: মিয়ানমার ও রোহিঙ্গাবিষয়ক গবেষক

ক্রেমলিনে ‘ড্রোন হামলার’ সময় জেলেনস্কি কেন বিদেশ সফরে?

॥ স্টিফেন ব্রায়েন ॥

রাশিয়ার গণমাধ্যম তাস, আরটি ও স্পুতনিক নিউজ জানাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ক্রেমলিনের যে বাসভবনে থাকেন, সেখানটাতে দুটি ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। মে মাসের ৩ তারিখ রাতে পুতিন তাঁর বাসগৃহে ছিলেন না। সে কারণে কেউ যদি প্রকৃতপক্ষেই এই হামলা করে থাকেন, তাহলে যে উদ্দেশ্য (পুতিনকে হত্যা) থেকে এটি পরিচালিত হয়েছিল, সেটি পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না।

সব ঘটনা এখন দাঁড়িয়ে আছে ক্রেমলিন কর্তৃপক্ষের প্রকাশ করা কয়েকটি ভিডিওর ওপর ভিত্তি করে। একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ড্রোনের মতো দেখতে একটি বস্তু ভূমি থেকে ৫০ ফুটের মতো উচ্চতায় বিস্ফোরিত হচ্ছে। খুব অদ্ভুতভাবেও এই ভিডিওতে দুজন ব্যক্তিতে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা ক্রেমলিনের ভবনগুলোর মধ্যে একটির ওপরে উঠছিলেন। কেউ কেউ বলছেন, তাঁরা দুজনই সৈনিক। ভিডিওতে দেখতে পাওয়া গম্বুজযুক্ত ভবনটি ক্রেমলিনের সিনেট প্রাসাদ। ড্রোন যখন বিস্ফোরিত হচ্ছিল, তখন সৈনিক দুজন প্রাসাদ বেয়ে উঠছিলেন।

যদি এই ভিডিওটি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে সেই মধ্যরাতে তাঁরা দুজন সেখানে কী করছিলেন, সেটা স্পষ্ট নয়। তাহলে তাঁরা কি ম্যানপ্যাডস (একজন মানুষ বহন করতে পারে, এ রকম বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা) কাঁধে করে সিনেট প্রাসাদের একেবারে চূড়ায় উঠছিলেন, যাতে বিমানবিধ্বংসী রকেট ছুড়ে ড্রোন ধ্বংস করা যায়? কিন্তু ভিডিও থেকে সে রকম কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যে তাঁরা কিছু বহন করছিলেন।

তাঁরা কি তবে পর্যবেক্ষক? ক্রেমলিনের চারপাশের আকাশ পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁদের সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সেটা সম্ভব, যদি হামলার আগাম সতর্কবার্তা থাকে। যাহোক, ধরে নিই তাঁরা সেখানে দেরিতে পৌঁছেছেন। বিস্ফোরণের পরপরই যখন ভিডিওটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই দুজনের কী হলো, সেটা জানা যাচ্ছে না।

রাশিয়ানরা বলেছেন, ক্রেমলিনের ওপর এই হামলার উপযুক্ত জবাব তাদের পছন্দনীয় স্থান ও সময়ে তারা দেবে। কিন্তু এই ঘোষণায় ড্রোন হামলা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে রাশিয়ার দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যে দলটি ড্রোন হামলা পরিচালনা করেছে, তাদের যদি রাশিয়ানরা চিহ্নিত করতে পারত, তাহলে ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু এটাকেও উপসংহার ভাবাটা ঠিক হবে না।

যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দিক থেকে রাশিয়া এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশগুলোর একটি। সম্ভবত ইসরায়েলের স্তরভিত্তিক বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে মস্কোর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটা বিস্ময়কর হবে না, যদি বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে ইসরায়েলকে হুবহু নকল করে রাশিয়া। কিন্তু নকল করলেও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা উপকরণ ইসরায়েল থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন। রাশিয়ার হাতে এমন একটি সমন্বিত বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে, যেটি দিয়ে ক্রেমলিনের এত কাছে আসার অনেক আগেই যেকোনো ধরনের ড্রোন হামলা প্রতিহত করা সম্ভব। ব্লগ পরিসরে এ রকম একটা গল্প চালু হয়েছে যে ক্রেমলিনে সংঘটিত এই হামলা রাশিয়ার ভেতর থেকেই হয়েছে। ইউক্রেনীয় ভাড়াটে সেনাদের একটি দল ক্রেমলিনের সীমান্ত প্রাচীরের খুব কাছ থেকে ড্রোন হামলা করেছে। সে ক্ষেত্রেও মস্কো নগরের চারপাশ ঘিরে যে বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে, তা দিয়ে খুব কার্যকরভাবেই এই হামলা প্রতিহত করা সম্ভব। আর ড্রোন হামলার বিষয়ে আগেআগে শনাক্ত করা গেলে সে ধরনের হামলা চালানো একেবারেই অসম্ভব।

রাশিয়া বলছে, তারা শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ড্রোন দুটি থামিয়েছে। ভিডিও থেকে একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে, ড্রোন দুটি শুধু ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থামানো হয়নি, কমপক্ষে একটি ড্রোন বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংসও করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, রাশিয়ানদের কাছে এমন সক্ষমতা আছে, যা দিয়ে তারা ড্রোনের বিস্ফোরকও ধ্বংস করে ফেলতে পারে। সেটা কি সম্ভব? উত্তরটা হ্যাঁ সূচক।

রাশিয়ানদের হাতে শুধু জ্যামার নেই, শক্তিশালী জ্যামার আছে। তা দিয়ে তারা ড্রোনের বিস্ফোরকেও আঘাত করতে সক্ষম। রাশিয়ার গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ধ্বংস হওয়ার পর মাটিতে ড্রোনের হাজার হাজার টুকরা পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

অন্যভাবে বলা যায়, নিরপেক্ষ সূত্রে এমন কোনো শক্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি, যাতে করে বলা যাবে ড্রোন হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে ইউক্রেনীয় সরকার, ক্রেমলিনে পুতিনকে লক্ষ্য করে চালানো কোনো ড্রোন হামলায় তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। জেলেনস্কি সে সময় রাষ্ট্রীয় সফরে ফিনল্যান্ড ছিলেন। বুদ্ধিমানের মতো ব্যাপার হতো কিংবা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হতো, যদি এ খবর শোনার পর জেলেনস্কি তাঁর সফর স্থগিত করে ইউক্রেনে ফিরে আসতেন। তবে কেউ এই অনুমানও করছেন যে ইউক্রেনে মাটির নিচে যে বাংকারে জেলেনস্কি অবস্থান করেন, তার আশপাশে বোমা পড়ুক, সেটা নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন না।

জেলেনস্কির ফিনল্যান্ড সফর স্থগিত না করার কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলছেন, পুতিনের বিরুদ্ধে বিশেষ এই সামরিক অভিযানের (ড্রোন হামলা) জন্য তিনি তাঁর বিদেশ সফরের সময়টাকেই বেছে নিয়েছেন। যদি সেটা সফল হতো, তাহলে তিনি বীরের বেশে দেশে ফিরতেন। আর ব্যর্থ হলে তো তাঁর হাতে আরও অনেক করণীয় আছেই।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভাষ্য হলো, যদি ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটত, তাহলে ওয়াশিংটন কিয়েভের কাছ থেকে কি আগাম সতর্কবার্তা পেত না। বিরুদ্ধপক্ষের হাতে যখন শক্তিশালী তথ্যপ্রমাণ থাকে না, সে ক্ষেত্রে এটি দায়িত্ব এড়ানোর সুবিধাজনক পথ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, ক্রেমলিনে ড্রোন হামলার রাশিয়ার এই দাবিকে ‘বড় লবণদানির এক চিমটি লবণ’ হিসেবে দেখা প্রয়োজন।

রাশিয়ানরা বলেছেন, ক্রেমলিনের ওপর এই হামলার উপযুক্ত জবাব তাদের পছন্দনীয় স্থান ও সময়ে তারা দেবে। কিন্তু এই ঘোষণায় ড্রোন হামলা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে রাশিয়ার দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যে দলটি ড্রোন হামলা পরিচালনা করেছে, তাদের যদি রাশিয়ানরা চিহ্নিত করতে পারত, তাহলে ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু এটাকেও উপসংহার ভাবাটা ঠিক হবে না।

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি এবং ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

হারিয়ে যাচ্ছে শোল-গজার

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

গত ৩০ এপ্রিল মেঘনার স্থানীয় সাংবাদিক হাসান মাহমুদ মুক্তির একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুক্তি তার ফেসবুক ওয়ালে টেঁটাবিদ্ধ অবস্থায় একটি শোল মাছ এবং পানিতে সদ্যজাত শোল মাছের একঝাঁক পোনার ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'প্লিজ, এই কাজটি করবেন না। গ্রামের মানুষকে সচেতন হওয়ার জন্য অবদান রাখুন। কতটা ভয়ঙ্কর অপরাধ করছেন, আপনি ভেবে দেখেছেন? লাখো কোটি মাছের পোনা এতিম হয়ে যায় মা শোল মাছটি শিকার করার কারণে। মা মাছটি এর শিশু সন্তানের জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অন্য মাছের কবল থেকে শিশুদের রক্ষা করে। মাছটি নিজেও জানে, এ সময় নির্দয় মানুষ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। জেনেও নিজের জানের মায়া ত্যাগ করে শিশুদের (পোনা) ছেড়ে যায় না। শিশুদের পাহারারত অবস্থায় অমূল বিদ্ধ হলো টেঁটায়।'

বৈশাখ থেকে আষাঢ় শোল-গজারের বাচ্চা দেয়ার সময়। শোলের পোনা লাল আর গজারের পোনা ছাই বর্ণের। শোল মাছের কয়েক লাখ পোনা জটবেঁধে যখন পানিতে ডুব-সাঁতার কাটে তখন মনে হয় কে যেন শিশি থেকে আলতা ঢেলে রেখেছে। শোল মাছের বৈজ্ঞানিক নাম Channa striata, ইংরেজি নাম snakehead; গজার মাছের ইংরেজি নাম Great snakehead, বৈজ্ঞানিক নাম Channa marulius. বর্গের দিক থেকে এরা স্বকেন্দ্রিক জীবের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী, যাদের চলন-বলন স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত; যারা জীবন ধারণের জন্য অন্য জীবের ওপর নির্ভরশীল। হাজার বছর থেকে যে শোল-গজারের দাপটে জলাশয়ের অপরাপর মাছ দৌড়ের ওপর থাকত আজ সেই শোল-গজার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেই দৌড়ের ওপর আছে। গজার মাছের অস্তিত্ব সঙ্কটের বিষয় লিখতে গিয়ে মনে পড়ে, পরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্যের কথা। একসময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের আওতায় ছিল বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ। প্রবল প্রভাবশালী এই সাম্রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব ছিল চার হাজার টন রুপার চেয়েও বেশি। বিশ্বের মোট জিডিপির ২৫ শতাংশ একাই জোগান দিতেন সম্রাট আকবর। সেই সময়ে ইউরোপের বিলাসবহুল শ্রেণীও মুঘল সাম্রাজ্যের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যে সম্রাট শাহজাহান ২০ বছর ধরে তাজমহল বানালেন শ্বেতপাথর আর হীরা-জহরত দিয়ে, সেই শাহজাহানের উত্তরাধিকারীদের বাস হয়েছিল বস্তিতে। জীবন চলত অনুদানের ছয় হাজার রুপিতে।

মুঘলদের দাপট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার উপমাটা গজার মাছের বেলায় খাটে। IUCN তালিকায় মিঠাপানির প্রতাপশালী মাছটি আজ বিপন্ন প্রজাতির। গজার ঘাসের মধ্যে বাসা করে ডিম পাড়ে। ডিম পানির ওপর একটির সাথে আরেকটি লেগে থাকে। ডিম ফোটার পর ছানার ঝাঁক কুন্ডলী পাকিয়ে চলে। কালো কুন্ডলী আগলে রাখে বাবা ও মা গজার। টাকি (ছোট আকারের গজার) স্বাধীনভাবে চলাচলের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত বাবা-মায়ের পাহারা বন্ধ হয় না। সেই শৈশবে বড়শি থেকে শুরু করে পলো, কোঁচ-জুইত্তা পর্যন্ত, গজার মাছ নিধনে কোনো অস্ত্র-প্রযুক্তি বাদ পড়েনি। গজার মাছ ধরা নিয়ে আমার জীবনে যত কাহিনী তত কাহিনী অন্য মাছ নিয়ে হয়নি। কথায় বলে, 'গজার মাছ খাইলে বিশ্বাস', এ কথার অর্থ, বাঘের প্রজাতি বলে গজারের শরীরে ভীষণ শক্তি। সাধারণ জাল ছিঁড়ে বের হয়ে যায়। পলো ভেঙে ফেলে। শক্ত হাতে ধরলেও ফসকে যায়, এমনকি বঁটি দিয়ে কাটতে গেলেও চাঁটি মেরে ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহু ভৌতিক গল্পের প্রচলন আছে গজার মাছ নিয়ে। মেছোভূতের প্রধান খাদ্য গজার মাছ। বিশেষ করে গজার মাছ মুখে করে নেয়ার সময় মুখ থেকে ফসকে ঘরের চালে পড়ার গল্পও শোনা যায়। আমার শৈশবের সাথে শোল-গজারের সম্পর্ক কাল্পনিক নয়। শৈশবে গামছা লুঙ্গি দিয়ে ধরতাম পোনা। বর্ষার শুরুতে খাল-বিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে পানিতে 'বুদবুদ' দেখলেই অনুসন্ধান শুরু করে দিতাম। অনুসন্ধানকালে পোনার সাথে দেখা হয়ে যেত শোল-গজারও। পোনা ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা (টাকি) হওয়া পর্যন্ত জোটবদ্ধ থাকে। টাকির ঝাঁকের ওপরে কনুই জাল মেরে পানিতে নেমে পড়তাম। জালের ভেতর থেকে বিশেষ কায়দায় ধৃত মাছে নায়ের তলা ভরে উঠত। পরিণত বয়সের গজার ধরতাম কোঁচ ও জুইত্তা দিয়ে। আমাদের গাঁয়ের ঠিক মাঝামাঝি শতবর্ষের মজাপুকুর ছিল। প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট পুকুরটির গভীরতা সম্পর্কে কারো কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। শীতকালে পুকুরে মাথা ভাসিয়ে রোদ পোহাতো শ' শ' গজার। শুধু গজার নয়, ব্যাঙ, কচ্ছপ, গরু মারা যাওয়ার পর মাঠ ছেয়ে যাওয়া শকুন, আমনের ক্ষেতে টুলুপ ডাকা কোড়া, ঝোপের আড়ালে শরীর লুকিয়ে কোয়াক কোয়াক ডাকা ডাহুকের ডাকও এখন আর শোনা যায় না।

১৯৬০ সালের ঘটনা। স্কুলে আসা-যাওয়া সবে শুরু করেছি। আমাদের প্রাইমারি স্কুলের সামনে দু'টি ডোবা। স্কুলের বারান্দা ভরাট করতে গিয়ে ডোবা দু'টির সৃষ্টি। শুষ্ক মৌসুমে একটার তলায়ও পানি থাকে না। বৈশাখী ঝড়ের সাথে বৃষ্টি শুরু। বৃষ্টির পানিতে যখন ডোবা দু'টি ভর ভর, তখন ঝোপ-জঙ্গল থেকে দলে দলে ব্যাঙ বেরিয়ে আসে। ঝুপঝাপ শব্দে ডোবার পানিতে নামতে শুরু করে। রাত-দিন এদের 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ডাকা ডাকিতে পাড়া মুখরিত। আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে ব্যাঙের লম্ফ-ঝম্ফ ও কোলাকুলি খেলা দেখি, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বর্শা বানিয়ে হাতের নিশানা ঠিক করি। অব্যর্থ নিশানা নিয়ে মাঝে মধ্যে প্রতিযোগিতাও হয়। ক্রীড়ারত জোড়া ব্যাঙ লক্ষ্য করে নিশানা ঠিক করার মজাই আলাদা।



কিছু দিন পরেই দেখতাম, ডোবার জলে মরা ব্যাঙ ফুলে উঠেছে। মরা ব্যাঙের পাশেই সাবুদানার মতো থোকা থোকা কী সব ভেসে রয়েছে। ক'দিন পরেই দেখি, সাবুদানাগুলো নেই। কিলবিল করছে কুচকুচে কালো ডুমুরের বীচির মতো অসংখ্য পোনা। ডোবা ভর্তি কিলবিল করা পোনার পেছনে আলপিনের মতো ছোট ছোট লেজ। পোনাগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে সারা ডোবায় রাজত্ব করছে।

ডোবার পানি কমতে না কমতেই চলে আসে জ্যৈষ্ঠ মাস। আকাশে তুলার মতো পেঁজা পেঁজা মেঘের আনাগোনা। কখনো কখনো মেঘের আড়ালে হারিয়ে যায় সূর্য। শুরু হয় অবিরাম বৃষ্টি। ক্ষণিক বিরতি দিয়ে ইলশেগুঁড়ি মুষলধারায় পরিণত হয়। বৃষ্টির পানিতে বাড়ির চার পাশের নালা-ডোবা ভরে উঠতে থাকে।

ডোবার উত্তর-পূর্ব দিকে একটি কুঁড় (পরিত্যক্ত গভীর জলাশয়)। প্রচলিত আছে, একসময় এ কুঁড়ের নিচে ছিল কামলাদের বাড়িঘর। জনৈক পীর খোয়াজ খিজির আ: জলের অধীশ্বর। কামলারা খোয়াজ খিজির আ:-এর লোক। খিজির আ: কামলাদের দিয়ে নদী ভাঙা-গড়ার কাজ করান। আমাদের গ্রাম নদীর পাড়ে। তাই সবাই কামলাদের সমীহ করে চলেন। কামলারাও কারো কোনো ক্ষতি করেন না। ইনারা নানাভাবে মানুষের সাহায্য করেন। কারো বাড়িতে বড় কোনো কাজকর্ম হলে হাঁড়ি-পাতিল সাপ্লাই দেন। হাঁড়ি-পাতিলের জন্য কুঁড়ের পাড়ে গিয়ে আগের দিন সন্ধ্যায় আবেদন করতে হয়। কামলারা রাতের বেলা হাঁড়ি-পাতিল উঠিয়ে রাখেন। একবার একটি মূল্যবান পাতিল খোয়া যায়। এর পর থেকে কামলাদের হাঁড়ি-পাতিল সরবরাহ বন্ধ। কামলাদের ভয়ে ওই কুঁড়ের পানিতে মাছ ধরা দূরের কথা, কেউ হাত-পাও ভিজায় না। কুঁড় ইয়া লম্বা কচুরিপানায় ভর্তি। কোন আমলের কচুরিপানা কেউ বলতে পারেন না।

কুঁড়ের তিনপাড় ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। ভয়ে দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে। এক সময় ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর ছিল জ্বিন-ভূতের আখড়া। অসংখ্য জোনাকি জ্বিন-ভূতের আখড়ায় আলো দিত। জ্বিন-ভূতের স্বভাব-চরিত্র মোটেও ভালো ছিল না। ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ নানাভাবে মানুষের ক্ষতি করত। গাঁয়ের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে খোয়াজ খিজির আ:-এর আশ্রয় নেন। জ্বিন-ভূত খোয়াজ খিজির আ:-এর কথায় অবাধ্য হয়। খিজির আ: শাপ দেন। সেই শাপে জ্বিন-ভূত মর্যাদা হারায়। মর্যাদা হারিয়ে পরিণত হয় গজার মাছ আর কচ্ছপে। (সবই লোক পরম্পর শোনা কথা)

শীতের সকালে কাঁচা রোদে গজার মাছ ভেসে উঠত। অসংখ্য গজার। আমরা গজারের মাথা গুনতাম। গজার বুড়ো কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে শিরদাঁড়া ও মাথা জাগিয়ে রোদ পোহায়। গাব গাছের গোড়ার মতো মোটা ছিল কোনো কোনো গজারের মাথা। একটা দুইটা নয়, শত শত গজার। এর মধ্যে এক জোড়া গজার সবার পরিচিত। গজার দু'টি যেমন বড় তেমন কালো। পরিচিতির কারণ, একটি গজারের মাথার কিছু অংশ সাদা। কী কারণে সাদা কেউ বলতে পারে না। আমরা বলতাম 'কুঁড়ের রাজা'। মাথার সাদা অংশ রাজমুকুট। রাজমুকুট পরা রাজার পাশেই থাকে রানী। শত মাছের ভিড়ে সবার চোখ রাজা-রানীকে খুঁজত। অসংখ্য গজার মাছ আর কাছিম রোদ পোহানোর সময় কেউ এদের মারা তো দূরের কথা, ঢিল ছুড়ে বিরক্ত করতেও ভয় পেত।

ঝোপঝাড়ের সাথে আর ছিল হিজল মাদার জাতীয় জংলাগাছ। জংলাগাছের যেসব ডালপালা কুঁড়ের পানিতে নুইয়ে পড়েছিল সেসব ডালপালা দখল করে রাখত কচ্ছপ। ছোট কচ্ছপকে কাউট্টা আর বড়গুলোকে বলে কাছিম। ড্রামের তলার মতো গোলাকার কোনো কোনো কাছিমের ওজন দেড়-দুই মণের বেশি। শৈশবে দেখতাম কচ্ছপ শিকারিদের। কচ্ছপ শিকারিরা হাতে পাঁচশলা টেঁটা, কাঁধে পাটের ঝুলনা ঝুলিয়ে পাড়ের জঙ্গলে প্রবেশ করত। টেঁটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটির নিচের কচ্ছপ তুলে আনত। ঝুলনা ভর্তি করে নিয়ে যেত। শিকারিরা কুঁড়ের পাড় থেকে কত কচ্ছপ নিয়ে গেছে তার লেখাজোখা নেই। বর্ষায় কুঁড়ের দক্ষিণ পাড় প্লাবিত হয়। প্লাবিত অংশ দক্ষিণের বিলের সাথে একাকার হয়ে পড়ে। বর্ষার পানিতে প্লাবিত হওয়ার পরেও মাথায় মুকুট পরা রাজা গজার রাজ্য ছেড়ে যেত না। কুঁড়ের উত্তর দিকে চলাচলের কাঁচা সড়ক। পূর্ণ বর্ষায় কখনো কখনো কাঁচা সড়ক তলিয়ে যায়। তখন বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল করতে হয়। সাঁকো দিয়ে চলাচলের পথে প্রতি বছরই দু-একটি শিশু সাঁকো থেকে পড়ে যায়। পড়ার সাথে সাথে তলিয়ে যায় গভীর পানিতে। অনেক অনুসন্ধান করেও তলিয়ে যাওয়া শিশুদের হদিস পাওয়া যায় না। স্কুল ঘরটি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরের সময় কুঁড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ পাড়ে একটা পায়খানা বসিয়েছিল। পাকা পায়খানা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়া আশপাশের লোকজনও পায়খানাটি ব্যবহার করত। নির্মাণের মাস ছয়েক পর, এক সকালে দেখা গেল, পায়খানা উদাও। কোথায় গেল পায়খানা? নৌকায় চড়ে লম্বা বাঁশলগির সাহায্যে কুঁড়ের তলদেশে শুলুক-সন্ধান করা হয়েছে। অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা বলাবলি করতাম, 'রাজপুরীতে পায়খানা? রাজা ক্ষুব্ধ, তাই উধাও।'

কুঁড় ও ডোবার মাঝে ছিল একটা চিকন নালা। শুষ্ক মৌসুমে নালাসহ জমিতে কৃষকরা পাট বুনে রাখে। বর্ষার শুরুতে কুঁড়ের সাথে ডোবার প্রথম সংযোগ ঘটে নালার মাধ্যমে। ক'দিন আগে নালায় পানি ঢুকে ডোবা আর কুঁড়ের পানি এক হয়ে গেছে।

মেঘ, বৃষ্টি ও বর্ষা আমার প্রিয়। বর্ষার আগমনে নতুন পানিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উজাতে শুরু করে। দল বেঁধে ছিপ-বড়শি ফেলে নতুন পানিতে মাছ ধরার ধুম পড়ে যায়। লেখাপড়া ইচ্ছা করে না, আমার কেবল ইচ্ছা করে ডোবার পাড়ে দাঁড়িয়ে নতুন পানিতে ছিপ-বড়শি দিয়ে দল বেঁধে মাছ ধরা। স্কুলে যাই ঠিকই, মাথায় কিলবিল করে মাছ আর মাছ। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সামনের ডোবার পাড়ে যাই। উজাইন্যা মাছ খুঁজি। ডোবায় কয়েক দিন আগে লেজযুক্ত কালো পোনা দেখেছিলাম, নতুন পানি এসে পোনাগুলো এলোমেলো করে দিয়েছে। উজাইন্যা মাছের সাথে সাপও থাকে। মুখে মাছ নিয়ে কালো ডোরা কাটা ডোরাসাপ প্রায়-ই দেখা যায়। মাছ ও ব্যাঙ ধরার জন্য ঘাসের ফাঁকে সাপ লুকিয়ে থাকে। তাই সাবধানে পা ফেলে ডোবায় উজাইন্যা মাছ ঢুকেছে কি না খোঁজাখুঁজি করছিলাম।

এক স্থানে দেখি, কালো মেঘের মতো একটা কুণ্ডলী জট পাকিয়ে পাক খাচ্ছে। পৃথিবী যেভাবে পাক খায় সেভাবে ডোবার ভেতর পরিভ্রমণ করেছে কুণ্ডলীটা। অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ধূসর রঙের বস্তুটি আমাকে ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায়। ঘোর থেকে বের হওয়ার জন্য বস্তুটির কাছে যেতে চাই। একটু একটু ভয়ও লাগছে। পানিতে নামতে শুরু করি। ঘূর্ণায়মান বস্তুটির কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে চোখ ফেলতেই ঘোর আরো বেড়ে যায়। দেখি, অসংখ্য রেণু গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে ঘুরপাক খাচ্ছে। পানি নড়ে ওঠায় কালো মেঘের মতো জটবাঁধা কুন্ডলী দূরে সরে যেতে শুরু করে। রেণুগুলো কালো ছাইয়ের মতো নানা আকার ধারণ করে বেশ দূরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই অদ্ভুত বস্তুটি নানা আকৃতি ছেড়ে পুনরায় গোলাকার আকৃতি ধারণ করে আস্তে আস্তে পাড়ের দিকে আসে। আমিও আস্তে আস্তে হাঁটুপানি থেকে রান পানিতে নেমে আসি। অদ্ভুত বস্তুটির একেবারে কাছে এসে পড়েছি। এমন সময় আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে কী যেন আঘাত অনুভব করি। আঘাতটি ভাঙা কাচ বা শক্ত কাঁটা দিয়ে সজোরে আঁচড় দিলে যেরকম বোধ হয় ঠিক সেরকম। আঘাতের সাথে সাথে পিচ্ছিল কী যেন পায়ের পাতার অর্ধেক কামড়ে ধরে আমাকে ডোবার পানিতে নামিয়ে নিতে চাচ্ছে। প্রচন্ড ব্যথা আর আতঙ্কে ডাক-চিৎকারসহ পাড়ে লুটিয়ে পড়ি। দংশিত স্থান থেকে রক্ত বের হতে দেখে আমার কান্নার জোর আরো বেড়ে যায়।

আমার চিৎকারে স্কুল থেকে শিক্ষকসহ শিক্ষার্থী বের হয়ে আসেন। রক্তাক্ত পা দেখে সবাই ভয় পেয়ে যায়। সবাই মনে করেছিল, আমাকে সাপ কামড়েছে। নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর বুঝতে পারে, এটা সাপের কামড় নয়। অল্পক্ষণেই আবিষ্কার হয়ে পড়ে, আমাকে মাছে কামড়েছে। গজার মাছ ডিম দেয়ার সময় হলে গভীর পানি ছেড়ে ফসলের জমি কিংবা ডোবা-নালায় চলে আসে। বিশেষ করে ধান ও পাট ক্ষেতে আবর্জনা জড়ো করে ডিম ছাড়ে। ডিম থেকে পোনা বের হলে শুরু হয় পাহারা। গজার যেভাবে রাক্ষসের মতো অপরাপর মাছ খায়, সুযোগ পেলে গজারের পোনাকেও অপরাপর মাছ খেয়ে ফেলে। হয়তো নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবেই পেটে ডিম এলেই গজারের আরাম হারাম হয়ে যায়। অন্য মাছের নাগালের বাইরে চলে যায়। মাছের পেটে ডিম এলেই মাছ অস্থির হয়ে পড়ে। ঘন ধানক্ষেত বা পাটক্ষেতে কিংবা নিরিবিলি স্থানে দাঁত দিয়ে ঘাস বা আবর্জনা কেটে ছড়িয়ে রাখে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আবর্জনায় ডিম ছাড়ে। গজার শিকারি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ডিমের অবস্থান বুঝার সাধ্য নেই। ছয়-সাত দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। আহার-নিদ্রাসহ নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভুলে মা ও বাবা গজার বাচ্চাদের আগলে রাখে। শিশুদের নিরাপত্তা বিঘিত হলে ভুলে যায় জীবনের নিরাপত্তার কথা। বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্যই পায়ে কামড়েছে। মাছটা এই ডোবাতেই আছে বলেই কেউ কেউ কুঁড়ের সাথে ডোবার সংযোগ নালাটি জাল দিয়ে বন্ধ করে দেয়। দেখতে না দেখতেই কয়েকজন কোচ, টেঁটা, পলোসহ নানা প্রকারের জাল নিয়ে আসে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মানুষ কামড়ানো গজারটি ধরা পড়ে। গাব গাছের গোড়ার মতো মাথা বিশিষ্ট মাছটি প্রচণ্ড আক্রোশে তড়পাচ্ছিল।

অভিযান শেষ, সবাই উঠে আসে ডোবা থেকে। এর মধ্যে ঘোষণা এলো, গজার মাছ কখনো একা থাকে না। জোড় গজার এই ডোবায়ই রয়ে গেছে। আবার নামে কাদাজলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পলোয় ধরা পড়ে জোড় গজার। মাছটা এতই বড় যে, পলোর ভেতর ঠাঁই হচ্ছিল না। কয়েকজন মিলে চেপে ধরেছিল। অনেক চাপাচাপির পর কাবু করে ডাঙায় তোলা হয়। সবাই ভিড় করে দেখতে আসে। অনেকের প্রশ্ন, এত বড় মাছ এ ডোবায় মরতে এলো কেন? উত্তর, কেন আসবে না! পোয়াতি হলে গজার আর গজার থাকে না, পাগল হয়ে যায়। জ্ঞানহারা পাগলেরা যে রকম উল্টাপাল্টা কাম করে পোয়তি গজারও সে রকম উল্টাপাল্টা কাম করে। পাগলা গজার দেখার জন্য লোকজন ভিড় করতে থাকে।

আলিশান গজারটা নিস্তেজ হওয়ার পর সবাই দেখে, মাথার অর্ধেক সাদা। কুঁড়ের রাজা রানীসহ ধরা পড়েছে। রাজ দম্পতি নিজের শিশুর নিরাপত্তার জন্য রাজ্য ছেড়ে উঠে এসেছিল ডোবায়। এক দিকে মনুষ্যজাত মৎস্যরাজের প্রাণ কেড়ে নিলো, অপর দিকে রাজ দম্পতি ধরতে গিয়ে টুনটুনি ডোবার ঘনকাদাজলে হারিয়ে যায় মেঘের মতো জটবাঁধা রেণুগুলোও।'

পরিশেষে, সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জনকারী গজার মাছ নির্বংশের জন্য আমরাই দায়ী। ফ্রোজেন ও খামারজাত শোল-গজার ছাড়া প্রকৃতি থেকে মিঠাপানির শোল-গজার হারিয়ে গেছে কবেই। ডোবা-নালা ও খাল-বিলে যে কয়েকটা অবশিষ্ট আছে এই প্রজনন মৌসুমে বাচ্চার মায়ায় বাইরে এলে নিধন হয় নির্দয় মানুষের হাতে। শক্তিশালী এ মাছটি রক্ষার উদ্যোগ না নিলে একদিন এই মাছটির নাম-নিশানাও মুছে যাবে অভিধানের পাতা থেকে।

লেখক: আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

কিছু দিন পরেই দেখতাম, ডোবার জলে মরা ব্যাঙ ফুলে উঠেছে। মরা ব্যাঙের পাশেই সাবুদানার মতো থোকা থোকা কী সব ভেসে রয়েছে। ক'দিন পরেই দেখি, সাবুদানাগুলো নেই। কিলবিল করছে কুচকুচে কালো ডুমুরের বীচির মতো অসংখ্য পোনা। ডোবা ভর্তি কিলবিল করা পোনার পেছনে আলপিনের মতো ছোট ছোট লেজ। পোনাগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে সারা ডোবায় রাজত্ব করছে।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

খাদ্যনিরাপত্তা ও আসন্ন বাজেটে কৃষিতে বরাদ্দ

ড. মো: মিজানুর রহমান

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ লাখ টন। তখন প্রতি বছর গড়ে খাদ্য আমদানি করতে হতো ১৪ থেকে ২২ লাখ টন। সে সময় জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি; বর্তমানে ১৮ কোটি। দেশে বছরে চাষের জমি কমছে প্রায় ১ শতাংশ হারে। তবুও বর্তমানে কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। ফলে, খাদ্য ঘাটতির হার নেমে এসেছে ১৪ শতাংশেরও নিচে। কৃষির অগ্রগতির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফপ্রি) ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন মতে, দেশের দারিদ্র্য নিরসনে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এফএওর বার্ষিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি প্রতিবেদন-২০১৯ অনুযায়ী, গত ৫০ বছরে দেশের প্রধান শস্য উৎপাদন চার থেকে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনার অতিমারীর প্রভাব এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে বিশ্ব অর্থনীতি যেখানে টালমাটাল সেখানে বাংলাদেশের মতো এত জনসংখ্যা অধ্যুষিত, দারিদ্র্য-পীড়িত দেশটি এখনো টিকে আছে মূলত কৃষির সফলতার কারণেই। করোনা অতিমারীর সময় কৃষকরা করোনাকে অগ্রাহ্য করে খাদ্যপণ্য উৎপাদন করেছিলেন। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটেও কৃষকরা লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনায় না এনে কৃষিকে তথা দেশের অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত রেখে যাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে দেশের সব সঙ্কটে কৃষিই বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু।

কৃষির উন্নয়ন যেভাবে হলো

কৃষির উন্নয়নে কৃষকের অবদান সবচেয়ে বেশি। তবে, আধুনিক বীজ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি প্রধান ফসলের জন্য রয়েছে আলাদা গবেষণা প্রতিষ্ঠান; অধিকন্তু অন্যান্য সব ফসলের গবেষণার জন্য রয়েছে কৃষি গবেষণা নামে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া রয়েছে নিউক্লিয়ার অ্যাগ্রিকালচার গবেষণা, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন সংস্থা, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন, মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এই গবেষণার ফল কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের দেশব্যাপী নেটওয়ার্কের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

কৃষির উন্নয়নে সরকারেরও ভূমিকা রয়েছে অনেক। স্বাধীনতার পরপরই কৃষিবিদের চাকরি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পাওয়ায় মেধাবীরা এ সেক্টরে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশে অনেক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অনেক মেধাবী কৃষিবিদ বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের কৃষি সেক্টরে ভূমিকা রাখছেন। এ ছাড়া সরকার কৃষকের আধুনিক সার, ওষুধ, পানি, বীজ সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়। ইদানীং প্রতি অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি রাখা হয়, যা জ্বালানি ও সারের জন্য বেশির ভাগ ব্যবহার করা হয়। কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ২০৫০ সাল পর্যন্ত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কীভাবে ধরে রাখা যায়, সেটি নিয়ে কাজ চলছে।

কৃষিতে গবেষণার অবদান

বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকে দেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও খাদ্য উৎপাদন বিশেষ করে ধান উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চার গুণ। গত এক দশকে ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে ছয় গুণ। সবজির উৎপাদন প্রায় ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এখন এক কোটি ৬০ লাখ টন সবজি উৎপাদন হচ্ছে যা বিশ্বে তৃতীয়। কৃষি খাতের এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে মূলত আধুনিক ও বিরূপতা সহনশীল জাতের উদ্ভাবন, পানিসাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিষ্কার, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকার সম্প্রসারণ, সমন্বিত পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি ভূমিকার কারণে। নিউক্লিয়ার ও জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে লবণাক্ত সহনশীল ও স্বল্প ব্যাপ্তির শস্যের জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে; যা উপকূলীয় এলাকায় ধান চাষাবাদের পরিধি প্রসারিত করেছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় এক বা দুই ফসলি জমি তিন বা চার ফসলি জমিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

ফল উৎপাদনেও রয়েছে বাংলাদেশের সাফল্য। এক সময় ফল কেবল পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত হলেও বর্তমানে ফল কৃষকের অন্যতম বাণিজ্যিক ফসল। দেশ এখন ১৫৭ হাজার হেক্টর জমিতে ৭২ জাতের ফল চাষাবাদ করে প্রায় ৫০ লাখ টন ফল উৎপাদন করছে। কৃষকরা বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ফল বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশী ফলও চাষ করছে।

দেশে মৎস্যবান্ধব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে মাছ উৎপাদন বিগত আট বছরে প্রায় ২৭ শতাংশ বেড়েছে। এই খাতে দেশের জিডিপিতে অবদান সাড়ে ৩ শতাংশ এবং মোট কৃষি জিডিপিতে তা সাড়ে ২৬ শতাংশ। প্রাণিসম্পদ খাতের অবদানও মোট জিডিপিতে ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপিতে তা ১০ শতাংশ।

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা; পণ্যের দাম স্থিতিশীল করা; কৃষকদের মুনাফা ও নিরাপত্তার উন্নতি বিধান; জলবায়ুসহিষ্ণু উৎপাদনে শস্যপণ্য বহুমুখীকরণ; কৃষিপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা; কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি করা; ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সুবিধাদি সহজীকরণ; উচ্চমানের গবেষণা ও বিতরণ সেবার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ; প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে দেশ।

কৃষি খাতের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

কৃষিতে সার্বিক সফলতা থাকলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দূরীকরণ করে আরো সফলতা অর্জন সম্ভব। এই খাতে চ্যালেঞ্জগুলো হলো- প্রতি বছর দেশের প্রায় ১ শতাংশ হারে আবাদযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে অথচ জনসংখ্যা বাড়ছে ২০ লাখেরও বেশি। ফলে দিনে দিনে খাদ্য ঘাটতি বাড়ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি চরম আকার ধারণ করছে। সমাজের আয়বৈষম্য বাড়ছে। কৃষি খাতে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রাপ্য মর্যাদা না থাকা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি আবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রামের অনেক মানুষ উৎপাদনবিমুখ হচ্ছে। কৃষিতে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা এখন কমে ৪০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। কৃষি মজুরের সঙ্কট যেমন বেড়েছে, তেমনি মজুরিও অনেক বেড়েছে। ফলে চাষাবাদ হয়ে পড়েছে অলাভজনক। কৃষি লাভজনক করা এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ঠিক রাখা, সার ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, পণ্যের সঠিক মূল্যসহ সরবরাহ নিশ্চিত করা, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও গবেষণায় আরো নজর দেয়াসহ একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কৌশল হাতে নিতে হবে। এর জন্য কৃষকের যেমন প্রচেষ্টা থাকতে হবে তেমনি সরকার তথা সরকারের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকতে হবে। এখন দেশের লক্ষ্য হবে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের মাধ্যমে কৃষি খাতকে বৃহৎ খামার-ভিত্তিক বাণিজ্যিক খাতে পরিণত করে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি থেকে বেরিয়ে আসা।

আসন্ন বাজেটে কৃষিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি

আগেই বলেছি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশের কৃষি এখন বাণিজ্যিকীকরণের পথে ধাবমান। চলতি অর্থবছরে দেশের কৃষিপণ্যের রফতানি মূল্য ১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে এবং দেশের ১৮ কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান দিতে কৃষিতে সরকারি সহায়তা এক প্রকার অনস্বীকার্য। উৎপাদনের প্রধান উপকরণ যেমন- সার, বীজ, সেচের খরচ বাড়লে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। সে মাফিক উৎপাদিত দ্রব্যের দাম না বাড়লে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্য দিকে, পণ্যের দাম বাড়লে ভোক্তা বিপদে পড়ে। এই উভয় সঙ্কটের মোকাবেলায় সরকারকে উৎপাদনের উপকরণে ভর্তুকি দিতে হয়। অনেক দাতা সংস্থা ভর্তুকির বিরোধিতা করলেও প্রায় সব উন্নত দেশই কৃষিতে বিপুল ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

কৃষির উন্নয়নে সরকারেরও ভূমিকা রয়েছে অনেক। স্বাধীনতার পরপরই কৃষিবিদের চাকরি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পাওয়ায় মেধাবীরা এ সেক্টরে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশে অনেক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অনেক মেধাবী কৃষিবিদ বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের কৃষি সেক্টরে ভূমিকা রাখছেন। এ ছাড়া সরকার কৃষকের আধুনিক সার, ওষুধ, পানি, বীজ সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়।

করোনা-পরবর্তী সময়ের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বে অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে। এরই মধ্যে দুই দফায় ইউরিয়া সারের দাম কেজি-প্রতি ১১ টাকা বৃদ্ধি করে ২৭ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে ডিএপি, টিএসপি, এমওপি সারের দামও। যদিও পরিবহন খরচ, সার ছাড় করতে খরচ, সরবরাহ ঘাটতি ইত্যাদির ফলে কৃষককে আরো বেশি দাম দিতে হয়। সুতরাং পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে ভর্তুকি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি রাসায়নিক সারের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। সারের দাম বাড়ানোর ফলে যদি কৃষক সারের ব্যবহার কমিয়ে উৎপাদন খরচ কমাতে যায় তাহলে ঘটনা হিতে বিপরীতও হতে পারে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবসারের ব্যবহার বাড়লেও খাদ্য উৎপাদন কিছুটা কমে যেতে পারে।

সারের আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সামর্থ্য বাড়ানো জরুরি। এই রাসায়নিক সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বিশাল এক বাজার সৃষ্টিসহ অনেক মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের কারণে কৃষকদের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। এখান থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎকৃষ্ট মানের জৈবসার উৎপাদনের জন্য কৃষকদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হবে। এলাকাভেদে ফসলের ধরন বিবেচনায় মাটিতে সারের প্রয়োজন বের করে কৃষককে জানাতে হবে যেন অহেতুক বেশি পরিমাণে সার ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক ক্ষতি না করে। এই সব কাজের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ও নির্দেশনা থাকতে হবে।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণেও সেচ বাধাগ্রস্ত হয়; উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অথচ কৃষি কাজে ডিজেলে ভর্তুকির বিষয় সরকার বিবেচনায় নেয়নি। চলতি বোরো ধানে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি উৎপাদন সচল রাখতে সার ও ডিজেলে ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হবে; বাড়াতে হবে কৃষিতে বাজেট বরাদ্দও। প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের প্রণোদনায় ভর্তুকি কমাতে হবে। এতে যেমন ডলারের সঙ্কটও কমবে, তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানসম্মত দেশীয় পণ্যের একটি বিশাল বাজার গড়ে উঠবে। কৃষির অন্যান্য সেক্টর, যেমন- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ফিড তৈরির কাঁচামাল আমদানিতে ভর্তুকি আরো বাড়াতে হবে, তা না হলে ওই সব দ্রব্যের বাজারদর সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

উল্লেখ্য, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত ধরা হলেও কেন প্রথম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত নয়, সেটিই এখন প্রশ্ন। কয়েক বছর ধরে কৃষি খাতে যে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে তা আরো বেগবান করে অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও বীজে প্রণোদনা, কৃষি পুনর্বাসন এবং সারে ভর্তুকি প্রদান চলমান রাখাই যথেষ্ট নয়; বরং এ খাতে ভর্তুকি বাড়ানো জরুরি। অথচ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের নামে এবং দাতাদের সুপারিশে সার ও ডিজেলের দাম বাড়িয়ে কৃষি তথা কৃষককে বিপদে ফেলা হয়েছে। কৃষিপণ্যের দাম গত দুই বছরের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণও হয়েছে। গত ক'বছর বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ কাগজ-কলমে ৯ হাজার কোটি টাকা রাখলেও এই ভর্তুকির কতটা কৃষক পায় তা নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আসন্ন বাজেটে ভর্তুকি কেবল ৯ হাজার কোটি নয়; বরং তা আরো বাড়ানোর পাশাপাশি এই ভর্তুকির বেনিফিট যেন কৃষক পেতে পারে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা বাজেটে থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলতে হয়, বর্তমানে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের অবস্থান তৃতীয়। বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান সবার উপরে। পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনে দ্বিতীয়, আলু উৎপাদনে অষ্টম ও গম উৎপাদনে ষষ্ঠ বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। তবে, কৃষির প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তার সুফল সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে না। কৃষি মজুরের সঙ্কট যেমন বেড়েছে, তেমনি মজুরিও অনেক বেড়েছে। ফলে কৃষকের পক্ষে বাড়তি শ্রমমূল্যে চাষাবাদ করা অলাভজনক হয়ে পড়েছে। কৃষি খাতে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা, প্রাপ্য মর্যাদা না থাকায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি আবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রামের অনেক মানুষ উৎপাদনবিমুখ হচ্ছে। ফলে দেশের প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। তাই কৃষি চাষাবাদ, কর্তন, প্রসেস করার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কৃষককে কৃষি ভর্তুকির আওতায় এনে সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণের ব্যবস্থাও আসন্ন বাজেটে করা জরুরি। এ ছাড়া কৃষি সম্প্রসারণকর্মীদের কার্যক্রমের আধুনিকায়ন, কৃষি গবেষণাকে আরো জোরদার করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। পরিশেষে দেশের অর্থনীতির এই চরম সঙ্কটকালে খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষায় সরকার আগামী বাজেটে কৃষি উৎপাদনে সহায়ক সব ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকবে- এটি সবারই প্রত্যাশা। স্মরণ রাখতে হবে, সঙ্কটকালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষিই দেশের প্রকৃত বন্ধু।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

স্মার্ট দেশের দাফতরিক পরিষেবা স্মার্ট করা হোক

হোসাইন মোহাম্মদ দিদার

মাস তিনেক আগে বন্ধুর পরিবারের এক সদস্যের এনআইডি সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের বিষয়ে স্থানীয় নির্বাচন অফিসে যাই। আবেদনের জন্য সেখান থেকে পাঠানো হলো জেলা নির্বাচন অফিসে।

সেখানে গিয়ে পড়ি নতুন বিড়ম্বনায়। এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে এভাবে সময় ক্ষেপণ হয়ে গেল, সেই দিনটা সাঙ্গ হলো কিন্তু এর কোনো সঠিক ফায়সালা বা সমাধান পেলাম না।

কারণ এরপরে অফিসের সময় অনুযায়ী মোবাইলে খুদে বার্তা যাবে তারপর এ বিষয়ে কথা বলা যাবে। কিন্তু মোবাইলে মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো খুদে বার্তা আসেনি। ওইখানে গিয়ে দেখলাম মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই!

আমার ভোটার আইডির ভুল হয়েছে ধরে নিলাম। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এনআইডির ভুল হচ্ছে বা হয়। কিন্তু সংশোধন করতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেকে আবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েও নিজের সংশোধন নিজে করতে পারছেন না। কেউ আবার দালালের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের টাকা উৎকোচ দিয়ে সহজেই সংশোধন করে নিচ্ছেন, এমন খবরও পাওয়া যায়।

ঠিক একই সমস্যা পাসপোর্ট অফিসেও আমাদের দেশের এই দুই দাফতরিক পরিষেবা জরুরি ভিত্তিতে করে দিলে দেশের মানুষের ভোগান্তি যেমন কমত তেমনি জনশক্তি রফতানি আরো বাড়ত, জনশক্তি রফতানি বাড়লে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বেড়ে যাবে। কারণ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে বড় জোয়ার রেমিট্যান্স খ্যাত।

অথচ অনেকের এনআইডি কার্ডে নামের হেরফের বা বয়সের হেরফের থাকাতে খুব সহজে বিদেশ যেতে পারছে না; কারণ এ ক্ষেত্রে এনআইডি সংশোধনের জটিলতায় পড়ে যেমন ভোগান্তি বাড়ে তেমন সময় ক্ষেপণও হয় অনেক।

গত সপ্তাহে ঢাকার এক বন্ধু তার মেয়ের জন্য নিজ প্রচেষ্টায় ঢাকার আগারগাঁও অফিসে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছে জরুরি ভিত্তিতে, ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পুলিশ প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা থাকলেও তা এখনো ঝুলে আছে। এখানে-সেখানে যোগাযোগ করেও এর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। পাসপোর্ট অফিসের সেবায় আমূল পরিবর্তন আনা উচিত বলে আমি মনে করি। মানুষ যাতে সহজে সেবা পায় সে জন্য অধিক জনবল নিয়োগ দেয়ার বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সুচিন্তায় থাকতে হবে।

ভোগান্তির আরেক নাম বিআরটিএ। এই বিআরটিএ নামক প্রতিষ্ঠান যেন আরো চরম ভোগান্তির কূপ! এখানে কেউ যদি ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন তাহলে বছর দু'য়েক আগেই আবেদন করতে হবে। তারপর অনেক চেষ্টা-তদবির করে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হয়।

অথচ মানুষ গাড়ি চালনার কাজ শিখেও বিআরটিএর এই ধীরগতির সেবার জন্য অনেকেই বেকার সমস্যায় ভোগেন। কারণ লাইসেন্স হাতে পেলেই চাকরির নিশ্চয়তাটুকু সহজে মেলে।

দেশের সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে আমরা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ করতে যাচ্ছি। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় বাংলাদেশ এগিয়ে গেলে, এ দেশের ১৮ কোটি মানুষ এগিয়ে যায়। ১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাতের পরশে এ দেশের চেহেরাটা বদলে যাবে এক দিন- এই প্রত্যাশা করি। তবে সেই পরিবর্তনের জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সরকারকে এই 'ছক' এঁকে দিতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

মূলকথা হলো, নামে স্মার্ট বাংলাদেশ হলে চলবে না, কাজেকর্মে স্মার্ট বাংলাদেশ হতে হবে। প্রতিটি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে জনসেবা যাতে সহজে জনগণ বা দেশের নাগরিক পেতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি প্রয়োজন।

লেখক: কবি ও সাংবাদিক



কনসাল জেনারেল ড.মনিরুল ইসলামের

(প্রথম পাতার পর)

পিতা হাজী মোহাম্মদ সুলতান হোসেন ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মরহুমের বয়স হয়েছিলো ৭২ বছর। মৃত্যুকালে এক পুত্র ও তিন কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ডা. মাসুদুল হাসান জানান, রোববার (৭ মে) বিকেলে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম তার বাবার সাথে হাটতে বের হলে বিকেল ৫টার দিকে তার বাবা হাজী মোহাম্মদ সুলতান হোসেন হঠাৎ করে রাস্তায় লুটে পড়েন। এসময় ৯১১ কল করে তাকে ম্যানহাটানের লেনোক্স হসপিটাল সেন্টারে নেয়া হয় এবং বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু খবরে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ডা. মাসুদুল হাসান আরো জানান, মরহুমের মরদেহ ফিউনেরাল হোমে রাখা হয়েছে। এমিরাত এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তার মরদেহ আজ সোমবার রাত ১১টার ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠানো হবে। তার আগে সোমবার বাদ জোহর জ্যামাকা মুসলিম সেন্টারে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। তার মরদেহ গ্রামের বাড়ী মাদারীপুরের পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করা হবে।

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই আতঙ্ক

(প্রথম পাতার পর)

সন্ত্রাসী হামলায় বন্দুকধারীসহ কমপক্ষে ৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত বন্দুকধারীকে গুলি করে হত্যা করে। শনিবার (৬ মে) টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অ্যালেন শহরের একটি শপিংমলের বাইরে বন্দুক হামলা ও হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার ডালাসের উত্তরে ব্যস্ত শপিংমলে একজন বন্দুকধারী অন্তত ৯ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। এ ছাড়া আরও কয়েকজনকে হত্যা করেছে, যাদের সংখ্যা এখনো অজানা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অ্যালেন শহরের পুলিশ প্রধান ব্রায়ান হার্ভে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বন্দুকধারী একাই এ হামলা চালায় বলে মনে করা হচ্ছে। টেক্সাসের অ্যালেন শহরের অ্যালেন প্রিমিয়াম আউটলেটস মলের বাইরে গুলি চালানো শুরু করার পর একজন পুলিশ অফিসার তাকে পাল্টা গুলি চালিয়ে হত্যা করে। হার্ভে নিশ্চিত করেছেন, বন্দুক হামলায় সেখানে প্রাণহানি হয়েছে, তবে কতজন সেটি প্রকাশ করেননি।

অ্যালেন ফায়ার বিভাগের প্রধান জন বয়েড একই সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বন্দুক হামলার পর তার বিভাগ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহতদের এলাকার হাসপাতালগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখানে তাদের মৃত্যু হয়। তবে হামলায় আরও বেশি লোক আহত হতে পারেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রয়টার্স বলছে, অ্যালেন শহরের ওই এলাকায় ১৬টি হাসপাতাল পরিচালনা করে মেডিকেল সিটি হেলথকেয়ার নামক একটি সংস্থা। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, তাদের অধীনে থাকা ট্রমা সেন্টারগুলো আহতদের মধ্যে আটজন মারা গেছেন, যাদের বয়স ৫ থেকে ৬১ বছর। অবশ্য তারা কী অবস্থায় ছিল তা জানায়নি হাসপাতালটি। টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট বন্দুক হামলার এ ঘটনাকে 'অকথ্য ট্র্যাজেডি' বলে অভিহিত করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোনো সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে একটি বাড়ি থেকে ৭ জনের লাশ উদ্ধার

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা শহরের কাছে একটি বাড়িতে দুই নিখোঁজ কিশোর এবং একজন যৌন অপরাধীসহ সাতজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত ১ মে সোমবার বিকালে সাতজনের লাশ উদ্ধার করে ওকমুলজি কাউন্টি শেরিফ। ওকমুলজি কাউন্টি শেরিফ এডি রাইস বলেন, যৌন অপরাধী জেসি ম্যাকফ্যাডেন যেখানে থাকতেন, সেখানে অফিসাররা তল্লাশি চালিয়েছেন। তখন সেখানে ১৪ বছর বয়সি আইভি ওয়েবস্টার এবং ১৬ বছর বয়সি ব্রিটানি বরুয়ারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, অন্যান্য মৃতদেহ সম্ভবত ম্যাকফ্যাডেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের হতে পারে। তবে তিনি জানিয়েছেন, এখনো লাশ কাদের না শনাক্ত করা যায়নি।

কাউন্টি সোমবারের শুরুতে একটি সতর্কতা জারি করেছিল যে দুটি কিশোর নিখোঁজ। পরে মৃতদেহ পাওয়ার পর সতর্কতা বাতিল করা হয়। স্থানীয় কেওটিভি জানিয়েছে, ব্রিটানি বরুয়ার তার বাবা নাথান বরুয়ারের বরাত দিয়ে ম্যাকফ্যাডেন পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহান্তে কাটাতে যান। রোববার রাতে তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল কিন্তু আসেনি।

৩৯ বছরের ম্যাকফ্যাডেন একটি কিশোরী মেয়েকে যৌন বার্তা পাঠানোর জন্য অভিযুক্ত ছিলেন। সোমবার তার বিচার শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে গোটা ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

অপরাধীর সঙ্গে গভীর প্রেম নারী পুলিশ কর্মকর্তার!

অপরদিকে অপরাধীকে যার পাকড়াও করার কথা, সে-ই অপরাধীর সঙ্গেই কিনা প্রেম এক নারী পুলিশ কর্মকর্তার! এই ভালোবাসার জন্যই তদন্তকারীর হাত থেকে প্রেমিককে বাঁচালেন তিনি। তরুণী পুলিশ কর্মকর্তার এহেন কান্ডে হতবাক হয়ে গেছেন তার সহকর্মীরা। যার জেরে তদন্তকারীদের আতশকাচের তলায় চলে এসেছেন ওই তরুণী পুলিশ কর্মকর্তার। পুলিশের সঙ্গে অপরাধীর এ প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সরগরম নিউইয়র্ক।

ডেইলী নিউইয়র্ক পোস্ট-এর খবরে বলা হয়, আমেরিকায় ব্রঙ্কস পুলিশ কর্মকর্তা আলিসা বজরকতারেভিচের (৩৩) সঙ্গে এক মাদক কারবারির প্রেম খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। আলিসার প্রেমিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছিল। তার গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযোগ, সেই সময় তদন্তকারীদের হাত থেকে প্রেমিককে রক্ষা করেছেন আলিসা। আর এ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

পুলিশকর্মী হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়ায় নাকি আলিসা বাধা দিতেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, আলিসার জন্যই নাকি তার প্রেমিককে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। বেশ কয়েক দিন ধরেই আলিসার প্রেমিকের ওপর নজর রেখেছিল পুলিশ। মাদক পাচার কারবারে আলিসার প্রেমিক জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি আলিসার প্রেমিকের গাড়ি আটকায় পুলিশ। আলিসার প্রেমিককে গ্রেফতারের পরিকল্পনা করেছিল পুলিশ। সেই মতো তার গাড়িতে তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নেন তদন্তকারীরা। গাড়িতে তল্লাশির সময় প্রেমিকের সঙ্গে ছিলেন আলিসাও। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে হম্বিতম্বি শুরু করেন আলিসা। নিজে পুলিশ হওয়ায় তিনি জোর খাটান বলে অভিযোগ উঠেছে। আলিসার সঙ্গে তদন্তকারীদের বচসাও বাধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলিসার সঙ্গে পেরে ওঠেননি তদন্তকারীরা। তাই পিছু হটতে হয় তাদের।

মাদক কারবারির সঙ্গে আলিসার প্রেম নিয়ে গত এক বছর ধরেই নিউইয়র্কে পুলিশ মহলে আলোচনা চলছে। আলিসার সহকর্মীরা এই সম্পর্কের কথা জানতেন। আলিসার প্রেমিক মোটেই ভালো মানুষ নন বলে দাবি করেছেন তার সহকর্মীরা। এমনকি ওই যুবকের সঙ্গ ছাড়ার জন্য আলিসাকে পরামর্শও দেন তার সহকর্মীরা। কিন্তু সহকর্মীদের কথায় কান দেননি তিনি। কারণ প্রেমে অন্ধ আলিসা।

নিউইয়র্ক পোস্ট সূত্রে খবর, একটি জিমে ওই মাদক কারবারির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আলিসার। সেই আলাপই পরে প্রেমে গড়ায়। ৩৩ বছর বয়সি আলিসা ১১ বছর নিউইয়র্ক পুলিশে কাজ করেছিলেন। গত বছর আলিসাকে ব্রঙ্কস ডাকাত দমন শাখায় বদলি করা হয়েছিল। শহরে যেসব ডাকাতির ঘটনা ঘটে, তার তদন্তে যুক্ত রয়েছেন আলিসা।

পুলিশের দাবি, মাদক কারবারের তদন্ত প্রক্রিয়ার গোপন কথা ফাঁস করছেন আলিসা। অনেক ক্ষেত্রেই তদন্ত প্রক্রিয়াকে তিনি প্রভাবিত করছেন। তার প্রেমিক মাদক কারবারি নন বলে বারবার দাবি করেছেন আলিসা। পুলিশের অভিযোগ, নিজের প্রেমিককে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন আলিসা। আলিসার প্রেমিককে এখনো গ্রেফতার করেনি পুলিশ। তার নামও প্রকাশ করা হয়নি। তবে তাকে নজরে রেখেছেন তদন্তকারীরা।

নিট রিজার্ভ প্রকাশ ও খেলাপি হ্রাসের তাগিদ

(প্রথম পাতার পর)

২৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাতে প্রয়োজন ৪৫০ কোটি ডলার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিট রিজার্ভের হিসাব প্রকাশ এবং অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের সর্বশেষ অবস্থা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকগুলোতে পড়ে থাকা বাংলাদেশীদের তিন বিলিয়ন ইউএস ডলারের ব্যাপারেও জানতে চেয়েছে আইএমএফ। আগামী অর্থবছরে ৬৫ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব কিভাবে এবং কোন কৌশলে আহরণ করা হবে সে বিষয়েও তাদের প্রশ্ন রয়েছে। তারা বলেছেন, 'একটি চ্যালেঞ্জিং পটভূমিতে, বাংলাদেশ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি। এ ধরনের নানা প্রশ্ন উত্থাপন, আলোচনা এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের মধ্য দিয়ে রোববার শেষ হয়েছে আইএমএফের প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফর।

আগামী সেপ্টেম্বরে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের তাগিদ দিয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি তাগিদের মধ্যে আছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ডলারের মূল্য 'এক রেট' এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারভিত্তিক চালু ও রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ। এ ছাড়া সংস্কারসহ ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ কমানো, সুদ হারে করিডোর ব্যবস্থা চালু ও সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইন আগামী সংসদে উত্থাপন।

দু'সপ্তাহব্যাপী ঢাকা সফরকালে সংস্থাটির প্রতিনিধিরা এসব বিষয়ে তাগিদ দেন। রোববার এ সফরের সমাপনী টানা হয়। এ ছাড়া ঋণের শর্ত অনুযায়ী কর বাড়াতে এর ব্যবস্থা সংস্কার ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর রূপরেখা প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণ, দেশে বৈদেশিক ঋণের অঙ্ক, কোয়ার্টারভিত্তিক জিডিপির হিসাব চালুর অগ্রগতি প্রসঙ্গ নিয়ে তারা কথা বলেন।

এদিকে রোববার এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশ মিশনের প্রধান রাহুল আনন্দ বলেছেন, তিনটি চ্যালেঞ্জের মুখে আছে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি। এক. ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির চাপ, দুই. বৈশ্বিক আর্থিক অস্থিরতা এবং তিন. বাণিজ্যের অংশীদারদের মধ্যে মন্দা প্রবৃদ্ধি হ্রাস। যে কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং টাকার ওপর চাপ অব্যাহত আছে।

প্রসঙ্গত, আইএমএফের ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণের প্রথম কিস্তি গত ফেব্রুয়ারীতে পেয়েছে বাংলাদেশ। আগামী নভেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়কে কেন্দ্র করে গত ২৫ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত ঢাকা সফর করেছে দলটি। তাদের ঋণে বাস্তবায়ন কর্মসূচি এবং শর্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতেই দলটি ঢাকায় আসে। গত ১৪ দিনে তারা অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে ৩৫টি বৈঠক করেছে।

আইএমএফের শর্তে আছে জুনের মধ্যে নিট রিজার্ভ ২৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন (২৪৪৬ কোটি) ডলার থাকতে হবে। বর্তমান মোট রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন (৩১১৮ কোটি) ডলার আছে। অর্থ বিভাগের হিসাবে এর মধ্যে নিট রিজার্ভ সম্ভাব্য ২০ বিলিয়ন (২০০০ কোটি) ডলার হবে। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিট রিজার্ভে পৌঁছাতে ৪৫০ কোটি ডলার প্রয়োজন, যা অনেকটাই অসম্ভব। যদিও এ নিয়ে সংস্থাটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন জানান, জুনের মধ্যে নিট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে শর্ত পূরণ নাও হতে পারে। তবে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংস্থাটির স্টপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে একটি ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে। নরমালি ওয়েভার চাইতে গেলে ঋণের সুদ হারের ক্যাপ তুলে দেওয়া, মুদ্রা বিনিময় হার বাজার-ভিত্তিক করার অঙ্গীকার চাইতে পারে সংস্থাটি।

এদিকে ঋণের শর্ত পূরণে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকেই নতুন ফর্মুলায় জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় প্রক্রিয়া কার্যকর করা হবে। আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সঙ্গে মিল রেখে মূল্য সমন্বয় হবে। আইএমএফ প্রতিনিধি দলকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ। এই প্রক্রিয়া শুরুর পর প্রতি তিন মাস অন্তর জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন ফর্মুলা বাস্তবায়ন হলে বিশ্ববাজারে ঘন ঘন জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব বাজেটে পড়বে না। যেহেতু তেলের ভর্তুকির প্রশ্ন উঠবে না, তাই সে টাকা অন্য কোথাও ব্যয় করা যাবে। বিশ্ববাজারে মূল্য কমার সুবিধাও ক্রেতারা সরাসরি পাবেন এবং দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা সাশ্রয়ী হওয়ার সুযোগ পাবেন। বর্তমানে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় বেশিতে কিনে কম মূল্যে দেশে বিক্রি করতে হচ্ছে। এতে বিপিসি লোকসান দিচ্ছে। আর এই লোকসান ভর্তুকি দিয়ে মোকাবিলা করা হচ্ছে। এদিকে 'সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইনের' খসড়া আগামী সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন করার তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি। এ ছাড়া খেলাপি ঋণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের সর্বশেষ অবস্থাও জানতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত, বিদায়ি বছরে (২০২২) ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ ২০ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা। আগের বছরে (২০২১) ছিল এক লাখ তিন হাজার ২৭৩ হাজার কোটি টাকা।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সম্প্রতি কোনো সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে কিনা এবং আগামীতে সংস্কারের পরিকল্পনা, আইনগুলোর সংশোধন ও বাস্তবায়ন অবস্থা এবং 'ব্যাসেল স্ট্যান্ডার্ড' (কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানদন্ড) অনুযায়ী খেলাপি ঋণ ও মূলধন ঘাটতি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও জানতে চেয়েছে সংস্থাটি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন. আইএমএফ বলা বা না বলার বিষয় নয়, খেলাপি ঋণ কমাতে হবে। যেহেতু সংস্থাটি বলেছে এখন আরও শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব ব্যাংকগুলোর।প্রয়োজনে খেলাপি হওয়া যাদের অভ্যাস তাদের নিয়ে ব্যাংকগুলো আলাদা কেইস টু কেইস ভিত্তিতে বসতে পারে।

এদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকগুলোতে পড়ে আছে বাংলাদেশিদের তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিপুল অঙ্কের ডলারের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে আইএমএফ। এ বিষয়ে বাণিজ্য সচিব তপনকান্তি ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাবে, তিন বিলিয়নের রপ্তানি বিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংক হিসাবে পড়ে আছে। আমি তাদের (আইএমএফ) বলেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও ভালো বলতে পারবে। তবে হঠাৎ এক বছরের একটি ডলারের ঘাটতি হিসাব দিয়ে প্রকৃত মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। প্রয়োজনে বিগত কয়েক বছরের এ ধরনের ডলার ঘাটতি হয়েছে কিনা সেটি দেখতে হবে।

এদিকে আইএমএফের ঋণের শর্ত অনুযায়ী আগামী অর্থবছরের অতিরিক্ত কর আদায় বাড়াতে হবে মোট জিডিপির শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ। ওই হিসাবে চলতি অর্থবছরের তুলনায় কমপক্ষে ৬৫ হাজার কোটি টাকা বাড়তি আহরণ করতে হবে। এ বিষয়ে আইএমএফ জানতে চেয়েছে কিভাবে এবং কোন কৌশলে এই অতিরিক্ত কর আহরণ করা হবে। এছাড়া চলতি সংশোধিত বাজেট এবং আগামী অর্থবছরের বাজেটে কত টাকা ব্যয় হবে, অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ও পরবর্তী উত্তরণে পদক্ষেপগুলো নিয়েও আলোচনা হয়। অপর দিকে মধ্যবর্তী অর্থবছরের (২০২৪-২০২৭) বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং ঘাটতি অর্থায়নে চার ভাগের এক অংশ সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শেষ দিনে আইএমএফের বৈঠক: রোববার সফরের শেষ দিনে আইএমএফ প্রতিনিধি দল পৃথক দুটি বৈঠক করেছে। সকালে প্রথম বৈঠক করে অর্থ সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন এবং পরবর্তী বৈঠক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে। সংস্থাটির প্রতিনিধি দলের সফরে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরেন অর্থ সচিবের কাছে। ওই বৈঠকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি রিজার্ভ কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী মুদ্রানীতিতে বাজারভিত্তিক সুদ হার চালুর ঘোষণা দেবে। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গণনার আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করে নিট রিজার্ভ প্রকাশ করবে। ওই সময় থেকে ডলারের একক বিনিময় হারও চালু করা হবে। আগামী জুলাইয়ে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হবে। ওই মুদ্রানীতিতে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বাংলাদেশ ও আইএমএফের যৌথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে সংস্থার একটি প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফর রোববার শেষ হয়েছে। শেষ দিনে আইএমএফ প্রতিনিধি দলটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করেছে।

আইএমএফের বিবৃতি: রোববার আইএমএফের ওয়েবসাইডে বাংলাদেশে সংস্থাটির প্রতিনিধি দলের সফর প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়, আইএমএফের ঋণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে মিশন প্রধান রাহুল আনন্দের নেতৃত্বে একটি দল ঢাকায় সফর করেছে। সেখানে আইএমএফ বাংলাদেশের মিশন প্রধান রাহুল আনন্দ বলেন, 'একটি চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক পটভূমিতে, বাংলাদেশ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি। সফরের সময় আমরা সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং আর্থিক খাতের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছি। ঋণের শর্ত পূরণে প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। আইএমএফের ঋণ এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (ইসিএফ) এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি (ইএফএফ), রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি (আরএসএফ) ব্যবস্থার প্রথম পর্যালোচনায় এই সফরের প্রাপ্ত তথ্য এ বছরের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

বাংলাদেশীদের নতুন গন্তব্য বাফেলো-নায়াগ্রা

(প্রথম পাতার পর)

সেই সিটিই ছিল মৃতপ্রেতপুরির ন্যায়।

বিভিন্ন কারণে ব্যাবসা বানিজ্য বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে। আবার কেউ খোলা রাখলেও সতর্কতার শেষ ছিল না। দিনের শুরু থেকে প্রতিনিয়ত সবার কেটেছে এক ভয়, আতংক আর অনিশ্চয়তায়। কথা হয়েছে যার সাথে হয়তো সকালে উঠে খবর শুনা গেছে তিনি হাসপাতালে। একদিন দুদিনের মাথায় এসেছে তার চিরবিদায়ের খবর।

আতংক ভয় ভীতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাংলাদেশী কমিউনিটির ব্যাবসা বানিজ্য ছিল অনেকেটা সচল। কমিউনিটি সার্ভিসের অংশ হিসেবে খোলা ছিল অধিকাংশ গ্রোসারী ও রেস্টুরেন্ট।

লাভ লোকসান নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতান্তর আছে। তবে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা, যে, অন্য যে কোন ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষতি হলেও এই সময়ে সবচাইতে বেশী ব্যাবসা করেছে রেস্টুরেন্ট, গ্রোসারী ও ইনকামট্যাক্স প্রতিষ্ঠান সমূহ।

নিউইয়র্কে কোন বাংলাদেশী ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান করোনার কারণে বন্ধ হয়েছে এমন খবর নেই। শত প্রতিকুলতার মধ্যে সেই সময়ে দেয়া সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রনোদনা বা স্টিমুলাস প্যাকেজ সহজ শর্তের ঋণ ব্যাবসা বানিজ্য টিকিয়ে রাখতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাঁচতে হলে খাবার প্রয়োজন। তার রেস্টুরেন্ট বাং গ্রোসারী এই দুটোর কোনটাই বন্ধ হয়নি। ইনডোর রেস্টুরেন্ট সার্ভিস সাময়িক বনহকন্ধ করা হলেও তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাহায্য করেছে বিভিন্ন ধরনের প্রনোদনা বা স্টিমুলাস এবং সহজ শর্তের ঋন।

এর বাইরে ব্যাবসায়িকভাবে যারা সবচাইতে বেশী লাভবান হয়েছেন তারা হচ্ছে ট্যাক্স প্রফেশনাল। ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক স্টিমুলসা এবং ঋনের বিভিন্ন আইনী মারপ্যাচ ও আবেদন পত্র পূরন করতে তখন ট্যাক্স প্রফেশনালরা ছিলেন বেজায় ব্যস্ত। কেউ যখন বড় অংকের ঋণ বা স্টিমুলাস পাওয়ার হাতছানি পেয়েছেন তখন ট্যাক্স প্রফেশনালদের অর্থ প্রদানে কোন কাপর্ন ছিল না তাদের। যার ফলে অনেক সিপিএ বা ট্যাক্স প্রফেশনালদের সে সময় রীতিমত ফুল টাইম অফিস করতে হয়েছে।

এই সময়েই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নিউ ইয়র্ক ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন নতুন গন্তব্যে। যার অন্যতম হচ্ছে বাফেলো নায়াগ্রা সিটি।

২০১১ সালের আগে বাফেলোতে হাতে গোনা কতিপয় বাংলাদেশীর আনাগোনা ছিল। নিউ ইয়র্কের তুলনায় অতি স্বস্তা হওয়ায় কৌতুহলবশে কিছু বাড়ীও কিনে রেখেছিলেন তারা।

করোনা যুগে নিউ ইয়র্কে মৃত্যুর মিছিল। জান বাঁচাতে মানুষ তখন দিশেহারা, এই সময় সম্ভাবনার নতুন গন্তব্য ও নিউ ইয়র্কের বিকল্প হিসেবে বাফেলোকে বেছে নেন অনেকে। স্টিমুলাস, আন এমপ্লয়মেন্ট, সহজ শর্তে এসবিএ লোন ইত্যাদি বাজারে বড় ধরনের অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় করোনা শংকটে সবার হাতেই অর্থের প্রবাহ ছিল বিপদের মধ্যে স্বস্থির খবর। বাংলাদেশী অনেকেই তাদের পাওয়া অর্থে কোন ধরনের ঋন ছাড়াও কিনতে শুরু করেন বাড়ী। নিউ ইয়র্ক ছেড়ে বাফেলোতে বড় হতে শুরু করে কমিউনিটি। একের দেখাদেখি অনেকেই বিকল্প হিসেবে বাফেলোকে বেঁছে নেন তাদের পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষনীয়। এরমধ্যে রয়েছে হালাল গ্রোসারী, মসজিদ, রেস্টুরেন্ট, সহ কমিউনিটি সংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন স্থাপনা ও ব্যবসা।

অনেকেই শুরু করেন গ্রোসারী। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে আল আকসা গ্রোসারী ও সুপারমার্কেট। যেখানে বাংলাদেশীদের জীবন ধারনের সবকিছুই পাওয়া যায়। এর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়, সিকামোর গ্রোসারী, ইন্দোপাক বাংলা বাজার, জোবায়দা হালাল গ্রোসারী, মদিনা গ্রোসারী, মদিনা হালাল রেস্টুরেন্ট, বাংলা বাজার সহ আরো বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান।

ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা বারগার অথরিটি নামে একটি নতুন রেস্টুরেন্ট। নতুন প্রজন্মের জন্য হালাল বার্গারের এটি একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া বার্গার আইএম নামে আরেকটি নতুন রেস্টুরেন্ট যাত্রা শুরু করেছে অতি সম্প্রতি।

বাফেলোতে বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ফেডালিষ্ট ইন্সুরেন্স কোম্পানীও ব্যাবসা সফল হিসেবে প্রতিষ্টা পেয়েছে। ট্যাক্স প্রদানে যাতে কোন ধরনের সমস্যা না হয় সকথা বিবেচনা করে সেখানে শাখা খুছেছে ব্রঙ্কসের বিখ্যাত ট্যাক্স প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডায়নামিক ট্যাক্স। অটো ইন্সুরেন্স, ক্যাব, বাড়ী ভাড়া, এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্টেশন সহ বিভিন্নভাবে অণেকেই জীবিকা নির্বাহ করছেন স্বাস্থন্দে।

নিউ ইয়র্ক ছেড়ে কেন বাফেলোতে কেন বাংলাদেশীরা? এই প্রশ্নের উত্তরে নিউ ইয়র্কের সাবেক বাসিন্দা বর্তমানে হেলথ ইন্সুরেন্স প্রতিষ্টান ফেডালিষ্ট এর সুপারভাইজার ফজুলুর করিম বলেন, নিই ইয়র্কে বাড়ী কেনা কল্পনার মত হয়ে দাড়িয়েছে। এই অবস্থায় বাফেলোতে বাড়ী অনেক স্বস্তা, পাকিংয়ের কোন ঝামেলা নেই, প্রতিযোগিতা কম, এক সময় যারা ৫ হাজার ডলারের নীচে বাড়ী কিনেছেন তারা এখন সেখান থেকে ভাড়া পাচ্ছেন কমপক্ষে ৮০০ ডলার। এর

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

'মঙ্গল গ্রহের মানুষ' এবং 'কেতুর নাচ'!

(শেষের পাতার পর)

স্মৃতিচারনে কিছুটা ডাইভারশন য দি হয়।

ক্লাশ নাইনে উঠে ভর্তী হলাম জামালপুর গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে। বাসা থেকে তিন মিনিটের হাঁটা পথ। নদীর পাড়ে স্কুল। ব্রহ্মপুত্র বর্ষায় ফুলে ওঠে অন্য সময় শীর্ণকায়া। তবে ভরা বর্ষায়ও পার ভাঙ্গে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্ভবত: তখন নায়েব আলী স্যার। অংক কষতে হবে ভয়ে সায়েন্স না নিয়ে আর্টস য়ে গেলাম। নতুন স্কুল সহপাঠীরা সব অচেনা অজানা, তবে আমিনুর ভাইর সাথে অল্প দিনেই ভাল সখ্যতা হয়ে গেল। বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন বলে সহপাঠী হলেও ভাই বলতাম। আর একজনও আমাকে চিনে ফেললো তাড়াতাড়ি, আলো। একটু বোকাসোকা টাইপের বলেই বোধহয় আমার সাথে জমে গেল। আলোরই ছোট ভাই সুরুজও আমাদের সহপাঠী, তবে ও সায়েন্স নিয়েছে। বাংলা পড়াতেন মহিউদ্দিন স্যার, ওরা তাঁর ছেলে।

আমিনুর ভাই স্কাউট করতেন। আমাকেও মাঝেমাঝে বলতেন ভর্তী হওয়ার জন্য। আমি তখন লেখালেখিতে বেশী মজা পাই, ফলে স্কাউটে খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে আলোর ভাই সুরুজের সাথেও ভাব হয়ে গেল। সায়েন্স নিয়েছে বলে একটু নাকউঁচাভাব ছিল, তবে কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হ য়ে যায়। সুরুজের বন্ধু লুতু সাখার সাথেও বন্ধুত্ব হলো, ওরাও সায়েন্সে। রাঙা একটু রাশভারী টাইপের, বন্ধুত্ব হলেও খুব একটা অন্তরঙ্গতায় গড়ালো না। ক্লাশের সময়টুকু বাদে আমরা হুড়োহুড়ি করে ফিরি। সুরুজের লেখালেখির শখ ছিল। দু'জনে পাল্লা দিয়ে গল্প ছড়া কবিতা লিখি। বিকেলে রেল লাইনের ধারে বসে তা আবার পরস্পরকে পড়ে শোনাই। অল্পদিনেই পুরো স্কুলে সুরুজই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে উঠলো। বাসায় গিয়ে আড্ডা মারতাম সামনের মাঠে খেলতাম।

তো এই সুরুজও বোধহয় স্কাউটে নাম লিখিয়েছিল। কারন মাঝেমাঝে স্কাউটদের কি সব প্রগ্রাম হতো তাতে সুরুজকেও অংশ নিতে দেখতাম। আমিনুর ভাই ছিলেন স্কুল স্কাউট টীমের লীডার। বছরে একবার কি দু'বার ওদের আঞ্চলিক জাম্বুরি বা প্রগ্রাম হতো। মহকুমার বিভিন্ন স্কুল থেকে স্কাউট টীমগুলো অংশ নিতো। দুই কি তিনদিনের এই কর্মসূচীর শেষদিন সন্ধ্যার পর হতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাঠে সবাই গোল হয়ে দাঁড়াতো, মাঝখানে হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে পারফরমেন্স হতো। বিভিন্ন স্কুলটীমের পক্ষ থেকে ছেলেরা কেউ অভিনয় কেউ আবৃতি কৌতুক নকশা বা গান পরিবেশন করতো। আমি যে সময়কালের কথা বলছি তখন ওই অঞ্চলে নামকরা স্কাউট টীচার ছিলেন নান্দিনা স্কুলের সিরাজ স্যার। জাম্বুরিতে নান্দিনা স্কুল প্রায় সময়ই সেরা হতো। সিরাজ স্যার ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রান স্কাউট সংগঠক। আমাদের আমিনুর ভাই ছিলেন তার ভাবশিষ্য।

এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নান্দিনা স্কুলের পরিবেশনায় একটা গান খুব মজার হতো। সিরাজ স্যারের লেখা। একক না দলীয়ভাবে পরিবেশন করা হতো আজ মনে নাই, তবে কথাগুলো ছিল অনেকটা এমন- 'আমরা হইলাম নেপাল জাতি, পাহাড় দেশে থাকি, বাজানকে বাজানকে বাড়ীর খবর নাই, দাদু হোড়!' আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে সুরুজ আর সাখা মিলে একটা মজার পারফরমেন্স করতো। আইটমেটা এতো জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রতি অনুষ্ঠানেই তাদেরকে তা পরিবেশন করতে হতে। এর নাম দিয়েছিল 'মঙ্গল গ্রহের মানুষ'। দু'জন বিদঘুটে সাজ দিয়ে গাছের ডাল বা উঁচু স্থান থেকে লাফ দিয়ে পড়তো। অর্থাৎ বোঝাতো ভিন গ্রহ থেকে অবতীর্ণ হলো। এরপর 'যোখাল বোলাইজো, খাছাকিতু যোয়ালে যোয়ালে-' যা মুখে আসে বলতো সেই সাথে পৃথিবীর নানা কিছু দেখে বিস্ময় ভয় বা মজা পাওয়ার ফ্রিস্টাইল অভিনয়। সংলাপ কি বলছে কেউ কিছুই বুঝতো না, তারপরও মজা পেতো বাচনভঙ্গি আর অভিনয় দেখে। ১৫/২০ মিনিটের মত থেকে ওরা ফিরে যেতো। দর্শকরা বিপুল আওয়াজ করে হাততালি দিয়ে উঠতো।

আর একটা কমন আইটেম থাকতো, 'কেতুর নাচ'! এটাতেও সুরুজ, তবে সঙ্গী হতো লুতু। দু'জনে লুঙ্গি কাছা মেরে খালি গায়ে মুখে কালো রং মেখে এক ধরনের বিটকেলে প্রাণীর গেটআপ নিতো। এরপর ড্রামের বাজনার তালে তালে ব্যাঙের মত লাফিয়ে বেড়াতো। এই নাচও দর্শকরা খুবই উপভোগ করতো। স্কাউটদের এ ধরনের প্রতি অনুষ্ঠানেই আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে এই দুইটি আইটেম কমন থাকতো এবং এর বদৌলতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানপর্বে আমরা প্রায়ই ফার্ষ্ট হতাম।

অনেক পুরনো স্মৃতি, লিখতে বসে দেখলাম আরও অনেকের নাম মনে করতে পারছি না। সিরাজ স্যার সম্পর্কে জেনেছি অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। আমিনুর ভাই কেন্দ্রিয় স্কাউটের বড় একজন কর্মকর্তা হয়েছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনিও মারা গেছেন। আলো সম্ভবত: ২০১৯য়ে চলে গেছে। লুতু ছিল আমাদের শিক্ষক মোজাম্মেল স্যারের শ্যালক। এসএসসি পাশ করার পর নিজ শহর রাজশাহী চলে যায়। কলেজ ওখানে করেছে। পরে ঢাকা শিফ্‌ট করেছিল। অনেক আগে সে মারা গেছে। সুরুজের পুরো নাম হামিদুল ইসলাম। সায়েন্স নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকায় এসে বাংলায় ভর্তী হয়েছিল। কিন্তু পেশা হিসেবে বেছে নেয় শিল্পকর্মকে। ছোটবেলা থেকেই ভাল আঁকতে পারতো। বর্তমানে ঢাকায় আছে, একটি দৈনিকের শিল্প বিভাগের প্রধান হিসেবে খন্ডকালীন কর্মরত। আমি যে বাংলা ফন্ট দিয়ে এই লেখা টাইপ করছি সেই সুতন্বী এমজেসহ বিজয় সফটওয়্যারের অনেক ফন্টের কেলিওগ্রাফি তার করা। সাখা বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছিল। এখন ঢাকায় থাকে।

সিটি নির্বাচন: গাজীপুর

দায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা আজমত উল্লার

ঢাকা ডেস্ক: গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা স্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আজমত উল্লা খান। ওই ঘটনায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। ভবিষ্যতে আচরণবিধি প্রতিপালন করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তিনি ইসিকে বলেছেন, আচরণ বিধিমালার ৫ ধারার ব্যাখ্যা তার জানা ছিল না। নিজের অজ্ঞাতসারে ওই ভুল করেছেন। রোববার নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে নিজের ভুল স্বীকার করে তিনি এসব কথা বলেন। তার এ বক্তব্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ইসি। শুনানি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ওই শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), চারজন নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যদিও শুনানির পর আজমত উল্লা খান সাংবাদিকদের বলেন, আমার জ্ঞাতসারে আমি নির্বাচন বিধিমালার কোনো লঙ্ঘন করিনি। আমি কমিশনে বলেছি, ভবিষ্যতেও আচরণবিধি ভঙ্গ হবে না। সে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি। অন্যদিকে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, যদি আচরণবিধি ভঙ্গ করে থাকেন সেজন্য তিনি দুঃখিত, অনুতপ্ত। আমরা তার বক্তব্যে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট। তার বিষয়ে কমিশন এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু তিনি সুন্দরভাবে তার বক্তব্য দিয়েছেন। তার বক্তব্য আমরা বিবেচনা করে দেখব। তার বিষয়ে ইসির রায় পরে জানানো হবে।

জানা গেছে, গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মিছিল নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের অভিযোগে গত ৩০ এপ্রিল আজমত উল্লা খানকে কমিশন তলব করে। এরপর গত ৪ মে তার বিরুদ্ধে আবারও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। পরপর দুই ঘটনায় তার প্রার্থিতা কেন বাতিল করা হবে না-সে বিষয়ে গতকাল শুনানি করে ইসি। বেলা ৩টায় শুনানির সময় নির্ধারিত থাকলেও আড়াইটায় তিনি একাই ইসিতে আসেন। শুনানি শুরুর আগ পর্যন্ত তিনি ইসি সচিবের কক্ষে ছিলেন। পরে সেখান থেকে সরাসরি শুনানি কক্ষে যান। আধা ঘণ্টার বেশি শুনানি শেষে প্রথমে আজমত উল্লা ও পরে সিইসি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

সূত্র জানায়, শুনানির শুরুতে ইসি সচিব আজমত উল্লা খানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ পড়ে শোনান। গত ৪ মে আওয়ামী লীগের সভায় তার উপস্থিতিতে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেলের ভোট চাওয়ায় আচরণবিধির ৫ ধারা ভাঙার বিষয়টি অবহিত করেন। পরে আজমত উল্লা বলেন, ওই ধারার ব্যাখ্যার বিষয়ে তার জানা ছিল না। আমি অজ্ঞাতসারে আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় দুঃখিত। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে আচরণবিধির কোনো ধারাই লঙ্ঘন করব না।

মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ে শোডাউন প্রসঙ্গে আজমত উল্লা খান বলেন, দলীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাওয়ার সময় অনেক কাউন্সিলর প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা সেখানে ছিলেন। বিপুলসংখ্যক গণমাধ্যমকর্মীও ছিলেন। আমি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে মাইকে ঘোষণা দিয়েছি, আমার সঙ্গে পাঁচজনের বেশি যেতে পারবে না। সেটার ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে।

এদিকে শুনানি থেকে বেরিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের আজমত উল্লা খান বলেন, ইসি থেকে আমাকে দুটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এতে যে ধারাগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল, আমি আমার অবস্থান পরিষ্কার করেছি।

একজন প্রার্থী হিসাবে শুধু নয়, দেশের নাগরিক হিসাবে একটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আমার তরফ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা থাকবে। আমার কমিটমেন্ট, এই আচরণবিধি সম্পূর্ণ মেনে চলব। তার পর যে সিদ্ধান্ত আসবে তা মাথা পেতে নেব। মিছিলসহ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দিস ইজ নট কারেক্ট। মিছিল নিয়ে গেয়েছি সেটা ঠিক নয়। আপনাদের বুঝতে হবে আমি পাঁচজন নিয়ে গিয়েছি। আপনারাই (সাংবাদিক) সেখানে ছিলেন কমপক্ষে দেড়শ। এবং সেদিন শুধু আমার মনোনয়নপত্রই জমা ছিল না।





পুরোনো সিংহাসন, নতুন বার্তা

(প্রথম পাতার পর)

আমূল পালটে গেছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু বিষয় ছাড়া ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের নিয়মনীতিতেও এসেছে কিছু পরিবর্তন। রাজা চার্লসের এবারের অভিষেককে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক নতুন যুগের সূচনা বলে অভিহিত করেছেন। ব্রিটেনের রাজার এবারের অভিষেকটা কিছুটা হলেও সেই সূচনা করেছে। যদিও সিংহাসনটি ৭০০ বছরের পুরোনো।

নতুন যে বার্তা দিল রাজ অভিষেক

রাজতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করলেই মনে হবে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস। কিন্তু সময় গড়িয়েছে অনেক দূর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিভিন্ন নিময়কানুনেও এসেছে পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তিনি সারা জীবন জনগণের কাছে তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর বিভিন্ন জরিপে রাজার জনপ্রিয়তা কমলেও এখনো ব্রিটিশদের অর্ধেকের বেশি মানুষ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন। তারা রাজাকে সম্মানের চোখে দেখেন।

রাজার এবারের অভিষেক জানিয়ে দিয়েছে যে, উপনিবেশিকতার শেকল থেকে বেরিয়ে এসে দুই বাহু প্রসারিত করে বৈচিত্রকে আলিঙ্গন করতে চায় আজকের তথা রাজা তৃতীয় চার্লসের আমলের ব্রিটেন। শনিবার রাজার অভিষেকটাই শুরু হয় ভিন্নভাবে। ভিন্নধর্মের এক মানুষের হাতে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ওয়েস্ট মিনস্টারের ভিতর পবিত্র বাইবেলের একটি অংশ পড়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। চার্লসের অভিষেক সমাগমে ধর্মের বৈচিত্র্য যেমন ছিল, তেমনই ছিল বর্ণ ও পোশাকের বৈচিত্র্য। স্কার্ট-গাউন-বাহারি টুপি, হ্যাট-কোটের পাশে ছিল অগণিত শাড়ি, সালোয়ার, হিজাব, পাগড়ি, আলখাল্লা, পাঞ্জাবি। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, পারসি, ইহুদি, বৌদ্ধসহ সব ধর্মের প্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল সামনের সারিতে। এমনকি খ্রিষ্টধর্মেরও সবরকম শাখা-প্রশাখাকে একত্র করার চেষ্টা করেছেন রাজা চার্লস। রাজপরিবার চরমভাবে প্রটেস্ট্যান্ট মতে বিশ্বাসী হলেও অর্থোডক্স, রোম্যান ক্যাথলিকসহ সব মতের পুরোহিতের হাত থেকেই রাজসিংহাসনের দায়িত্বভার বুঝে নিলেন ব্রিটিশ রাজ পরিবারের ৬২তম শাসক। শুধু তাই নয়, রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান বিশপের দায়িত্বে দেখা যায় এক নারীকে। খ্রিষ্টান রাজা-রানির অভিষেকে যা এক বিরল দৃশ্য। দুই ঘণ্টার অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ গান গেয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গ কোয়ার গায়করা। রাজার উদ্দেশে গাওয়া স্তুতি ও ধর্মীয় সংগীতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন রাজার বড় নাতি ও প্রিন্স উইলিয়ামের ছেলে প্রিন্স জর্জ। অভিষিক্ত হওয়ার পর রাজা ন্যায়বিচারের শপথ নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিমান বাহিনীর কসরতেও ছিল বিভিন্ন রঙের সমাহার। এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে, এই যুগে সবাই সমান। রঙের বৈষম্য নয়, রঙের বৈচিত্র্যটা এখন প্রাধান্য পাবে। বার্তা দেওয়া হয়েছে ঐক্যের।

রাজার সামনে যত চ্যালেঞ্জ

৭০ বছর সিংহাসনে থাকার পর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ গত বছরের সেপ্টেম্বরে স্কটল্যান্ডের ব্যালমোরাল প্রাসাদে মারা যান। সমাজ যখন মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তখন রানি এলিজাবেথ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে গেছেন। তার মৃত্যুর পর রাজা তৃতীয় চার্লসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তবে এই নতুন যুগে রাজা চার্লসের সামনে বেশ-কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আমেরিকান গণমাধ্যম সিএনএনের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় তথ্য উঠে এসেছে, রাজপরিবারের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমেছে। এ থেকে ধারণা করা হয়, রাজা তৃতীয় চার্লস তার অভিষেকের প্রাক্কালে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ব্রিটেনের এক-তৃতীয়াংশ (৩৬ শতাংশ) প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলেছেন, ১০ বছর আগে ব্রিটিশ রাজপরিবার সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা এখন আরো নেতিবাচক হয়েছে। তরুণ প্রজন্ম রাজতন্ত্রকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না। ছোট ভাই প্রিন্স অ্যান্ডরুর যৌন দুর্ব্যবহারের কাহিনিও রাজার জন্য চ্যালেঞ্জের। তাকে দেখা গেছে তৃতীয় সারিতে।

রাজা চার্লসের ছোট ছেলে প্রিন্স হ্যারি রাজপরিবার ছেড়ে স্ত্রী মেগান মার্কেলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন। তাদের রাজ প্রাসাদ ছাড়ার পেছনে বর্ণবাদও এক কারণ বলে অভিযোগ রয়েছে। বাবা ও ছেলের সম্পর্ক এখন কঠিন বলে কিছু দিন হ্যারি জানিয়েছিলেন। তবে রাজা হিসেবে জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে চার্লস বলেন, আমি প্রিন্স হ্যারি এবং মেগানের প্রতি আমার ভালোবাসা প্রকাশ করতে চাই। কারণ তারা বিদেশে তাদের জীবন গড়ে তুলছে। এর মাধ্যমে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক খবরে বলা হয়, রাজা তৃতীয় চার্লসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করা। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে যে প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছেন প্রকৃতিগতভাবে সেটি অগণতান্ত্রিক, টিকে থাকার জন্য জনসমর্থন প্রয়োজন। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক এবং ব্রিটেনের সংবিধান বিশেষজ্ঞ রবার্ট হ্যাজেল বলেন, ব্রিটিশ রাজতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান যা শুধু জনগণের সমর্থনে টিকে থাকতে পারে।

এই অভিষেকে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ এই টাকা জনগণের করের টাকা। বেশির ভাগই ব্রিটিশ সরকার বহন করে। ফলে এ যুগেও রাজতন্ত্রের প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ১৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন রাজা চার্লস। এর কয়েকটি দেশ কমনওয়েলথে থাকার পাশাপাশি পুরোপুরি প্রজাতান্ত্রিক হতে চায়। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পরপরই এ দেশগুলোতে রাজা চার্লসকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। কাজেই রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার কাজটি রাজা চার্লসের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

টাইম টিভির ভূয়সী প্রশংসা

(প্রথম পাতার পর)

কোভিড-১৯ নিয়ে ১৫তম বৈঠক করে। এরপরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব টেড্রস আধানম ঘেব্রেইয়েসাস এই সুখবর দেন।

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ আর বৈশ্বিক স্বাস্থ্য 'জরুরি অবস্থা' তুলে নেওয়ায় এদিন রাতের 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কারোনাকালনি সময়ে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা ভাষাবাসী দেশ ও প্রবাসের সকলের মানুষের সেবায় বিশেষ অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, টাইম টিভির মতো এমন অনুষ্ঠান পৃথিবীর আর কোন টিভি চ্যানেল করেনি। ফলে টাইম টিভি সকলের মন জয় করেছে। প্যানেলিস্টগণ টাইম টিভির সিইও এবং অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আবু তাহেও উদ্যোগ এবং প্রতিদিনের নিউজ আপডেট প্রদানকারী সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান-এর ভূমিকা প্রশংসা করেন। এদিন নাজমুল আহসান ছাড়াও প্যানেলে ছিলেন অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক-লেখক হাসান ফেরদৌস, ডা. মাসুদুল হাসান, ডা.মুজিবুর রহমান, ডা. মাসুদ রহান. ডা. বর্ণালী হাসান, ডা. বিএম অতিকুজ্জামান, ডা. মঞ্জুর মোর্শেদ, ডা. মোহাম্মদ আলম, ড. নূরুন বেগম, মোহাম্মদ ফাহিম জান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, ট্যাক্স এনরোলমেন্ট এজেন্ট মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, টাইম টিভির অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু প্রমুখ। অন্যান্যদিন 'টাইম এক্সক্লুসিভ' ৪৫ মিনিট অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হলেও এদিন দেড় ঘন্টা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব টেড্রস আধানম ঘেব্রেইয়েসাস বলেন, বলেছেন, আশার বিষয় হচ্ছে আমি কোভিড-১৯ কে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা নয় বলে ঘোষণা করেছি। তার মানে এই নয় যে, করোনা বিশ্বব্যাপী আর স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকছে না। বৃহস্পতিবার জরুরি কমিটি ১৫তম বারের মতো বৈঠক করেছে। তারা আমাকে সুপারিশ করেছে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার অবসান ঘটানোর ঘোষণা দিতে। আমি সেই পরামর্শটি গ্রহণ করেছি। শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছিল। এর ফলে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে ফিরে যেতে পেরেছে।

এর আগে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে কোভিডকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কারণ হিসেবে ঘোষণা করেছিল এই 'ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস এমার্জেন্সি কমিটি'।

এর ছয় সপ্তাহের মাথায় কোভিডকে মহামারি ঘোষণা দেয়া হয়। গতবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছিল, কোভিড-১৯ হয়ত থেকে যাবে। তবে তা থাকবে শ্বাসযন্ত্রের সাধারণ রোগ হিসেবে।

অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রের রোগ যেভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়, এই রোগও সেভাবেই ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম কোভিড শনাক্ত হয়। চীনে করোনায় প্রথম কোনো রোগীর মৃত্যু হয় ২০২০ সালের ৯ জানুয়ারি। ১৩ই জানুয়ারি চীনের বাইরে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় থাইল্যান্ডে। পরে বিভিন্ন দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়ে। করোনার প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ৩০শে জানুয়ারি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আর ২রা ফেব্রুয়ারী চীনের বাইরে করোনায় প্রথম কোনো রোগীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ফিলিপাইনে। অবশেষে কোভিডকে সাধারণ রোগের কাতারে এনে বিবেচনার সুযোগ পেলো বিশ্ব।







নিউয়র্কে দুদিনব্যাপী উত্তর আমেরিকা রবীন্দ্র উৎসব অনুষ্ঠিত

টাইম টিভি: বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো দুদিনব্যাপী উত্তর আমেরিকা রবীন্দ্র উৎসব। শনিবার ও রোববার জামাইকার পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে এ উপলক্ষে বসে রবীন্দ্র প্রেমীদের জমজমাট আসর।

শনিবার উৎসবের উদ্বোধন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত। প্রথমদিনের আয়োজনে ছিলো রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা নিয়ে আলোচনা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যকে কে নানা রুপ ও ভাষায় পরিবেশনা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দর্শনকে সংস্কৃতির আধুনিকতম সব মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্ঠা ছিলো আয়োজনজুড়ে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস- বিপা'র শিল্পীরা উৎসবে সংগিত ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। এছাড়া, নতুন প্রজন্মকে রবীন্দ্র চর্চায় উৎসাহী করতে ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও গীতিনাট্য উপস্থাপন করেন বিপার শিল্পীরা। হলভর্তি দর্শক ঘন্টার পর ঘন্টা এ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজন উপভোগ করেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন রোববার বেলা ১১টা থেকে শুরু হয় উৎসবের কার্যক্রম। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ নিয়ে আলোচনা দিয়ে শুরু হলেও দিনভর চলে কবিতা, গান, গীতিনাট্য, ফ্যাশন শো, নৃত্যসহ শিল্পকলার সব আয়োজন। মধ্যরাত পর্যন্ত চলা এ উৎসবে আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী শিল্পীদের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের গুণী শিল্পীরা যোগ দেন।

যে কারণে রাজা চার্লসের অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

যায় না। তারপরেও বাইডেন কেনো গেলেন না এই অনুষ্ঠানে?

বিবিসি জানিয়েছে, শুধু বাইডেনই নয়, এখন পর্যন্ত কোনো আমেরিকান প্রেসিডেন্টই বৃটেনের রাজ পরিবারের অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নেননি। সবথেকে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এর পেছনে কোনো কারণও নেই। বৃটিশ রাজাদের অভিষেকে যোগ না দেয়াকেই সংস্কৃতিতে পরিণত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে যে, বাইডেন অভিষেক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে না গিয়ে তার স্ত্রী ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন ও একটি কূটনৈতিক দল পাঠাবেন বলে রাজা চার্লসকে ফোনে জানিয়েছেন।

তবে বাইডেন কেন অনুপস্থিত থাকবেন সে বিষয়ে হোয়াইট হাউজ কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। তারা বলেছে, বাইডেন ভবিষ্যতে কোনো এক সময় বৃটেনে গিয়ে রাজার সাথে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তবে বাইডেনের এই অনুপস্থিত থাকার খবর কিছুটা আলোড়নই তৈরি করেছে। টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কনজার্ভেটিভ এমপি বব সিলি মন্তব্য করেছেন যে, এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাইডেন বৃটেনকে 'কিছুটা অবহেলা' করছেন বলেই মনে হচ্ছে।

যদিও ডেইলি মেইল পত্রিকার সহ সম্পাদক স্কাই নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাইডেনের না আসার কারণ তার পূর্ব পুরুষদের আইরিশ আভিজাত্যের অহংকার। কিন্তু তাহলে তার পূর্ববর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্টরা কেনো কখনও এই অভিষেক অনুষ্ঠানে আসেননি? ইতিহাসবিদদের ধারণা, আমেরিকান প্রেসিডেন্টের এই অনুষ্ঠানে না আসার পেছনে সেরকম রাজনৈতিক কারণ নেই। রাজ অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টের না যাওয়ার প্রথাটা আসলে তাদের শত বছরের ঐতিহ্য।

আমেরিকান ইউনিভার্সিটির বৃটেন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর লরা বিয়ারস বলেন, অভিষেকে না যাওয়া প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পক্ষ থেকে কোনো অপমানসূচক ইঙ্গিত বলে আমি মনে করি না। তিনি যাচ্ছেন না কারণ কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট আজ পর্যন্ত অভিষেকে যাননি। কাজেই এই একবিংশ শতকে এসে নতুন করে কেন শুরু করা! রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনামলের আগে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতামূলক সম্পর্কই ছিল। রানী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়, বৃটিশ রাজতন্ত্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মুগ্ধতা তৈরি হয়। কিন্তু তবুও সেসময়কার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মার্টিন ভ্যান বুরেন রানী ভিক্টোরিয়ার অভিষেকে অংশগ্রহণ করেননি। সে সময়কার বাস্তবতায় একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বৃটেনে উপস্থিত হয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া কার্যত সম্ভব ছিল না। আর সে কারণেই এর পর থেকে এটি রীতি হিসেবে তৈরি হয়ে গেছে।

কুলাউড়া পৌরসভার সাবেক মেয়রের সাথে প্রবাসী কুলড়াউাবাসীর মতবিনিময়







মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পৌরসভার ২ বারের নির্বাচিত মেয়র বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কামাল আহমেদ জুনেদ সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আগমনে তাৎক্ষণিকভাবে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার প্রাইম ডিজাইনে প্রবাসী কুলাউড়ার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মিলিত হন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, কমিউনিটি লিডার ও কুলাউড়া এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা আবুল কালাম, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মোশাহিদ জে. রাশেদ, শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, আশ্রাফ আহমদ ইকবালসহ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, জামাল উদ্দিন লিটন, ওবাদুর রহমান কামাল, মঈনুর রহমান সুয়েব, এম এ বাকী, মাসুক আহমদ সুজন, পারভেজ আহমদ ও লেলিন আহমদ।



যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিক্ষোভ-সমাবেশে আমরা অনুপ্রাণিত : ড. মোশাররফ

(শৈষের পাতার পর)

ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এতে শেষ রক্ষা হবে না। আওয়ামী লীগ সরকারকে বিদায় নিতেই হবে। শেখ হাসিনা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ অয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে (ভার্চুয়ালী) ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন উপরোক্ত কথা বলেন। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটনের একটি মিলনায়তনে বৃহস্পতিবার (৪ মে) রাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের দলীয় নেতা-কর্মীরা মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী যোগ দেন বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক চীফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক, কেন্দ্রীয় বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শামীম ও কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকার সাবেক মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন, কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদ্য মনোনীত সদস্য গিয়াস আহমেদ ও জিল্লুর রহমান জিল্লু। এছাড়াও অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন ও এমলাক হোসেন ফয়সাল।

সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুস সবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন যুবদল নেতা আমানত হোসেন আমান এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা আবুল কালাম। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ছাড়াও বিএনপি'র দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাবেক জজ নূর মোহাম্মদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, বিএনপি নেতা বাবুল চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন সবুজ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এমএ বাতেন, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র (দক্ষিণ) আহবায়ক, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সংবর্ধনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ফারুক হোসেন মজুমদার, প্রমুখ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন সংবর্ধনা কমিটির সদস্য সচিব মাকসুদুল হক চৌধুরী ও যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ বদিউল আলম।

সভায় জয়নাল আবেদীন ফারুক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস-জিল্লু-মিল্টন ভূইয়া সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীর কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, এই তিন নেতা সম্মানিত হয়েছেন। আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রের আরো অনেক নেতা সম্মানিত হবেন। তবে এখন পদ-পদবি, কমিটি নিয়ে চিন্তা করা বা সময় নষ্ট করার সময় নয়। এখন দরকার সবাই ঐক্যদ্ধ হয়ে সরকার পতনের আন্দোলন গড়ে তোলা।

সভায় গিয়াস আহমেদ ও জিল্লুর রহমান জিল্লু তাদের বক্তব্যে তাদের কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। গিয়াস আহমেদ বলেন, নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ-সমাবেশ সফল করে প্রমাণ করেছেন এটাই শেখ হাসিনার শেষ যুক্তরাষ্ট্র সফর। জিল্লুর রহমান বলেন, ভোট বিহীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটনে বিক্ষোভকারী বিএনপির নেতা-কর্মীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে দাবী-দাওয়া পেশ করতে বলেছেন, চা-য়ের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু এটা কি সাজে। আলোচনা হতে হয় সমানে সমান। তিনি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে চায়ের দাওয়াত দিয়ে শেখ হসিনা-কে দেশের চলমান রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের আহ্বান জানান।

মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি দাবীর পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মিল্টন ভূইয়া বলেন, দলের জন্য কাজ করতে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগে আজ আমি রাস্ট্রদ্রোহী মামলার শিকার। ফলে দেশে যেতে পাড়ছি না। আওয়ামী সরকার নানাভাবে আমার ও আমার পরিবারের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। তাকে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।



নৈশভোজের মাধ্যমে মধ্যরাতে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।





এন মজুদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(শেষের পাতার পর)

বলে, 'আমি সালেহ উদ্দিন আহমেদ; ম্যানহাটানের বাসিন্দা। ব্রেইন স্ট্রোক এর জন্য আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত (প্যারালাইজড) হয়ে যাই। আমার মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের (Brain Hemorrhage) কারণে আমি শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাই। আমার চলাফেরায় ও কথা বার্তায় সীমাবদ্ধতা চলে আসে এবং সেই থেকেই আমি কর্মহীন আমার শারীরিক অসুস্থতা ও চলাফেরার সীমাবদ্ধতার অজুহাত দেখিয়ে এখানকার কিছু লোকজন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমাকে একটি বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমি বুঝতে পারিনি যে ঐ লোকজনরা পয়সার বিনিময়ে এক মহিলাকে বৈধ উপায়ে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যই আমাকে নিয়ে এই চক্রান্ত করছে। বিয়ের পর আমার স্ত্রীকে আইনী পন্থায় আমেরিকায় নিয়ে আসি; তবে আসার সাথে সাথে আমার তথাকথিত স্ত্রীর আচার ব্যবহারে সব কিছুই টের পেয়ে যাই যে আমার বিবাহিত স্ত্রী ও প্রতারক দলের একজন।

স্ত্রী'র শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ২০১৯ সালে ডিভোর্সের জন্য আমি কমিউনিটির সুপরিচিত মোহাম্মদ এন মজুমদার নামক এক আইনজ্ঞের কাছে যাই, যিনি নিজেকে আমার কাছে এটর্নী বলে দাবি করেন। আমার সমস্যার সবকিছু শোনার পর মোহাম্মদ এন মজুমদার আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার লিগ্যাল ফী দাবি করেন। আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ফী একটু কমানোর জন্য অনুনয় বিনয় করলে সে পরবর্তীতে কিছু কমাবে বলে ওয়াদা করলেও পরবর্তীতে আরোও বেশি ফী দাবি করে বসে। আমি তার ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দেয়ার পরে আমার সাথে অকথ্য আচরণ শুরু করে। মজুমদার জানতেন যে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ। তারপরেও তিনি আমার সাথে জঘন্য আচরণ করেছেন এবং আমার কাজটি তিনি সম্পন্ন করেননি। বরং আমাকে অন্য এক এটর্নীর কাছে পাঠিয়ে আবারো লিগ্যাল ফী দিতে বাধ্য করেন।

উপরোক্ত বিষয়ে আমি অনেকেরই দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু আমাকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, সবাইই আমাকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। কমিউনিটির নেতা না-মধারী লোকগুলো কোন অবস্থাতেই মহৎ বা পরোপকারী না; মূলতঃ এসব লোকজনরা প্রচন্ড স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী ও ভন্ড। এই সত্য কথাগুলো বলার মতন কমিউনিটিতে কেউ আছে বলে মনে হয় না|

স্ত্রীর প্ররোচনায় ল্যান্ডলর্ড কর্তৃক আমি এভিকশনের (উচ্ছেদের) মুখোমুখি হই; আমার লীজও নবায়ন হচ্ছিলো না। উপায়ন্তর না পেয়ে কমিউনিটির সবচেয়ে খারাপ মানুষ নামে খ্যাত জ্যাকব মিল্টনের স্মরণাপন্ন হই। কোন প্রকার লিগ্যাল ফী ছাড়াই তিনি আমার এভিকশন (উচ্ছেদ) মামলাটি খারিজ করিয়ে দিয়েছেন; পাশাপাশি, বাসার লীজ থেকে আমার সাবেক স্ত্রীর নাম বাদ দিয়ে লীজ নবায়নের ব্যবস্থা করেছেন।

অভিযোগের ব্যাপারে রোববার এন মজুমদারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সালেহ উদ্দিন আহমেদ আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা সঠিক নয়। আমি তাকে চিনি। তিনি একজন ভালো লোক এবং অসুস্থ্য বলেই জানি। তার ও তার স্ত্রীর ডিভোর্স মামলা শেষ হয়নি বলেই জানি। তিনি আমার সাথে আর কোন যোগাযোগ করেননি।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

কমছে রিজার্ভ, বিদেশি ঋণ শোধের চাপ বাড়ছে

ঢাকা ডেস্ক: আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে ব্যয় কিছুটা কমলেও ডলারের সংকট না কমে উল্টো বাড়ছে। আবার আমদানি ব্যয় মেটাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে চলতি অর্থবছরে রেকর্ড ১২ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়েছে। এর মধ্যে রপ্তানি আয় সাড়ে ১৬ শতাংশ ও রেমিট্যান্স প্রায় ১৭ শতাংশ কমায় এ চাপ আরও বাড়ছে। ফলে রিজার্ভের ওপর চাপ আরও বাড়বে। সব মিলিয়ে বিদেশি ঋণ পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়ছে। এর মাঝে গত কয়েক বছরে চীন, রাশিয়া ও ভারতের কাছ থেকে নেয়া কঠিন শর্তের ঋণ এ দুশ্চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণগ্রহণ ও স্থিতি গত কয়েক বছর ধরে দ্রুত বাড়ছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই এ ঋণ বাড়ছে। গত দুই অর্থবছর (২০২০-২১ ও ২০২১-২২) দেশে বৈদেশিক ঋণ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এক দশকে বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ২২৭ শতাংশ।

বৈদেশিক ঋণ দ্রুত বাড়ায় দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা বিপদে পড়েছে। যদিও বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে বিপদে নয়; তবে একেবারে ঝুঁকিমুক্ত নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ ছাড়া রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্স কমেছে। এ দুই খাতে আয় কমায় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের চাপ বাড়ছে। একই সঙ্গে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও কমছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, আগে বাংলাদেশ যে বৈদেশিক ঋণ করেছিল তা সাধ্যের মধ্যে ছিল বিধায় পরিশোধে সমস্যা হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি মেগা ঋণ করে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মেগা সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়ছে দেশ।

এদিকে চলতি মাসেই এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মার্চ-এপ্রিল সময়ের ১.১৮ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ছাড়া সরকার তেল, গ্যাস ও কয়লা আমদানি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বাড়বে। মঙ্গলবার রিজার্ভ ৩ হাজার ৯৬ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। আকু বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ ৩০ বিলিয়নের নিচে নেমে আসবে। এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ ছিল ৩০.৩৫ বিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে রিজার্ভের ওপর চাপ আরও বাড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করা হয় আমদানি চাহিদা মেটানোর জন্য। ব্যাংকগুলোকে যাচাই-বাছাই করেই ডলার দেয়া হয়। দেশের রিজার্ভ বাড়া-কমার মধ্যে থাকবে, এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। তেমনই মে মাসে আকু পেমেন্টও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি রুটিন কাজ। এটি নিয়ে আলাদা করে আলোচনার কিছু নেই।

বৈদেশিক ঋণ ৯ হাজার ৬২৫ কোটি ডলার

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েক মাস ধরে লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) খোলা সীমিত করেছে সরকার। এতে আমদানিতে ডলার ব্যয় এবং ঋণ নেয়ার হার কমেছে। কিন্তু তাতেও বিদেশি ঋণের লাগাম টানা যাচ্ছে না। বরং গত এক বছরের ব্যবধানে বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৬০০ কোটি বা ৬ বিলিয়ন ডলার। এতে বিদেশি ঋণ বেড়ে ৯ হাজার ৬২৫ কোটি বা ৯৬.২৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত এক বছর আগেও ছিল ৯ হাজার ৭৯ কোটি ডলার (৯০.৭৯ বিলিয়ন)। বিপুল অঙ্কের এ বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ৭১.৯৪ বিলিয়ন বা ৭৪ শতাংশ সরকারের, বাকি ২৬ শতাংশ বা ২৪.৩১ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে দেশের বেসরকারি খাত। তবে এই বছর শেষে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। আর ২০২৪ সাল শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১৩০ বিলিয়ন ডলারে।

তথ্যমতে, মোট বিদেশি ঋণের মধ্যে সরকারের নেয়া ঋণের পরিমাণ ৭ হাজার ১৯৪ কোটি ডলার। বাকি ২ হাজার ৪৩১ কোটি ডলার ঋণ গেছে বেসরকারি খাতে। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ঋণের বেশির ভাগই বায়ার্স ক্রেডিট, যা এক বছরের মধ্যে শোধ করতে হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সব মিলিয়ে ২৭৮ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হবে। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ১১২ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।

ঋণ পরিশোধ করতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লাগবে ৪০২ কোটি ডলার। আর ২০২৯-৩০ অর্থবছরে ঋণ পরিশোধে সর্বোচ্চ ৫১৫ কোটি ডলার খরচ হবে। এর আগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাত্র ১১৭ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছিল সরকারকে। এরপর প্রতিবছরই তা বেড়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ২০১ কোটি ডলার। এর মধ্যদিয়ে গত অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বার্ষিক ঋণ পরিশোধ ২০০ কোটি ডলার ছাড়ায়।

জানা গেছে, গত এক দশকে রাশিয়া, চীন ও ভারতের কাছ থেকে সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৬২৮ কোটি ডলার ঋণ নেয়ার চুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে চীনের ১২ প্রকল্পে ১ হাজার ৭৫৪ কোটি ডলার, রাশিয়া রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ১ হাজার ১৩৮ কোটি ডলার এবং ভারত তিনটি লাইন অব ক্রেডিটে (এলওসি) ৭৩৬ কোটি ডলার দিচ্ছে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জটিলতায় রূপপুর প্রকল্পের ঋণের অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ দুটি ঋণের আসল ও সুদ বাবদ ৩৩০ মিলিয়ন ডলার অপরিশোধিত রয়ে গেছে, জানিয়েছে ইআরডি। যদিও বিশ্বব্যাংক, এডিবি'র ঋণ পরিশোধের জন্য সময় পাওয়া যায় ৩২ থেকে ৩৫ বছর। কিন্তু গ্রেস পিরিয়ডের পর চীন ও ভারতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে ১৫ থেকে ২০ বছরে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, সামনে একটা চাপ আছে। কারণ আগামী জুনের মধ্যে বর্তমান ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অথবা ঋণগুলো নবায়ন করতে হবে। না হলে সবগুলো একসঙ্গে পরিশোধ করতে হবে। তখন বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে একটা চাপ তৈরি হবে।

কিছুদিন আগে 'বাংলাদেশের বৃহৎ বিশটি মেগা প্রকল্প: প্রবণতা ও পরিস্থিতি' শীর্ষক এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সিপিডি বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেই চলতি বছর থেকেই কিছু বড় প্রকল্পের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ধাক্কা শুরু হচ্ছে। এটি দিন দিন বাড়তেই থাকবে। ২০২৭ সালে গিয়ে সেটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে। তাই সতর্ক না হলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসার আশঙ্কা আছে।

উল্লেখ্য, দেশে চলমান ২০টি মেগা প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭০ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৪৩ বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ। প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে যে হার, তাতে অনেকগুলো ২০৩০ সালেও সম্পন্ন হবে না। কিন্তু ২০২৪ সাল থেকেই এসব প্রকল্পের বিদেশি ঋণ পরিশোধ শুরু করতে হবে। প্রথম চাপটা আসবে চীন থেকে। এরপর রাশিয়া এবং তারপর জাপান। এখন থেকে প্রস্তুতি না নিলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসার আশঙ্কা আছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য বিশ্লেষণ মতে, বাংলাদেশের ২০২০-২১ সালের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ২৭১ টাকা থেকে বেড়ে ৫ হাজার ৬৮২ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ এক বছরে মাথাপিছু ঋণ বেড়েছে ১ হাজার ৪১১ টাকা।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিবেদন মতে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা সব মিলিয়ে বাংলাদেশের কাছে ৭ হাজার ২২৯ কোটি ডলার পায়। অর্থাৎ এই পরিমাণ অর্থ বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশের ঋণ আছে। সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ'র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশের ঋণের পরিমাণ ৩ হাজার ৪৯০ কোটি ডলার। অন্যদিকে দ্বিপক্ষীয় বা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৬৭ কোটি ডলার।



জ্যামাইকা
JAMAICA
১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক ১১৪৩৫
147-14 Hillside avenue, Jamaica, NY 11435
646-769-0966

আপনাদের জন্য আরো দুটি নতুন
কার্যালয়

হলিস
HOLLIS
১৯৮-১২ হিলসাইড এভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
198-12 Hillside avenue,Hollis, NY 11423
646-769-0966



“হোম কেয়ার ছিল এক নতুন শব্দ। আমেরিকার বাংলাদেশি সমাজে এই শব্দটি যখন প্রথম উচ্চারণ করলাম তখন প্রেক্ষাপটটি ছিল অন্যরকম। প্রথম ২৫ জনকে এইচ এইচ এ হোম এণ্ড হেলথ এইড প্রশিক্ষণ দেই। এই পঁচিশ জন সেবা গ্রহণকারী নিয়েই শুরু হয় বাংলাদেশি আমেরিকান ও প্রবাসীদের মাঝে হোম কেয়ারের যাত্রা। প্রথম ময়মনসিংহের এক অসুস্থ তরুণ সেবা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। সেবা প্রদানকারী নিযুক্ত করা হয় নারায়ণগঞ্জের এক ব্যক্তিকে। এই ঘটনাগুলো এখন এক ইতিহাস।

আমি দ্বীপে জন্মেছি। সন্দ্বীপে। সেখানে নদী শিকস্তিদের (যাদের ভিটেবাড়ি নদীতে ভেঙে গেছে) দেখেছি। তাদের সেবা করেছি। সেটি ছিল ছাত্রজীবনের প্রথম শিক্ষা। সেবার ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাই লালন করেছি জীবনের সকল পর্বে। এখানে এদেশের হোম কেয়ার সেবার কারিকুলাম ও নীতিগুলো আগে গভীরভাবে অধ্যায়ন করতে হয়েছে। দেখেছি বাংলাদেশি মধ্যবিত্ত পরিবারের দরদ-ভালোবাসা ও সেবার সঙ্গে হোম কেয়ার সেবার অসাধারণ মিল। সারা পৃথিবীর প্রায় দুই’শ জাতি অধ্যুষিত এই বহুজাতিক সমাজে একটি মানবিক ভাষা ও মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। এই সভ্যতার সঙ্গে মিলিত হওয়া আমাদের বাংলাদেশি সমাজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। ওই চ্যালেঞ্জটিই আমি নিয়েছিলাম। সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওই চ্যালেঞ্জে জয়লাভ করি। মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের যাকিছু আছে তা নিয়েই আমরা আমেরিকান সমাজে মিলিত হয়েছি। আমি জানি আমাদের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি ভালো বোঝে ‘সেবা’। আমার মা, আমার দাদি, চাচি, ফুপু, খালা সবাই সেবা করেই পরিবার গড়েন, পরিবার রক্ষা করেন ও বিকশিত করেন। আমাদের মেয়েরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও সেবার গুণে সবই উৎরে উঠতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই জয়লাভ করেছে আমেরিকান বাংলাদেশি হোম কেয়ার সেবা। আমি নিজে শিখেছি, অন্যদেরও শিখিয়েছি। আজ এটি নিউইয়র্ক শহরের যতগুলো সৌন্দর্য্য তার মধ্যে অনন্য এক কার্যক্রম।”

আবু জাফর মাহমুদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা, মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, ’৭১

আমেরিকায় বাংলাদেশি হোম কেয়ারের পথিকৃৎ
চেয়ারম্যান এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্
প্রতিষ্ঠাতা, জয় বাংলাদেশ ইনক্ ও আবু জাফর মাহমুদ ফাউণ্ডেশন

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

সাহিত্য সাময়িকী

তারপর
কাজল চক্রবর্তী

সবকিছু খোলা বুঝি! ইচ্ছে হলেই তুমি
প্রতিবাদ করতে পারবে সার্বিক ঘটনার!
পারবে কী এমন সাহস দেখাতে
গণতন্ত্র ব'লে দেখানো উচিৎ। কিন্তু তারপর

এই তারপর নিয়েই যত কথোপকথন
কথোপকথন, মিডিয়ায় সাংসদে
সবাই দেখছে। কথা বলছে না কেউ!
চড়াই পাখিও এখন ময়ূর-চলনে

আইনের তর্জনি ঘিরে ধরছে গুন্ডারাজ
বিচিত্র লাগে সব, পুরো আবহাওয়া
এমনকি শ্মশানে যে ফুল বেচে তাকেও
সব কিছু খোলা, তারপরেও বন্দী আমজনতা

তোমার কাছে যাবো
পারভীন শাহনাজ

আজও তেমন মেঘলা আকাশ বৃষ্টিমুখর দিন
এমন দিনে স্মৃতির হাটে বেঁচতে এলেম ঋণ
চোখের নদী ঠোঁটের কিনার বুকের আঁচিল জানে
বৃষ্টিগুলো দস্যি কেমন পরাণ ধরে টানে
মেঘের দলের হাতছানিতে ভিজতে যখন নামি
তোমার ডাকে পথের মাঝে চমকে হঠাৎ থামি
ভেজা আঁচল, ভেজা চিবুক, ভেজা চোখের কোণ
আমিও তখন উতল হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেম মন
বললে ডেকে ভিজছ কেন! এসো ছাতার নিচে
ভয়ে আমি এক পা এগোই দুই পা যাই পিছে
তুমি যখন হ্যাচকা টানে ছাতার ভেতর নিলে
অজানা এক শিহরণের আকাশ খুলে দিলে
মুখের কথা হারিয়ে গেলো, দুজনেই নিশ্চুপ
সব ছাপিয়ে শুনেছিলেম বুকের ধুকপুক
আজ দুজনে অনেক দূরে, বৃষ্টি ঠিকই নামে
ভুলতে চেয়েও যায়নি ভোলা স্মৃতিরা নীল খামে
মেঘলা দিনে তুমিও কি আমার কথাই ভাবো?
বৃষ্টি এলেই ইচ্ছে করে, তোমার কাছে যাবো।

অকাল বোধন
রেজাউদ্দিন স্টালিন

তিনি দূরে আমি অন্তঃপুরে,
ভালো আছি দুরূহ দুপুরে,
ঘুম নেই কর্ণকুহরে।

ক্ষুধা নেই শঙ্কা অজানা,
লোকে বলে তুমিতো রাজা না;
প্রজা আমি দিচ্ছি খাজানা।

কাকে আমি কর দিই রোজ,
তিনি দেবী জানি তার খোঁজ,
দিতে হয় প্রসাদ ও ভোজ।

তাতে নেই তুষ্টি তাহার,
রোচে নাতো মুখেতে আহার,
সব কিছু অম্ল ও ক্ষার।

তবু করি শত নিবেদন,
যদি তার গলে কিছু মন,
মেনে নেয় অকাল বোধন।

তিনি দূরে সেতুর ওপারে,
চোখ রাখি পথে বারে বারে,
ফিরবেন আলো কি আঁধারে।

ভান
গোলাম রব্বানী

যখন আকাশের বুকে চাঁদ অথবা সূর্য ওঠে
তখন খোলা স্থানে গেলে চন্দ্র-সূর্য ও চোখ একসাথে মিলে মিলন
সঙ্গমের চরম সুখ উপভোগ করে

হে গল্পের গল্প পৃথিবীরা আপনারা বুঝবেন কী করে!
পৃথিবীর গল্পরা তো ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে
লুকিয়ে লুকিয়ে চাঁদ-সূর্য দেখার সুউষ্ণ বাসনাতে
পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জলাধারের মত
শুয়ে আছেন
এক আধটু দাঁড়াতে গেলে হৃদয়ের গহীন অঞ্চলে
ভাঙনের বেগ এসে ভেঙেচুরে খানখান হয়
অথচ কী সুন্দর আপনারা বসে সুখের গল্প করেন
সুখী মানুষ নাটিকার মধ্যে পৃথিবী লুকিয়ে থাকে
দেখেন, বোঝেন, শোনেন, কী অবুঝ শিশু সন্তান!
আমরা আমাদের এই সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝেশুনে
দেখুন না বুঝার কী এক ভয়ঙ্কর ভান করছি;
এই রঙচঙা পৃথিবীতে অনবরত ভান করে চলছি...

সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা দুখের কী তাতে!
ভান করে যদি বান ডাকি মনে
আবেগী মন সাগরে...

তুমুল রোদের সাতকাহন
স.ম. শামসুল আলম

ঘুম ভাঙতেই জড় হয় তুমুল রোদের সাতকাহন
উষসী দিনের ভারী কণ্ঠস্বরে মাজা-ভাঙা সূর্য
মাটি ছুঁতে ব্যর্থ আর তার অপারগতায়
রোদের স্পর্শে কেন্নোর মতো পেঁচিয়ে যায় শব্দগুচ্ছ

না আমি কিছু বলতে পারি
না সূর্য
অথচ কণ্ঠস্বর আছে সবার
দিন রাত্রি সময় স্রোত বহ্নি বাতাস
প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলতে পারে

যেমন কণ্ঠস্বর থাকে পাখি ও পোকামাকড়ের মতো ঘরবাড়ির
জমিজিরেতের উত্থানপতনের জয়পরাজয়ের সাধআহ্লাদের
তেমনই আমারও কণ্ঠস্বর আছে
অথচ দিনের আলোয় ম্লান কথাগুলো কোথাও পৌঁছায় না
কিংবা রাতের তমসায় কোথায় হারিয়ে থাকে শব্দগুচ্ছ কেউ জানে না

তবুও ভালোবাসা অনুবাদে ব্যর্থ আমার প্রজ্ঞা
কাউকে বুঝাতে পারে না কোথায় রক্তপাত
হৃদয়ে নাকি সত্ত্বায়
নাকি ঘুমের ভেতরে চমকে চমকে ওঠা প্রাণের প্রকোষ্ঠে!

সব্যসাচী চোখ
এম এ রহমান

ক্রুশের হাসির অনুবাদ করে
ক্রায়োস্লিপে হেঁটে যায় বিপন্ন মানুষ
প্রাণহীন বিবেকের ইমারতে গড়ে ওঠে আমি
দৃশ্যের ভেতর দৃশ্য, মুখোশের ভিতর মুখোশ
সব্যসাচী চোখ মুখ ধোয় নোনাজলে
নাগরিক লাইব্রেরী পূর্ণ নষ্টতত্ত্বের বইয়ে
আরোপিত সুখফুলে ভরে উঠে-
দেহের ফসলি জমি
দু'ঠোঁটের দহলিজে ফুটে বনসাই হাসি।

একদিন যেভাবে জেনেছি-
কালো মানে বিশ্রী, অসুন্দর
কালো মানুষেরা দাস, সাদা মানেই সুন্দর
মননে-মগজে, চিন্তা-চেতনায়
শাসকেরা-শোষকেরা ফলায় ফসল
কাঁটাতারে ঘেরা সমস্ত ফসলের জমি
তারপর 'আমি' হলো বনবাসী...

যেতে যেতে মনে হলো-
একবার 'আমিকে' দেখেই যাই...

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

‘যারা সমালোচনা করেন, তারা আগে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখুন’



বিনোদন ডেস্ক: এ সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল ও গ্ল্যামারার্স চিত্রনায়িকা অধরা খান। মুক্তির অপেক্ষায় আছে তার অভিনীত ‘সুলতানপুর’ নামে একটি সিনেমা। ৫ মে ছিলো তার জন্মদিন। দিনটি উদযাপন, মুক্তি প্রতীক্ষিত সিনেমা ও সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের ‘হ্যালো...’ বিভাগে কথা বলেছেন তিনি।

* কততম জন্মদিন উদযাপন করবেন আজ?

** প্রথমত মেয়েদের বয়স বলতে নেই (হাসি)। আর যদি বলতেই হয় তাহলে আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর!

* মাত্র পাঁচ! সেটা কীভাবে?

** ২০১৮ সালে আমার সিনেমা ক্যারিয়ার শুরু। অভিনয় ক্যারিয়ারটাকেই আমি বয়স হিসাবে গণ্য করছি। ওটাই আমার বয়স।

* জন্মদিনের আয়োজন কী?

** বিশেষ কোনো আয়োজন নেই। মাদারীপুরের শিবচরে সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড স্যারের ‘দখিন দুয়ার’ সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকব। এ সিনেমার প্রায় ৭০ ভাগ শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। গানেরও শুটিং করেছি সিলেটে।

* এমন দিনে কেউ সারপ্রাইজ দেয় না?

** ওটা তো কমন বিষয়। আমার জন্মদিনের সারপ্রাইজ না পেলে আমিই বরং সারপ্রাইজ হব। আমি জানি না এবং চিনি না, এমন অনেকের কাছ থেকে সারপ্রাইজ পাই। আর বিশেষ করে বলতে হয় আমার বাগদত্তর কথা। সেও আমাকে বিশেষ সারপ্রাইজ দেয়।

* জন্মদিনের কোনো স্মৃতি আছে, যা এখনো মনে পড়ে?

** ছোটবেলায় আব্বু রাতে কেক নিয়ে আসতেন। আমি তখন ঘুমিয়ে থাকতাম। পরে ঘুম থেকে উঠেই কেক কাটতাম। বিষয়টি এখন খুব বেশি মনে পড়ে। কারণ এখন আব্বু নেই। চার বছর হলো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তিনি।

* বর্তমানে কী কী সিনেমার কাজ করছেন?

** শফিক হাসানের পরিচালনায় ‘প্রেমময় পৃথিবী’ নামে একটি সিনেমার কাজ কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হবে। এটির নাম পরিবর্তন হতে পারে। মাজহার বাবুর ‘ঠোকর’ নামে একটি সিনেমার প্রথম লটের শুটিং হয়েছে। দ্বিতীয় লটও শিগ্‌গির শুরু হবে। অপূর্ব রানার পরিচালনায় ‘উন্মাদ’ ও ‘গিভ অ্যান্ড টেক’ নামে দুটি সিনেমার কিছু অংশের শুটিং হয়েছে। বাকি কাজ কবে হবে জানি না। সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ডের ‘কোভিড নাইনটিন ইন বাংলাদেশ’ নামে একটি সিনেমার শুটিংও কিছু দিন করেছি।

* আপনার অভিনীত ‘সুলতানপুর’ নামে একটি সিনেমা ২ জুন মুক্তি পাবে এ সিনেমায় চরিত্র কেমন?

** সিনেমাটির নাম আগে ‘বর্ডার’ ছিল। পরিবর্তন করে ‘সুলতানপুর’ রাখা হয়েছে। এ সিনেমায় আমার চরিত্র পরোপকারী এক মেয়ে। মেয়েটি সোশ্যাল ওয়ার্ক করে এবং এক সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আজ সিনেমাটির একটি গান রিলিজ হচ্ছে। বলা যায় এটা আমার জন্মদিনের সারপ্রাইজ।

* এ সিনেমা মানুষ কেন দেখবে বলে আপনি মনে করেন?

** এটি পরিচালক সৈকত নাসিরের একটা এক্সপেরিমেন্টাল কাজ। এক কথায় দারুণ গল্পের সিনেমা। সীমান্তকেন্দ্রিক কিছু ঘটনা এতে তুলে ধরা হয়েছে, যা বাংলাদেশি কোনো সিনেমায় আগে দেখা যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা এখন মানুষ যেমন সিনেমা দেখতে চায় এটা সেরকমই।

* আপনি দেশ-বিদেশে অনেক ভ্রমণ করেন। এটা নিয়েও কিন্তু অনেকে সমালোচনা করেন...

** প্রথম কথা হচ্ছে আমি ভ্রমণপ্রিয়। সবার ধারণা নায়িকা হওয়ার পর আমি ভ্রমণ করছি। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। ১০ বছর বয়স থেকেই আমি বিদেশে ভ্রমণ করি। আমার পরিবার সেটা সাপোর্টও করে। ভ্রমণের অর্থও দেয় পরিবার। যারা সমালোচনা করেন, তাদের বলব, প্লিজ, আগে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখুন। তারপর সমালোচনা করুন।

* অভিষেক সিনেমার (নায়ক) নায়কের সঙ্গে আপনার বিয়ের গুজবও শোনা গিয়েছিল...

** এটা আসলে সেই নায়ক এবং তার এক কথিত প্রেমিকা প্রফেশনাল জেলাসি থেকে করেছে বলে শুনেছি। তারা আসলে বিতর্কে বিশ্বাসী, নেগেটিভ প্রচারণায় বিশ্বাসী। মূলত সেই নায়ক তার কথিত প্রেমিকাকে প্রমোট করার জন্য আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের গুজব ছড়িয়েছে। এ গুজব সাময়িক হাসির খোরাক জুগিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। নেগেটিভ প্রচারণা কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। সেটা নিশ্চয়ই তারা এখন টের পাচ্ছে।

* সেই নায়কের সঙ্গে তো আপনার দুটি সিনেমার কাজও চলমান। এগুলো কী শেষ করবেন?

** ‘গিভ অ্যান্ড টেক’ ও ‘কোভিড নাইনটিন ইন বাংলাদেশ’ নামে দুটি সিনেমার কাজ সেই নায়কের সঙ্গে আছে, এটা ঠিক। আমি একজন প্রফেশনাল আর্টিস্ট। আমার ডিরেক্টর ও প্রডিউসার যখনই কাজ শুরু করবেন আমি সেটা করতে বাধ্য। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা বিরোধ আমি প্রফেশনালি টেনে আনি না।

* কিন্তু সেই নায়কের তো এখন কোনো হিট সিনেমা নেই। গত ঈদেও তার সিনেমা ফ্লপ হয়েছে। তাও কাজ করবেন?

** হিট বা ফ্লপ এটা নির্ধারণ করবেন দর্শক। আমার কাজ হচ্ছে অভিনয় করা, ভালো গল্পের সিনেমা এবং আমার চরিত্র নিয়ে ভাবা। একই বোধ নিশ্চয়ই আমার কো-আর্টিস্টেরও আছে বা থাকা উচিত। সবাই মিলে ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই এখন মুখ্য বিষয় অন্যকিছু ভাবা উচিত নয়।



নিজের মাকে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন নোবেল: সালসাবিল

বিনোদন ডেস্ক:: সারেগামাপা বাংলাখ্যাত সংগীতশিল্পী মাই-নুল আহসান নোবেলকে ডিভোর্স দেওয়ার কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছেন তার স্ত্রী সালসাবিল মাহমুদ। সঙ্গে ডিভোর্স দেওয়ার কারণও জানিয়েছেন। এবার সাবেক স্বামী সম্পর্কে বিস্ফোরকমূলক তথ্য দিলেন সালসাবিল। জানালেন, এর আগে একবার নিজের মাকে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন নোবেল।

‡নাবেলকে শোধরানোর জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা, একটি সংবাদমাধ্যমের এমন প্রশ্নের জবাবে সালসাবিল বলেন, শুধু আমিই না। তার পরিবার পর্যন্ত তাকে শোধরানোর চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, সে সবাইকে মারধর করত। তার মা-বাবা পর্যন্ত মার খেয়েছে তার হাতে। রাজধানীর নিকেতনের বাসায় থাকতে নিজ মাকে মেরে এমন অবস্থা করেছিল যে, অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিতে হয়েছিল।

সালসাবিল বলেন, আসলে যিনি মাদক নেন, তাকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হয়– আমি মাদক ছাড়ব কিনা। যদি সে মাদক ছাড়তে চায়, তবেই সেটি সম্ভব।

তিনি জানান, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নোবেলের সম্পর্ক ভালো না। তাদের বিয়ের সময় ভালো ছিল। কিন্তু যখন সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং সবাইকে মারধর শুরু করে, সেই সময় থেকে খারাপ হয়ে যায় বলেও জানান সালসাবিল।

তিনি বলেন, নোবেলের বাবা আমাকে বলে দিয়েছেন, কেউ যদি কখনো নোবেল ও তার বাবা সম্পর্কে জানতে চায়, তখন যেন আমি বলি, তার বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছেন নোবেলকে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৪ মে) দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিটে ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে নোবেলকে চূড়ান্তভাবে ডিভোর্স দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সালসাবিল। সেখানে তিনি জানান, মাদক না ছাড়ার জন্য তিনি ডিভোর্স দিয়েছেন নোভেলকে।

মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রিয়াঙ্কা, কে বাঁচালেন?

বিনোদন ডেস্ক: ম্যাসিও ভ্যালেন্তিনোর কালো গাউন পরে মেটের গালিচায় এসেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। সঙ্গী ছিলেন স্বামী ও হলিউডের পপ তারকা নিক জোনাস। প্রিয়াঙ্কা নতুন পোশাকে সেজেছিলেন। তার গায়ে ছিল টকটকে লাল শার্ট ড্রেস ও কালো টাই। মাথায় উঁচু করে বাঁধা চুল। তিনি নিকের সঙ্গে হাত ধরে আফটার পার্টিতে যাচ্ছিলেন।

অভিনেত্রীর পায়ে ছিল হাই হিলের জুতা। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার পর নিকের হাত ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

হঠাৎ করেই জুতা পোশাকের কিছু অংশে জড়িয়ে হোঁচট খান প্রিয়াঙ্কা। মুখ থুবড়ে পড়েও যাচ্ছিলেন এই অভিনেত্রী। তবে পড়ে যাওয়া আগেই স্ত্রীকে সামলে নেন নিক। পুরো সময়টা শক্ত করে প্রিয়াঙ্কার হাত ধরে ছিলেন তিনি।

নিক স্বামী হিসেবে যে অনবদ্য, তা একাধিকবার সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন প্রিয়াঙ্কা।

রাজ-মিম নিয়ে প্রশ্নে যে উত্তর দিলেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক: গত বছর ঢালিউড তারকা পরীমনি আর শরিফুল রাজের বিচ্ছেদের বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনায় ছিল।

রাজের বাড়ি ছেড়ে চলেও গিয়েছিলেন পরীমনি। কিন্তু পরে আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যায়।

ওই ঘটনায় অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের সঙ্গে রাজকে জড়িয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন পরীমনি। পরে অবশ্য এ প্রসঙ্গে মিম বলেছিলেন, এত ঝামেলার পর তিনি আর শরিফুলের সঙ্গে কাজই করতে চান না। তবে রাজ ও মিমের এই জুটিকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল দর্শকরা। তাদের অভিনীত ‘দামাল’ ও ‘পরাণ’ সিনেমা প্রশংসিতও হয়েছিল।



দর্শকের অনেকের মত, পরীমণির জন্যই ভেঙে গেল রাজ-মিমিরে জনপ্রিয় জুটি।

এতদিন বিষয়টি নিয়ে কেউ কথা না বললেও এবার নীরবতা ভাঙলেন পরী। স্বামীকে নিয়ে একটি টক শোতে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে প্রশ্ন করা হয়, তার জন্যই কি রাজ ও মিমের জুটি ভেঙেছে?

পরীমনি স্পষ্টভাবে বলেন, এগুলো সম্পূর্ণ বাজে কথা। মিম হঠাৎ করে এক দিন বলে দিল, সে আর কাজ করবে না শরিফুলের সঙ্গে। সেটা তো কোনও সমাধান নয়।

তার কথায়, ‘এমন গায়ে পড়া মানুষ আমার মোটে পছন্দ নয়।’

নায়িকা আরও জানান, মিম যত না শরিফুলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তার চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন তার। পরীমণি চান তারা আবারও একসঙ্গে কাজ করুন। কারণ পর্দার সামনে তাদের জুটি পরীমণির ভীষণ প্রিয়। এই কথোপকথন চলাকালীন শরিফুল অবশ্য পুরো চুপ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

নেশা ছাড়লে তো আগেই ছাড়তাম: নোবেল

বিনোদন ডেস্ক: নেশা ছাড়লে তো আগেই ছাড়তাম- কণ্ঠশিল্পী মাইনুল আহসান নোবেলের এমন কথার পর আর অপেক্ষা করেননি তার স্ত্রী সালসাবিল মাহমুদ।

বৃহস্পতিবার (৪ মে) এক ফেসবুক পোস্টে বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করে সালসাবিল মাহমুদ বলেন, ‘আমি হয়তো বা আগে ক্লিয়ার করিনি ব্যাপারটা। যেহেতু আমরা দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশনটা উকিলকে বলে হোল্ডে রেখেছিলাম, কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পরও যখন আমার ও নোবেলের কথা হয়, আমি তাকে শেষবারের মতো মাদক ছাড়ার কথা এবং চিকিৎসা নেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করি। সে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়, সে কখনো মাদক ছাড়বে না এবং বলে– ‘নেশা ছাড়লে তো আগেই ছাড়তাম’। এর পর আমি আমার পারিবারিক সিদ্ধান্তে আমার ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করি।’



‡নাবেলের মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে অনেকের হাত আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমার প্রাক্তনকে আমি শুভকামনা জানাই। নোবেল কখনই এত অসুস্থ ছিল না। এমন না যে নোবেলের আজকের এই অবস্থার জন্য ও শুধু একা দায়ী। অবশ্যই সে নিজেই সবচেয়ে বেশি দায়ী; কিন্তু তার মাদকদ্রব্য প্রাপ্তি ও আসক্তির ক্ষেত্রে অনেক ক্ষমতাশালী মানুষের অবদান আছে– সরকারি প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীদের।’



আল্লাহ চাইলে আমরা এবার বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপ জিতব: আফ্রিদি

ঢাকা ডেস্ক, ৮ মে : ভারতের পাকিস্তান যাওয়া, পাকিস্তানের ভারত যাওয়া না যাওয়ার ইস্যুতে উত্তেজনা বিরাজ করছে ক্রিকেটবিশ্বে। এরই মধ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও অস্ট্রেলিয়াকে টপকে প্রথমবারের মতো আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ স্থান দখল করেছে পাকিস্তান। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে চারটিতেই জিতেছে স্বাগতিক পাকিস্তান। এবার বাবর আজমদের সামনে কিউইদের হোয়াইটওয়াশ করার মিশন।

সিরিজের পঞ্চম ও শেষ ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড। টানা চার জয়ের পর ব্যাপক আত্মবিশ্বাস স্বাগতিকরা।

হোয়াইটওয়াশ মিশনে নামার আগে দেশটির জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম জিও নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের স্বপ্নের কথা জানান আফ্রিদি।

আসন্ন বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপের আগে পাকিস্তান দলের এমন পারফরম্যান্স সন্তোষজনক। তাই তো নিজেদের দল নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখছেন পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন আফ্রিদি। তিনি বলেন, 'আল্লাহ চাইলে আমরা এবার বিশ্বকাপ আর এশিয়া কাপের ফাইনাল জিতব।'

চলতি বছরের অক্টোবরে ভারতে বসতে যাচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ দেশটির কন্ডিশন পাকিস্তানের তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে অচেনাই। তবু প্রতিবেশি দেশের কন্ডিশন খুব আলাদা হবে বলে মনে করছেন না তিনি। আফ্রিদি বলেন, 'ভারতের কন্ডিশন আমাদের জন্য খুব বেশি আলাদা হবে না। বিশ্বকাপে আমরা সেটার সুবিধা নিতে চেষ্টা করব।'

এ ধরনের মন্তব্য কেউ ঘুমিয়েও করতে পারে না: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক, ৮ মে : সম্প্রতি ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে দুঃখ পেয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। শনিবার শহীদ ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু আইএইচএফ টুর্নামেন্টের লোগো উন্মোচনের পর তিনি বলেন, 'কেউ দোষ করলে তাকে দোষারোপ করা যায়। তার মা-বাবাকে নয়। কোনো বিবেকবান মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারেন না।'



ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'খেলোয়াড়রা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ক্রীড়া সংগঠক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ও এর সমান অংশীদার। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে গ্রামে-গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছেন সাংবাদিকরাও। তারাও এর গর্বিত অংশীদার। তাই সাংবাদিকদের নিয়ে অমন মন্তব্য শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি। এ ধরনের মন্তব্য কেউ ঘুমিয়েও করতে পারে না। আমি মনে করি, এতে শুধু সাংবাদিক সমাজই নয়, পুরো বাংলাদেশের মানুষ আঘাত পেয়েছেন।'

ফিফা কর্তৃক বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'ফিফার এই নিষেধাজ্ঞা আমাদের জন্য লজ্জাকর। এ নিয়ে বাফুফে তদন্ত করছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও তদন্তের নির্দেশনা দিয়েছে। ফিফা শক্তিশালী সংগঠন। তাই এমন কোনো কাজ আমরা করব না, যে কাজ করলে ব্যক্তির পর দেশের ওপর এসে পড়ে।'

মঙ্গলবার বাফুফের নির্বাহী কমিটির সভা শেষে সালাউদ্দিন বলেন, 'জার্নালিস্টরা এখানে ঢুকতে গেলে তাদের বাপের ছবি দিতে হবে। কন্ডিশন হলো, বাপের একটা ফটো পাঠাবে জুতা পরা। ঠিক আছে? এটা ম্যান্ডেটরি। আমার তো এখানে বাপের জুতা পরা ছবি থাকতে হবে।' তার এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যকে ঘিরে ক্রীড়া সাংবাদিক মহলে ক্ষোভ দেখা দেয়। পরে অবশ্য বেফাঁস মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন সালাউদ্দিন।



'আফিফের মতো খেলোয়াড় সহজে পাওয়া যায় না'



ঢাকা ডেস্ক, ৮মে : আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজে ছিলেন না আফিফ হোসেন। আইরিশদের বিপক্ষে ফিরতি সিরিজেও নেই তিনি। অনেকের ধারণা, ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নেই এই মিডল-অর্ডার ব্যাটার। তবে বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ জানিয়েছেন, আফিফ একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

কাল মিরপুর স্টেডিয়ামে খালেদ মাহমুদ বলেন, 'আমি সবসময় আফিফকে বাংলাদেশ দলে দেখি। এখনো সে তরুণ। তার সামর্থ্য আছে। তার মতো খেলোয়াড় সহজে পাওয়া সম্ভব না। যে একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে।'

তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে আফিফ-মিরাজের দারুণ জুটিতে আমরা আফগানিস্তানের বিপক্ষে কঠিন ম্যাচ জিতেছি। ঢাকা লিগেও আফিফ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছে। শেষ ম্যাচেও আফিফের অবদান ছিল। সে বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার।'

আবাহনীর হয়ে ১০ ম্যাচে ৫৫.৭৫ গড় ও ১১৪.৯৫ স্ট্রাইক রেটে ৪৪৬ রান করেছেন আফিফ। এ মৌসুমেই লিস্ট-এ ক্রিকেটে পেয়েছেন প্রথম সেঞ্চুরি। তাকে অধিনায়ক করা হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে 'এ' দলের সিরিজে।

এশিয়ান গেমস ফুটবল
সাবিনারা যাচ্ছেন জামালরা বাদ

ঢাকা ডেস্ক, ৭ মে : অলিম্পিক বাছাইয়ে অংশ নিতে নারী ফুটবলারদের মিয়ানমারে পাঠায়নি বাফুফে। এবার এশিয়ান গেমসে পাঠানো হচ্ছে না জাতীয় পুরুষ ফুটবল দলকে। সেপ্টেম্বরে চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠেয় এশিয়াডে এই প্রথম খেলবে বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা। শনিবার সেনাবাহিনী প্রধান ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) সভাপতি জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সেনাসদর দপ্তরের মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত বিওএ নির্বাহী কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভা শেষে এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ দলের শেফ দ্য মিশন ও বিওএ'র কোষাধ্যক্ষ একে সরকার বলেন, 'সভায় পুরুষ ফুটবল দলকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাখা হয়েছে মেয়েদের ফুটবলকে। এছাড়া এশিয়ান গেমসে বক্সিং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।' কতজন বক্সার যাবেন এশিয়াডে, তা শিগগিরই চূড়ান্ত করা হবে। একে সরকার যোগ করেন, 'এশিয়াডগামী অনেক ডিসিপ্লিনই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে। আমরা কিছুদিনের মধ্যে গেমসের প্রস্তুতির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দেব।'

২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ পুরুষ অলিম্পিক ফুটবল দল জামাল ভূঁইয়ার দেওয়া একমাত্র গোলে কাতারকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয় পর্বে উঠেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে জামালদের পারফরম্যান্স আশাব্যঞ্জক নয়। তাই এই বাদ পড়া। এদিকে এশিয়াডে প্রথমবারের মতো খেলার সুযোগ পাচ্ছেন সাফজয়ী সাবিনা খাতুনরা। এটাই হবে সাবিনাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রথম অংশ নেওয়া।



ড. সিদ্দিকুর রহমান সহ আহত ৪ : গ্রেফতার ৩

(৪৪ পাতার পর)

উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি দফায় দফায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পানির বোতল ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে। এসময় পুলিশ আওয়ামী লীগের ২ কর্মী আর বিএনপি'র এক কর্মীকে আটক করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং বিএনপি নেতা আখতার হোসেন বাদলের অনুরোধে পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে দলীয় নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ কর্মীদের আর কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিএনপি কর্মীদের নিবৃত রাখার চেষ্টা করেন।

উল্লেখিত কর্মসূচী চলাকোলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান ও ড. প্রদীপ কর, সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান, সহ সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক, মাহবুবুর রহমান ও লুৎফুল করিম, সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক আইরিন পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, আব্দুর রহিম বাদশা, মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সম্পাদক চন্দন দত্ত, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া, কোষাধ্যক্ষ মনসুর খান, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান বজলু, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবীদ আশরাফুজ্জামান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আলম, প্রবাস বিষয়ক সম্পাদক সোলায়মান আলী, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, নিউইয়ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এমাদ চৌধুরী প্রমুখ অংশ নেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য আরো ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আতাউল গণি আসাদ, শেখ আতিক, ফ্লোরিডা আওয়ামী লীগের সভাপতি আকরাম হোসেন, ঢাকা উত্তর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাখাওয়াৎ হোসেন চঞ্চল, কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মঞ্জুরুল আলম শাহীন ও মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ নেতা কাজী কয়েস, খোরশেদ খন্দকার, আলী হোসেন গজনবী, হিন্দাল কাদের বাপ্পা, শামসুল আবদীন, মাহাবুবুর রহমান টুকু, মাসুদ হোসেন সিরাজি, সবিতা দাস যুবলীগ নেতা আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ জামাল হোসাইন, মোহাম্মদ সেবুল মিয়া, রিন্টু লাল দাস, রহিমুজ্জামান সুমন, রেজা আব্দুল্লাহ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা আব্দুল মোসাব্বির ও নূরে আলম জিকো, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা দরুদ মিয়া রনেল, শ্রমিক লীগের সভাপতি আজিজুল হক খোকন, এডভোকেট মোর্শেদা জামান, শিবলী সাদেক, মাসুদ সিরাজী, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জাহিদ হাসান প্রমুখ।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাজী আযম, ফিরোজ আলম, আনোয়ারুল ইসলাম ও গিয়াস উদ্দিন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি'র সভাপতি হাফিজ খান সোয়াহেল, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমদ ও ইলিয়াস খান, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এম এ বাতেন, যুক্তরাষ্ট্র জাগপা সভাপতি একেএম রহমত উল্লাহ প্রমুখ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্য থেকেও বিএনপি দলীয় নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সফররত কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সদস্য ড. খন্দকার মারুফ, কেন্দ্রীয় জাসাস-এর সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির আহবায়ক মো. অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউজার্সী (নর্থ) ষ্টেট বিএনপি'র সৈয়দ জুবায়ের আলী, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) আহবাব চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিণ) আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, বিএনপি নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, জামাল আহমেদ জনি, এমদাদ হোসেন কামাল, আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, এবাদ চৌধুরী, পারভেজ সাজ্জাদ, বদরুল হক আজাদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, সৈয়দা মাহামুদা শিরিন, নিউইয়র্ক ষ্টেট যুবদলের কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা আতিকুল হক আহাদ, আমানত হোসেন আমান, শেখ হায়দার আলী, শাহাদৎ হোসেন রাজু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ জানান, নিউইয়র্ক থেকে ৬টি বড় বাস ছড়াও অর্ধ শতাধিক প্রাইভেট গাড়ী যোগে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা দলীয় নেতা-কর্মী মিলে ৭/৮ শত প্রবাসী সরকার বিরোধী সমাবেশ অংশ নিয়েছে। কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা পৃথক পৃথকভাবে সমাবেশ স্থলে পৌছে ঐক্যবদ্ধভাবে সারিবদ্ধ হয়ে সরকার বিরোধী ব্যানার, ফেস্টুন, প্লাকার্ড নিয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্ক ষ্টেট, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর বিএনপি ছাড়াও মেট্রো ওয়াশিংটন ডিসি তথা ভার্জিনিয়া, ম্যারিল্যান্ড ও ওয়াশিংটন ডিসি, নিউজার্সী স্টেট সাউথ ও নর্থ, পেনসিলভেনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, কানেকটিকাট, ভার্জিনিয়া, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, মিশিগান, নিউ ইংল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ওহাইও এবং ইলিনয়স থেকেও বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীর সমাগম ঘটে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদলের নেতৃত্বে অর্ধ শতাধিক দলীয় নেতা-কর্মী বিশ্বব্যাংক ভবনের সমানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেন। এতে যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ আহমেদ মানিক, বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি পদপ্রার্থী মহিন উদ্দিন, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি ওমর ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ, মোহাম্মদ ইউনুস আলী, প্রফেসর আহসান উল্লাহ মিন্টু, হোসেন মনির হোসেন, মোহাম্মদ মাসুম, মোহাম্মদ তপন, মোহাম্মদ স্বপন, নাজমুল হাসান রিপন, আবুল কাশেম, মোহাম্মদ ইব্রাহীম, হাবিব উল্লাহ, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, এমদাদুল আহমদ বাবর, আশরাফুল হাসান, মাহবুবুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ সম্রাট, মোহাম্মদ সোহেল, মোহাম্মদ মজুমদার, মনির আহমদ, মোহাম্মদ সোহাগ, মোহাম্মদ জুনাইদ, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, মহন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ ফরহাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী সমাবেশ সফল করায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল সকল পর্যায়ের দলীয় নেতা-কর্মীদেল আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ ও প্রবাসে 'হাসিনা সরকারের পদত্যাগ' ও তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করেন।







যুক্তরাষ্ট্রে শপিংমলে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত ৮

ঢাকা ডেস্ক, ৭ মে : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাস নগরীর এক ব্যস্ত শপিং মলে বন্দুকধারীর গুলিতে আটজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সাতজন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় শনিবার (৬ মে) ওই শপিংমলের বাইরে বন্দুক হামলা ও হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত বন্দুকধারীকে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ।

রোববার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা ও বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এ ঘটনার পর ওই মলটি থেকে কয়েক শ' লোককে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। হামলাকারী ওই একজনই ছিল বলে মনে করছে স্থানীয় পুলিশ।

অ্যালেন শহরের পুলিশপ্রধান ব্রায়ান হার্ভে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বন্দুকধারী একাই এ হামলা চালায় বলে মনে করা হচ্ছে। টেক্সাসের অ্যালেন শহরের অ্যালেন প্রিমিয়াম আউটলেটস মলের বাইরে গুলি চালানো শুরু করার পর একজন পুলিশ অফিসার তাকে পাল্টা গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট এই ঘটনাকে অবর্ণনীয় ট্রাজেডি হিসেবে অভিহিত করেন। টেক্সাসের এই এলাকায় প্রায় এক লাখ লোকের বাস।



SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
লেড বিষ সম্পর্কীয়
বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
ভুল চিকিৎসা
মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
কাজের সময় দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সারা দুনিয়ায় কেন মার খাচ্ছেন সাংবাদিকেরা

॥ চার্লস এম সেনোট ॥

বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মারাত্মক হারে সাংবাদিকেরা ভয়ভীতির শিকার হচ্ছেন এবং শুধু পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে অসংখ্য সাংবাদিককে হত্যা করা হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে আজ সাংবাদিকেরা প্রতিদিন যেসব হুমকি মোকাবিলা করছেন, বিশ্ব গণমাধ্যম মুক্তি দিবস পালনের সময় সেসব হুমকিকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়ার সময় হয়েছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, এমন একটি বিশ্ব আমাদের আছে, এটি নিশ্চিত করার জন্যও অনেক কাজ করতে হবে।

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টসের (সিপিজে) প্রতিবেদন বলছে, ২০২২ সালে কর্মক্ষেত্রে নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ওই বছর কমপক্ষে ৬৭ জন সংবাদকর্মী পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মারা গেছেন। সংখ্যাটি ২০২১ সালের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি।

সন্দেহ নেই, ইউক্রেন যুদ্ধ গত বছরের সাংবাদিক নিহত হওয়ার সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে; কিন্তু হাইতি ও মেক্সিকোর মতো অনেক দেশে পুলিশি নির্যাতন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েও আমাদের অনেক সহকর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

ইসরায়েল ও দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায় সেখানেও সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে।

ইসরায়েলের দখল করে নেওয়া ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরের জেনিন শহরের একটি ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবিরে ২০২২ সালের মে মাসে ইসরায়েলি সেনারা ধরপাকড় অভিযান চালাচ্ছিলেন। আমেরিকান-ফিলিস্তিনি সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহ ওই ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করার সময় ইসরায়েলি সেনারা তাঁকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেন।

সিপিজের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে রেকর্ডসংখ্যক সাংবাদিক কারাবন্দী হয়েছেন, যা বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতার দুর্বল হয়ে পড়ার আভাস দেয়।

সিপিজের হিসাব অনুযায়ী, গত বছর বিশ্বের ৩০টি দেশে কমপক্ষে ৩৬৩ জন সাংবাদিক আটক হয়েছেন এবং সাংবাদিক আটকের দিক থেকে শীর্ষে আছে ইরান, চীন ও মিয়ানমার।

সাংবাদিক আটকের সামগ্রিক সংখ্যা ২০১৫ সাল থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং তিন দশক আগে প্রেস ফ্রিডম গ্রুপ হিসাব রাখা শুরু করার পর থেকে এ সংখ্যা সর্বোচ্চ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

সম্প্রতি ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল-এর প্রতিবেদক ইভান গেরশকোভিচকে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে 'চরবৃত্তি' করার অভিযোগে মস্কো থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চীনের প্রথম সারির সাংবাদিক দং ইউয়ুকে একই অভিযোগে আটক করা হয়েছে এবং শিগগিরই তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে।

এই দুটি গ্রেপ্তারের ঘটনা আদতে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এখানে দুটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের দ্বারা সাংবাদিকতার ওপর একই কায়দায় দমন করতে দেখা যাচ্ছে, যার অভিপ্রায়ও অভিন্ন। সেই অভিপ্রায় হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা।

চীনা সাংবাদিক ইউয়ু রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম গুয়াংমিং ডেইলির সম্পাদক ও সংবাদ বিশ্লেষক। তিনি ২০১৭ সালে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে একজন নিম্যান ফেলো হিসেবে যখন কাজ করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার সুযোগ হয়েছিল। চীন যেসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে, সে বিষয়ে নিখুঁত ধারাভাষ্য ও বিশ্লেষণের জন্য ইউয়ু সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁকে বছর খানেক আগে গ্রেপ্তার করা হলেও সে খবর তাঁর পরিবার প্রকাশ করেনি। শেষমেশ তাঁকে যখন বিচারের কাঠগড়ায় নেওয়া হচ্ছে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর কমপক্ষে ১০ বছরের জেল হবে বলে টের পাওয়া যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে এসে তাঁর পরিবার সে খবর প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল-এর সাংবাদিক হিসেবে রাশিয়ায় বসে কাজ করা ৩১ বছর বয়সী গেরশকোভিচকে গত মার্চ মাসে ইয়েকাতেরিনবুর্গ থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাংবাদিকদের আইনবহির্ভূতভাবে গ্রেপ্তার ও আটক হওয়া এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার বাইরে সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত তাঁদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষ করে নারী সাংবাদিকেরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বেশি।

শীতল যুদ্ধের পর গেরশকোভিচই প্রথম কোনো আমেরিকান সাংবাদিক, যাঁকে রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেপ্তার করল। রাশিয়া তাঁর বিরুদ্ধে চরবৃত্তির অভিযোগ আনলেও ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল, হোয়াইট হাউস ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় থাকা গ্রুপগুলো সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অবিলম্বে তাঁকে ছেড়ে দিতে বলেছে।

সাংবাদিকদের আইনবহির্ভূতভাবে গ্রেপ্তার ও আটক হওয়া এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার বাইরে সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত তাঁদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষ করে নারী সাংবাদিকেরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বেশি।

পাকিস্তানের ঘরিদা ফারুকীর মতো বহু নারী সাংবাদিক জঘন্যভাবে চরিত্রহননের শিকার হচ্ছেন। বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার নারী সাংবাদিক মাঠপর্যায়ে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়, জনপরিসরে যোগদানের সময়, ব্রেকিং নিউজ কভার করার সময় অপমান ও আক্রমণের শিকার হন। ঘরিদা ফারুকীকে নিশানা করে অনলাইনে আক্রমণ তার বড় উদাহরণ।

ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্ট (আইসিএফজে) ও ইউনেসকো যৌথভাবে প্রায় ৭০০ নারী সাংবাদিকের ওপর একটি জরিপ চালিয়েছে। ওই নারী সাংবাদিকের প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন বলেছেন, তাঁরা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে অনলাইনে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

উত্তরদাতাদের প্রায় ৩০ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'সেলফ সেন্সর' করছেন। ৩৮ শতাংশ নারী সাংবাদিক অনলাইনে নিজেদের কম দৃশ্যমান করার চেষ্টা করেছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অনলাইন সহিংসতা আন্তর্জাতিকভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে গুরুতর সমসাময়িক হুমকিগুলোর একটি।'

গ্রাউন্ডট্রুথ প্রজেক্ট আমাদের এই সহকর্মীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে–সিপিজে, নিম্যান ফাউন্ডেশনসহ বহু সংস্থার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সাংবাদিক হত্যার বিচার চাচ্ছে। একই সঙ্গে বেআইনিভাবে সাংবাদিকদের আটক করা ও অনলাইনে অপমান অপদস্থ করা থেকে বিরত থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

গ্রাউন্ডট্রুথ অনেক সংবাদ সংস্থার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে গেরশকোভিচ ও ইউয়ু উভয়কে অবিলম্বে মুক্তি দিতে আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা মিয়ানমার, ইরান, মিসর, নিকারাগুয়াসহ বিভিন্ন দেশে অন্যায়ভাবে আটক সাংবাদিকদেরও মুক্তি চেয়েছে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া; অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

চার্লস এম সেনোট গণমাধ্যম-সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা দ্য গ্রাউন্ডট্রুথ প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক

সন্দেহ নেই, ইউক্রেন যুদ্ধ গত বছরের সাংবাদিক নিহত হওয়ার সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে; কিন্তু হাইতি ও মেক্সিকোর মতো অনেক দেশে পুলিশি নির্যাতন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েও আমাদের অনেক সহকর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মুল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



ভয়াবহ দাবানল; আলবার্টায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা

ঢাকা ডেস্ক, ৭ মে : কানাডার পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। দাবানলের কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে দেশটির আলবার্টা প্রদেশ। স্থানীয় সময় শনিবার (৬ মে) এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া এই পরিস্থিতিকে 'অভূতপূর্ব' বলেও অভিহিত করেছে কর্তৃপক্ষ। রবিবার (৭ মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কানাডার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশজুড়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়ার পরে আলবার্টা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। এছাড়া দাবানলের কারণে প্রায় ২৫ হাজার মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিবিসি বলছে, ১০০টিরও বেশি দাবানলের মুখোমুখি হয়েছে আলবার্টা। আর এই পরিস্থিতিকে 'অভূতপূর্ব' বলে অভিহিত করেছেন আলবার্টার প্রাদেশিক সরকারের প্রধান ড্যানিয়েল স্মিথ।

এছাড়া দাবানল এতোটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, প্রদেশটির এডসন শহরের বাসিন্দাদের অবিলম্বে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। শহরটিতে আট হাজারেরও বেশি মানুষ বাসবাস করে থাকে।

ড্যানিয়েল স্মিথ বলছেন, উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া দাবনলে 'জ্বালানির' মতো কাজ করছে এবং এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার হেক্টর (৩ লাখ ১ হাজার একর) জমি পুড়ে গেছে। এছাড়া প্রবল বাতাসের কারণে অনেক এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

পরিস্থিতি বিবেচনায় অগ্নিনির্বাপক হেলিকপ্টার ও এয়ার ট্যাংকার আনা হয়েছে এবং কানাডার কেন্দ্রীয় সরকার অটোয়া থেকে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

বাখমুতে ওয়াগনার গ্রুপের পরিবর্তে লড়াই করবেন চেচেন যোদ্ধারা!

ঢাকা ডেস্ক, ৭ মে : পর্যাপ্ত গোলাবারুদের চেয়ে না পেয়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর বেজায় চটেছে বাখমুতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াগনার গ্রুপ।

রাশিয়ার হয়ে লড়াই করা এ ভাড়াটে যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন শনিবার বাখমুতে চেচেন যুদ্ধাদের পাঠাতে বলেছেন। খবর আনাদোলুর।

এক টেলিগ্রামবার্তায় ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান বলেন, প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের অভাবে আমরা বাখমুতে টিকে থাকতে পারছি না। এ ব্যাপারে বারবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শৌগুর সহায়তা চাইলেও সহযোগিতা পাননি বলে দাবি করেন।

এদিকে, চেচেন নেতা রমজান কাদিরভ বলেছেন, ইউক্রেনীয় শহর বাখমুত দখলের অভিযান থেকে রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ তাদের যোদ্ধাদের প্রত্যাহার করলে সেখানে তিনি নিজের বাহিনীকে পাঠাবেন। এই অঙ্গীকারের কথা টেলিগ্রামে প্রকাশ করেছেন পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র বলে পরিচিত এই চেচেন নেতা।



আখমত স্পেশাল ফোর্স নামে চেচেন যোদ্ধাদের বাখমুতে মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন রমজান কাদিরভ। এ জন্য চেচেন নেতাকে ধন্যবাদ জানান ওয়াগনার গ্রুপ প্রধান।

ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন বলেছেন, বাখমুত শহরের ২ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এখনো শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী।

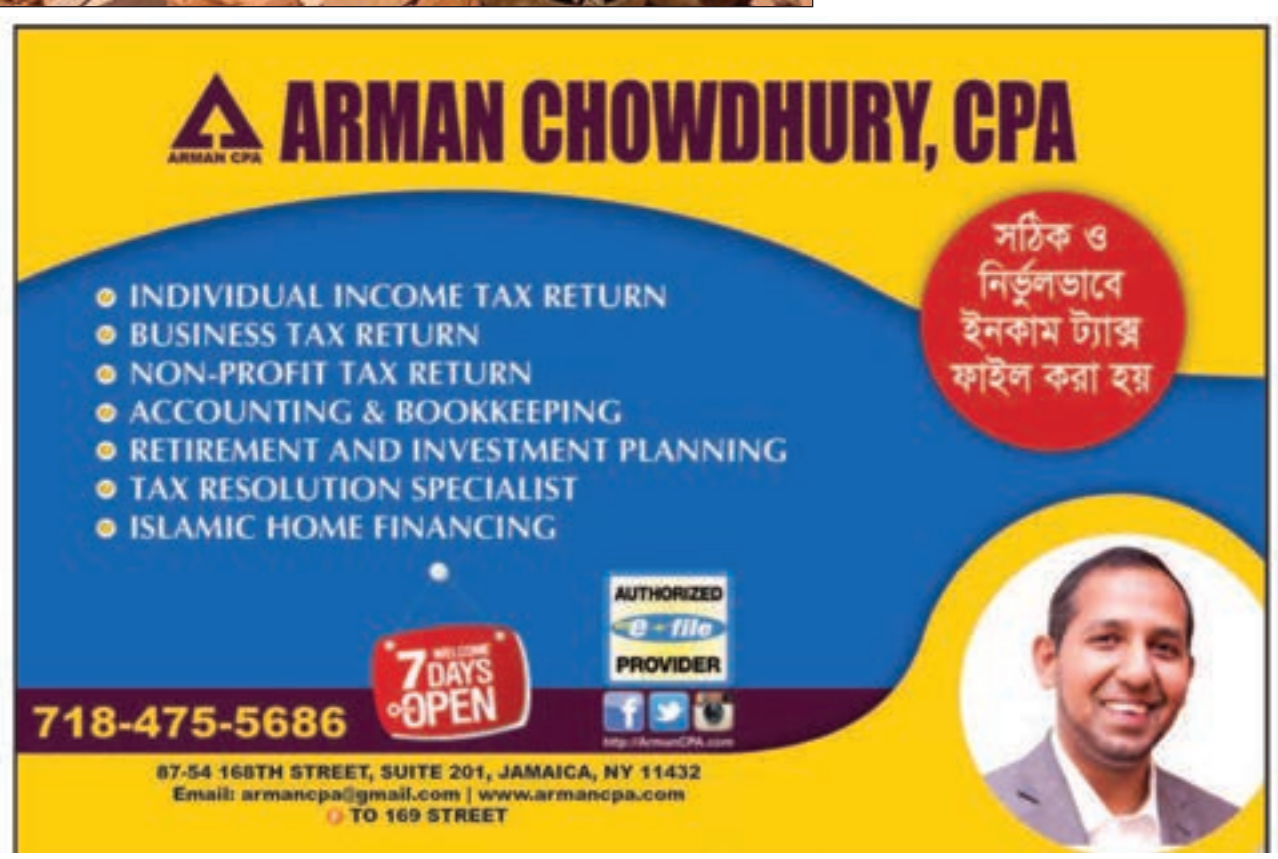
অন্যদিকে রমজান কাদিরভ জানিয়েছেন- চেচেন যোদ্ধাদের কয়েকটি ইউনিট এরই মধ্যে বাখমুতের দিকে রওনা দিয়েছে।

পর্যাপ্ত গোলাবারুদ সরবরাহ না করার প্রিগোজিনের অভিযোগের বিষয়ে জবাব দেওয়ার জন্য রুশ কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন চেচেন নেতা।

তিনি ইউক্রেনের মারিউপোলে চেচেন যোদ্ধারা লড়াইয়ের সময় একই ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল বলেও উল্লেখ করেছেন।

রমজান কাদিরভ বলেছেন, আমি নিজে মস্কোতে ফোন দিয়েছিলাম, কমান্ডার ও ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গেও কথা বলেছি। এক মাস পর সমস্যার সমাধান হয়।





তিনটি মুক্তি ও তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু

(শেষের পাতার পর)

প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সত্য কথা বলা (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হলো, (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হলো সবচেয়ে মারাত্মক।" (মিশকাত: ৫১২২, অধ্যায়: শিষ্টাচারসমূহ, অনুচ্ছেদ: ক্রোধ ও অহংকার)

তাকওয়া:

তাকওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করা। তাকওয়া একজন মু'মিনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একজন মু'মিন তার জীবন চলার পথে ভালো-মন্দ যাচায়ের অনুপ্রেরণা যোগায় তাকওয়া। এই তাকওয়া অর্জনের বিশ্ব মুসলিম প্রতিবছর এক বিশেষ প্রশিক্ষণে অবতীর্ণ হয়। এক মাসের এই প্রশিক্ষণের নাম রমযানুল কারীমের রোযা। এই রোযা তাকে একমাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তর করে। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে বের হয় মুত্তাকী নামক সোনার মানুষ। এই প্রশিক্ষণ তার মধ্যে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেয় যা নিম্নোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ বিবৃত করেছেন, "প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদেরকে যদি কখনো শয়তানের প্রভাবে অসৎ চিন্তা স্পর্শও করে যায় তাহলে তারা তখনই সতর্ক হয়ে উঠে তারপর তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি পরিস্কার দেখতে পায়। আর তাদের (শয়তানের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে তাদের বাঁকা পথেই টেনে নিয়ে যেতে থাকে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তারা কোন ত্রুটি করে না।"(সুরা আরাফ:২০১-২০২)

তাকওয়া মানুষকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সংযত রাখে। কারণ তাকওয়াদারী তথা মুত্তকীদের সহায়ক শক্তি হলো বিবেক আর তাদের প্রধান শত্রু হলো নাফস তথা প্রবৃত্তি। যারা মুত্তাকী তাদের নাফস থেকে বিবেক শক্তিশালী হয় বিধায় তারা কখনো নাফস তথা প্রবৃত্তির পূজারী হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দ-য়মান হওয়ার ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হতে বিরত রাখে জান্নাত তার ঠিকানা হবে।"(সুরা নাযিয়াত:৪০-৪১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর বেহেশতকে আল্লাহভীরুদের নিকটতর করা হবে-তা মোটেই দূরে থাকবে না। তখন বলা হবে:এ হচ্ছে সেই জিনিস, যার কথা তোমাদেরকে আগাম জানানো হতো। এটা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী ও সংরক্ষণকারীর জন্য। যে অদেখা দয়াময়কে ভয় করতো, যে কালবে মুনিব অর্থাৎ অনুরক্ত হৃদয় নিয়ে এসেছে। বেহেশতে ঢুকে পড় শান্তির সাথে। সেদিন অনন্ত জীবনের দিন হবে।"(সুরা ক্বাফ:৩১-৩৪)

সদা সত্য কথা বলা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"(সুরা তাওবা:১১৯) আব্দুল্লাহ রা: হতে বর্ণিত। নবী সা: বলেছেন," সত্য নেকির দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌছায়। আর মানুষ সত্যের উপর কায়িম থেকে অবশেষে সিদ্দিক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়ে যায়।'(বুখারী:৬০৯৪, কিতাবুল আদাব, বাবু কাউলি তা'আলা....., ইফা:৫৫৫১, আ:প্র:৫৬৫৫) সামুরা ইবনে জুনদুব রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সা: বলেছেন, আমি আজ রাতে দু'জন লোককে দেখলাম। তারা বলল: আপনি যে লোকটির গাল চিরে ফেলতে দেখলেন, সে বড়ই মিথ্যাবাদী। সে এমন মিথ্যা বলত যে, দুনিয়ার সর্বত্র তা ছড়িয়ে দিত। ফলে, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার সাথে এ রকম ব্যবহার চলতে থাকবে।"(বুখারী:৬০৯৬, কিতাবুল আদাব, বাবু কাউলি তা'আলা....., ইফা:৫৫৫৩, আ:প্র:৫৬৫৭)

সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা:

" তোমার চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্ভন কর এবং কণ্ঠস্বর খাটো কর।"(সুরা লোকমান ঃ ১৯)

ইসলাম কৃপণতার পাশাপাশি অপচয় বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়কেও অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে। অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই হিসাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সুরা আনয়ামঃ১৪১) "অপব্যয় করো না। অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।"(সুরা বণী ইসরাঈলঃ২৬-২৭) ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ১৪টি মূলনীতি যা সুরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এটি হলো, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুলনীতি। এই মুলনীতিটি যদি কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে মানা না হয় তবে সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে বিকৃতি দেখা দিবে এবং আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে।

এই দুই প্রান্তিক চরিত্রের মাঝামাঝি ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতির নেতা হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না, (অর্থাৎ ব্যয়ের বেলায় কৃপণ হয়ো না) আর একেবারে খোলা ছেড়েও দিও না (অর্থাৎ নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে খালি হাতে বসে থেকো না)-অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে।"(সুরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯) এর অর্থ হলো, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য থাকতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এ দুটির মাঝামাঝি তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না। আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। 'অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে ধন-দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু:

প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া:

যাদের বিবেক দূর্বল এবং নফস সবল তারাই কেবল প্রবৃত্তি পূজারী হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,"তুমি কাফেরদের বলে দাও যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাকো, তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলে দাও যে, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবো না। তাতে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবো না।"(সুরা আন'আম:৫৬) আল্লাহ বলেন,"তুমি কি তাকে দেখেছো, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?"(সুরা ফুরকান:৪৩) রাসুলুল্লাহ সা: দোয়া করে বলতেন,"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অন্যায় চরিত্র, কর্ম ও প্রবৃত্তি পূজা হতে।"(তিরমিযি) হযরত আলী রা: বলেন,"আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভীত হই দুটি বিষয়ে। দীর্ঘ আকাংখা ও প্রবৃত্তি পূজা। দীর্ঘ আকাংখা মানুষকে আখেরাত ভুলিয়ে দেয়। অতপর প্রবৃত্তি পূজা মানুষকে সত্য থেকে বিরত রাখে।'(ইমাম আহমাদ)

লোভের দাস হওয়া:

আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের সম্পর্কে বলেন,"তুমি তাদেরকে পাবে পার্থিব জীবনের প্রতি অন্যদের চাইতে অধিক আসক্ত, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাজার বছর বেঁচে থাকে। অথচ এরূপ দীর্ঘ আয়ু তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। বস্তুত তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন।"(সুরা বাকারা:৯৬) আব্দুল্লাহ ইবনে অব্বাস রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেন, 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেয়া হয়, তাহলে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাংখা করবে। আর তার মুখ কখনোই ভরবে না মাটি ছাড়া। বস্তুত আল্লাহ তওবাকারীদের তওবা কবুল করে থাকেন।'(বুখারী:৬৪৩৯,কিতাবুর রিকাক, বাবু মা উত্তাক্বা মিন ফিতনাতিল মালে, ইফা:৫৯৯৬, আ:প্র:৫৯৯০) আনাস রা: উবাই ইবনু কাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা ধারণা করছিলাম এটা কুরআনেরই অন্তর্গত। অবশেষে তাকাসুর নাযিল হলো।'(বুখারী:৬৪৪০, কিতাবুর রিকাক, বাবু মা উত্তাক্বা মিন ফিতনাতিল মালে)

আত্ম অহংকারী হওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না, আর গর্বভরে জমীনে হাটা-চলা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী, দাম্ভিক লোককে পছন্দ করেন না।"(সুরা লোকমান ঃ ১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। জনৈক প্রশ্ন করল, লোকেরা চায় যে, তার পোষাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। জবাবে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।'(মুসলিম:১৬৬, কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরিমুল কিবরে ওয়া বায়ানিহি ও মিশকাত)

মানুষকে তিনটি জিনিস মুক্তি দান করে। তাকওয়া, সত্য কথা বলা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। এই তিনটি বিষয় মু'মিন জীবনকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে তিনটি জিনিস তথা প্রবৃত্তি পূজা, লোভ-লালসা ও আত্মঅহংকার মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। দুনিয়াতেই সে তার চারদিকে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেয় এবং অবশেষে এই বিপর্যয়ের মধ্যেই তার সমাধি রচিত হয়।







বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টকে পদ্মা সেতুর ছবি উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরে সোমবার (১ মে) সংস্থাটির প্রেসিডেন্টের হাতে ছবিটি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারস্পরিক বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে উজ্জলতর ভবিষ্যত বিনির্মাণে বিশ্ব ব্যাংককে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস যৌথভাবে এ ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এ সময় তারা প্রদর্শনীর কিছু অংশ ঘুরে দেখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আশা করি, 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার রোমাঞ্চকর যাত্রায় বিশ্বব্যাংক আমাদের সঙ্গে থাকবে। আসুন পারস্পরিক বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে উজ্জলতর ভবিষ্যতের জন্য এক সঙ্গে কাজ করি। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ভিশনের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের অভিন্ন শত্রু হলো ক্ষুধা এবং দারিদ্র। এ দুটো জয় না করা পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নেই।

বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের অংশীদারীত্বকে গুরুত্ববাহী উল্লেখ করে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস এ সময় বলেন, বাংলাদেশ তার দারিদ্র বিমোচন ও প্রবৃদ্ধির যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তা প্রশংসার দাবিদার।

ছবি প্রদর্শনী প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন এই ছবি প্রদর্শনী বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ এক সঙ্গে কী অর্জন করেছে এবং এখনো কী বাকি আছে তা মনে করিয়ে দিবে। সঠিক রাজনৈতিক পছন্দ বিষয়েও এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুস্থ মানুষের মধ্যে যে ধরনের হাসি দেখতে চেয়েছিলেন এ প্রদর্শনীতে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা লোকদের উন্নয়নের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। এটি বাংলাদেশকে একটি সহনশীল ও সমৃদ্ধ ভূমিতে পরিণত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সংকল্পের প্রতিফলন।

লন্ডনে শেখ হাসিনা-ঋষি সুনাক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (৫ মে) বিকালে লন্ডনের পলমলে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের মার্লবোরো হাউসে দ্বিপক্ষীয় এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঋষি সুনাকের এটিই প্রথম বৈঠক। এর আগে গত বছরের ২৫ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হন ঋষি সুনাক।

বৈঠকের আগে শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে লন্ডনের পলমলে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের মার্লবোরো হাউসে 'কমনওয়েলথ লিডার্স ইভেন্টে' যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন কমনওয়েলথ প্রধান ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস।



এ ছাড়া মার্লবোরো হাউসের বাগানে কমনওয়েলথ পরিবারের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন শেখ হাসিনা। পরে একই স্থানে কমনওয়লথ চেয়ারম্যান ও রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানরা।

মূলত ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের আমন্ত্রণে তার সিংহাসন আরোহন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লন্ডন সফরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার (৬ মে) ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাজা ও রানির রাজ্যাভিষেকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে বৃহস্পতিবার (৪ মে) স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৫০ মিনিটে লন্ডন পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এদিকে রাজা রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ছাড়াও লন্ডন সফরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কর্মসূচি ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে গত ২৫ এপ্রিল দ্বিপক্ষীয় সফরে টোকিও যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাপানে চারদিনের দ্বিপক্ষীয় সফর শেষে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গত ২৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে যান প্রধানমন্ত্রী।

পরে ওয়াশিংটন সফর শেষে গত বৃহস্পতিবার রাতে লন্ডন পৌঁছান শেখ হাসিনা। পর পর তিন দেশ সফর শেষে আগামী মঙ্গলবার (৯ মে) সকালে ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। (দৈনিক যুগান্তর)

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব প্রয়োজন: আইএমএফ প্রধান

বাসস: বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ক্রিস্টালিনা জর্জিভা বলেছেন, সব বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব প্রয়োজন। তিনি শনিবার (২৯ এপ্রিল) ওয়াশিংটনের রিজ-কার্লটন হোটেলে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকালে একথা বলেন।



ক্রিস্টালিনা বলেন, 'বাংলাদেশ বিশ্বে একটি রোল মডেল। শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ণ উন্নয়ন অর্জন করেছে।' এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের জানান, আইএমএফ প্রধান বৈঠকে একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

মূলত সোমবার বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শেখ হাসিনা বর্তমানে এক সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান- আইএমএফ প্রধান বলেছেন, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব কোভিড-১৯ এর পরও বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল রেখেছে।

জর্জিয়েভা আরও বলেন, সব বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর মতো নেতৃত্ব জরুরি। তিনি বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারিকালেও সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুসংযোগ স্থাপন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

এ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তার সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে আইএমএফ প্রধানকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন একদিনে হয়নি। এটা দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল।

ডব্রফিংকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার, অর্থনীতি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন ও অর্থনীতি বিষয়ক বিভাগের সচিব শরীফা খান উপস্থিত ছিলেন।



বাংলাদেশ কিছুটা স্বস্তির জন্য আইএমএফের ঋণ নিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন ডিসি (বাসস): প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ কিছুটা স্বস্তির জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে। অন্যদিকে ভবিষ্যতেও এই ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছে বৈশ্বিক ঋণ দাতা সংস্থাটি। শনিবার (২৯ এপ্রিল) বিকালে ওয়াশিংটনের দ্য রিজ-কার্লটন হোটেলের সভাকক্ষে আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ক্রিস্টালিনা জর্জিভার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, 'আমরা কিছুটা স্বস্তির জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি।' আইএমএফ সম্প্রতি বাংলাদেশের জন্যে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ব্যাপক প্রশংসা করেছেন আইএমএফের এমডি- যা কোভিড মহামারির পরে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে তুলেছে।

ড. মোমেন আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে উদ্ধৃত করে বলেন, 'বিশ্বে বাংলাদেশ একটি রোল মডেল (সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে)। কারণ দেশটি এমনকি করোনা মহামারির পরও অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে পেরেছে।'

আইএমএফ প্রধান বলেন, সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো নেতৃত্ব প্রয়োজন। তিনি বলেন, অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন ও দক্ষ যোগাযোগ এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এছাড়া ক্রিস্টালিনা কোভিড-১৯ মহামারিকালে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখারও প্রশংসা করেছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকারের নানা উদ্যোগ সম্পর্কে আইএমএফ প্রধানকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, 'দেশের উন্নয়ন একদিনে হয়নি বরং এটি দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফল।'

শেখ হাসিনা বলেন, পট পরিবর্তনের পর কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি যেভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন চেয়েছেন সেভাবে তার পরিকল্পনা করেন এবং ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমএফ প্রধানকে অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় আইএমএফের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও সমর্থন অব্যাহত রাখবে বলে আশা করেন।

ব্রিফিংকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ বলেন, গত ১৪ বছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আইএমএফ সবসময় বাংলাদেশের পাশে থেকেছে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছে এবং দেশটি কখনই এর থেকে বিচ্যুত হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারের কর্মসূচি নিয়ে আইএমএফের সঙ্গে কাজ করছে- যা বাংলাদেশ মাত্র দু'সপ্তাহের আলোচনার মাধ্যমে পেয়েছে। যদিও অনেক দেশ বছরের পর বছর ধরে আলোচনা চালিয়েও পায় না।

আইএমএফ প্রধানকে উদ্ধৃত করে রউফ বলেন, 'আইএমএফ ভবিষ্যতে এই ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।'

ব্রিফিংকালে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান উপস্থিত ছিলেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

এনওয়াইপিডি ট্রাফিক ইউনিয়ন ডেলিগেট নির্বাচিত কায়েস

(শেষের পাতার পর)

ইউনিয়নের একটি শূন্য পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয়লাভ করেছেন ।ট্রাফিক ইউনিয়ন 'সিডাব্লিউ-লোকাল-১১৮২'-এর এই প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফল গত ৩ বুধবার ঘোষণা হয়েছে। এতে এনওয়াইপিডি ট্রাফিক বিভাগের কুইন্স-ব্রঙ্কস বোরোর ডেলিগেট হিসেবে ৬জন প্রার্থীর মধ্যেই সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সাংবাদিক কায়েস ।

'আমেরিকান আর্বিট্রেশান এসোসিয়েশন' এই নির্বাচন পরিচালনা করে। মাত্র একটি শূন্য পদেও বিপরীতে যে ছয়জন প্রার্থী ছিলেন তাদেও মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশী আর অন্যজন ছিলেন আফ্রিকান-আমেরিকান ।ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত প্রায় ৫৭২জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। যাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন শিবলী চৌধুরী কায়েস। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রঙ্কস্ট্রাফিক কমান্ডের শামীম হক পেয়েছেন ১০৯ ভোট, কুইন্স কমান্ড থেকে নির্বাচনী দৌড়ে অংশ নেয়া তৃতীয় আরেক বাংলাদেশী চন্দন দাস পেয়েছেন ১০৪ ভোট, আদিলহোসাইন ৯৫, হোসেইন মোহাম্মদ এম ৫৬ এবং সর্বশেষ একমাত্র নন-বাংলাদেশী ও কৃষাঙ্গ প্রার্থী পেয়েছেন পেয়েছেন ৭৮ ভোট। এরমধ্যে বাতিল হয়ে যায় ৩টি ভোট ।

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ-এনওয়াইপিডির তিনটি শাখার মধ্যে রেগুলার পুলিশ, স্কুলসেফটি ও ট্রাফিক বিভাগে অনেক দুর এগিয়েছেন বাংলাদেশীরা। এরই অংশ হিসেবে এনওয়াইপিডি ট্রাফিক ইউনিয়নেও বেশ শক্ত অবস্থা নেতারা। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট, সেক্রটারী ও ট্রেজারার সহ পাঁচজন ডেলিগেট বাংলাদেশী। কেবল মাত্রভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন একজন নন-বাংলাদেশী ।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটি সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেই মূলধারার ইউনিয়নে সম্পৃক্ততাকে বাংলাদেশীদের কর্ম দক্ষতারই ফসল বলে মনে করছেন নব-নির্বাচিত ইউনিয়ন ডেলিগেট শিবলী চৌধুরী কায়েস। তিনি বলেন, মূলত অভিবাসিদেও স্বর্গরাজ্যখ্যাত নিউইয়র্ক সিটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সিভিল-সার্ভিস কিং বাব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশীরা। এনওয়াইপিডিতেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে ।

তিনি জানান, কর্ম দক্ষতা এবং মেধাগুনে অনেকেই পাচ্ছেন পদোন্নতি। সেই সাথে মূলধারার রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশীদেও এগিয়ে চলা অব্যাহত রয়েছে। যার মধ্যে ট্রাফিক পুলিশ বিভাগও অন্যতম। যেখানে এন্ট্রিলেভেল থেকে শুরু কওে অসংখ্য সুপা-রভাইজারসহ শীর্ষপদে আসীন হচ্ছেন অভিবাসি ও তাদের সন্তানেরা। তবে, কমিউনিটির এগিয়ে চলায় বিদেশের মাটিতে দেশীয় রাজনৈতিক চর্চা ভুলে আমেরিকান মূলধারায় ও কর্মক্ষেত্রে মনোযোগি হওয়ার কোন বিকল্প নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন কায়েস। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'কমিউনিটির ঐক্যই আগামিতে আর শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাবেন বাংলাদেশীরা ।

উল্লেখ্য, ঢাকায় মূলধারায় দুটি টিভি চ্যানেল এবং জাতীয় দৈনিকে টানা ১৬ বছর কাজ করেছেন শিবলী চৌধুরী কায়েস। প্রায় দশ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন তিনি। কায়েস শুরু থেকেই নিউইয়র্কে সাংবাদিকতা পেশায় সম্পৃক্ত। কমিউনিটির উন্নয়ন ও এগিয়ে চলায় তার পেশাদারিত্বের সুনাম, সুখ্যাতি সমাদৃত। ছিলেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল টাইম টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক। এছাড়া তিনি প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাদার সাংবাদিকদের প্রাণের সংগঠন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য সচিব হিসেবে দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। টাইম টিভি ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি ভিন্ন ধারার টিভি স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন। সাউথ-এশিয়ান টেলিভিশন চ্যানেল টিটি'র কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে। কমিউনিটি ও প্রজন্মেও সাথে মুলধারার সেতুবন্ধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কায়েস। তার নিরলস প্রচেষ্টায় নিউইয়র্কেও ব্রঙ্কস থেকে চ্যানেল টিটি ২৪/৭ সম্প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া, ঢাকার কারওয়ান বাজাওে রয়েছে চ্যানেলটির ব্যুরো অফিস ।

শিবলী চৌধুরী কায়েস সাংবাদিকতার পাশাপাশি করোকালিন সময়ে নিউইয়র্ক সিটির ট্রাফিক পুলিশে যোগদান করেন। মাত্র দুই বছরেই সহকর্মীদের আস্থাভাজনে রূপ নেন তিনি। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহকর্মীদের সাথে নির্বাচনী দৌড়ি জয়লাভ করে ট্রাফিক পুলিশের এই নতুন মুখ। কায়েস বিশ্বাস করেন, নিউইয়র্কেও সিভিল সার্ভিস তথা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে চাকুরির পাশাপাশি স্বদেশীদের রক্ষাই তার প্রধান লক্ষ্য। সেই সাথে-তাদেও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসহ মূলধারায় নিজের লড়াই-সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। আর এ জন্য কমিউনিটিসহ সংশ্লিষ্টদেও সর্বাত্নক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিন সন্তানের জনক শিবলী চৌধুরী কায়েস সপরিবারে ব্রঙ্কসে বসবাস করছেন।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

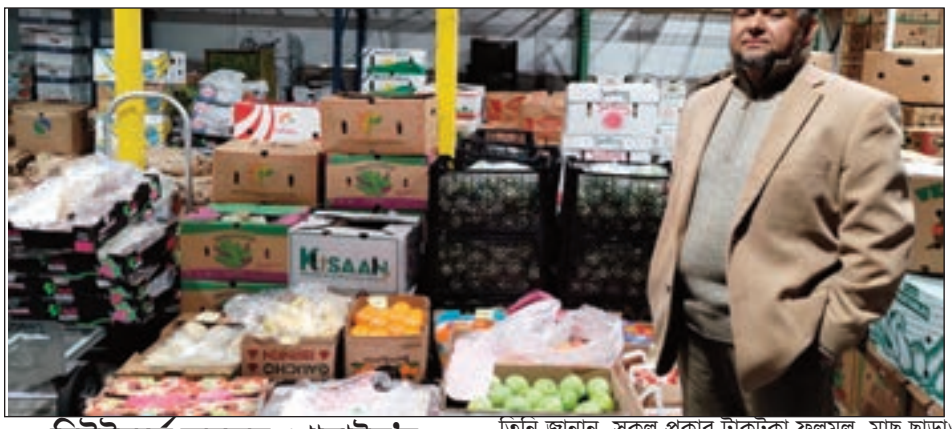
B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com











নিউইয়র্কে জমজম প্রোডাক্টস'র হোলসেল স্টোর উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

বিশালাকারের এই স্টোরে সুধি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল শুক্রবার বাদ জুমা স্টোরটিতে আয়োজিত সমাবেশে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির শুভ কামনা করেন। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে ছিলো কোন বক্তব্য পর্ব। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করানো হয়। স্টোরটির স্বত্তাধিকারী মোহাম্মদ ইয়াকুব এই স্টোরে ৫ শতাধিক আইটেম সুলভমূল্যে পাওয়া যাবে। তিনি জানান, সকল প্রকার টাকটকা ফলমুল, মাছ ছাড়াও চাল পাওয়া যাবে এই স্টোরে। স্টোরটি সপ্তাহের ৭ দিনই সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ক্রেতাদের জন্য খোলা থাকবে। ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের বড় বড় সুপার মার্কেট ছাড়াও বাফেলো সিটির গ্রোসারী ব্যবসায়ীরা জমজম প্রোডাক্টস-এর সামগ্রী ক্রয় করছেন বলে ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে মোহাম্মদ ইয়াকুব জানান। বলেন, কানাডার পিয়াজ-এর এজেন্টের মধ্য দিয়ে তার হোলসেল ব্যবসা শুরু। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক ছাড়াও অন্যান্য ষ্টেটের গ্রোসারী ব্যবসায়ীরা চাইলে তাদেরকেও প্রয়োজনীয় মতো গ্রোসারী মালামাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুর্শেদীকে তদন্তের বাইরে

(শেষের পাতার পর)

গঠন করেছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সেই তদন্ত কমিটির কাজকর্ম নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে আগেই। এবার কমিটির প্রধান কাজী নাবিল আহমেদ জানালেন, অভিযুক্ত সোহাগকে আপাতত তলব করা হবে না। যদিও যেকোনো তদন্তেই অভিযুক্তের বক্তব্য শোনা হয়। এমনকি ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান সালাম মুর্শেদীকেও তারা তদন্তের আওতার বাইরে রাখবেন।

রোববার (৭ মে) বাফুফেতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কাজী নাবিল আহমেদ বলেন, 'তাকে (সোহাগ) ডাকার কোনো অবকাশ নেই। তার বিষয়ে ফিফা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে। উনি আপিল করেছেন।' এরপর তাকে প্রশ্ন করা হয়, তদন্তের কাজে সোহাগের বক্তব্য কি শোনা হবে না? জবাবে কাজী নাবিল বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে যেকোনো কিছু করা যেতে পারে। তবে এই মুহূর্তে নয়।' তাহলে কাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে বাফুফে? জবাবে নাবিল বলেন, 'ফিফার রিপোর্টে যাদের দিকে আঙুল উঠেছে, তাদের একে একে ডেকে আমরা কথা বলব।'

সোহাগ যেহেতু আর্থিক দুর্নীতির দায়ে নিষিদ্ধ হয়েছেন, তাই এর দায়ভার বাফুফের ফিন্যান্স কমিটির ওপরেও বর্তায়। যে ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান আবার আব্দুস সালাম মুর্শেদী। কিন্তু বাফুফের এই প্রভাবশালী কর্মকর্তাকে তদন্তের বাইরে রাখা হচ্ছে! তদন্তের স্বার্থে মুর্শেদীকে ডাকা হবে কি না—এমন প্রশ্নে নাবিল বলেন, 'তদন্তে না। তার সঙ্গে আমরা যেকোনো সময় আলাপ করতে পারি। কিভাবে কী হয়েছিল, কিভাবে ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে ওনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে, সেটা আমরা জানতে পারি।'

উল্লেখ্য, সোহাগের আর্থিক কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বাফুফে। ১০ সদস্যের সেই কমিটি থেকে দুজন পদত্যাগ করেছেন। গত ২ মে বাফুফের নির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, প্রথম সভার পর ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দেবে। সেই ৩০ কার্যদিবস কবে শেষ হবে কেউ জানে না। কাজী নাবিল আজ জানালেন, তারা নাকি আজ থেকেই কাগজপত্র পরীক্ষা করা শুরু করেছেন। বাফুফে সেক্রেটারিকে ফিফার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

ঘাম বেশি হলে

(শেষের পাতার পর)

মাধ্যমে শরীর অতিরিক্ত তাপমাত্রা ছেড়ে দেয় আর শরীর শীতল হয়। তবে গ্রীষ্মকালে মাত্রাতিরিক্ত ঘাম অনেক সময় শারীরিক দুর্বলতা বা পানিশূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের শরীরের ত্বকে কিছু ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে, যেগুলো ত্বকের ইকক্রাইন গ্ল্যান্ড এবং এপোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে নির্গত ঘামকে এনজাইম দিয়ে ভেঙে ফেলে। এই ঘাম ভেঙে প্রপানয়িক এবং ভ্যালেরিক অ্যাসিড তৈরি হয়। এগুলোই ঘামের উৎকট গন্ধের জন্য দায়ী। বগলে ঘামের দুর্গন্ধ হওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার। এর কারণ এখানে এপোক্রাইন গ্ল্যান্ডের পরিমাণ খুব বেশি থাকে। তাই নিয়মিত বগল পরিষ্কার রাখতে হবে। গরমে গোসল করার সময় অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল সাবান ব্যবহার করলে ঘামে দুর্গন্ধ কম হবে। এ ছাড়া বগলের লোম নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। ডিওডোরেন্ট ব্যাকটেরিয়ার জন্য প্রতিকূল।

* দরকার হলে দিনে দু'বার গোসল করুন। হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল করা ভালো। কারণ, গরম পানি ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। সুতি কাপড় পরবেন। ধোয়া কাপড় পরুন। বাসি-ঘামযুক্ত কাপড় আবার পরলে জামাকাপড় থেকে ব্যাকটেরিয়া শরীরে আবার ঘামের দুর্গন্ধ সৃষ্টি করবে।
* নিমের পানি ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। বাটিতে ফুটন্ত গরম পানি নিয়ে তাতে কিছু নিমের পাতা ছেড়ে দিন। ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এবার শুকনো তোয়ালে এই পানিতে ডুবিয়ে শরীরের যেসব স্থান ঘাম হয়, সেসব স্থান মুছে নিন।
* টি-ট্রি অয়েলও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে উপকারী। একটি স্প্রে বোতলে পানি ভরে এর সাথে তিন ফোঁটা টি-ট্রি অয়েল মেশান। প্রতিদিন গোসল করার আগে ব্যবহার করলে ঘাম ও দুর্গন্ধ কম হবে।
* সব সময় নিজেকে শুকনা রাখার চেষ্টা করুন। গোসল করার পর ভালোভাবে শরীর শুকিয়ে তারপরই ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করুন।
* কিছু খাবার পানিশূন্যতা দূর করে এবং শরীরের গন্ধ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। যেমন প্রতিদিন একটি করে শসা খান। প্রচুর পানি খান। সালফি-উরিক-সমৃদ্ধ খাবার যেমন ব্রকলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি পরিমাণে কম খেতে হবে।
* বেশি মসলা-তেলযুক্ত খাবার খেলে ঘাম বেশি হবে।
* ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে অ্যান্টিপারসপিরেন্ট ব্যবহার করলেও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। ঘাম থেকে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন ঘামাচি, ফাঙ্গাস সংক্রমণ ইত্যাদি।
* প্রয়োজন হলে কোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে নিতে পারেন।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২
মে-০৮

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান ব-লেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুম এর বাসা ভারা দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩
এ-০৩/১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

রুমমেট আবশ্যক

ওজন পার্ক ১০২ স্ট্রিট ১ লা মার্চ থেকে রুম ভাড়া দেওয়া হবে অথবা পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। এক বকের মধ্যে A ট্রেন + বাস আছে। যোগাযোগ :
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউর এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরত্বে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
মা-০৬/২৭

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

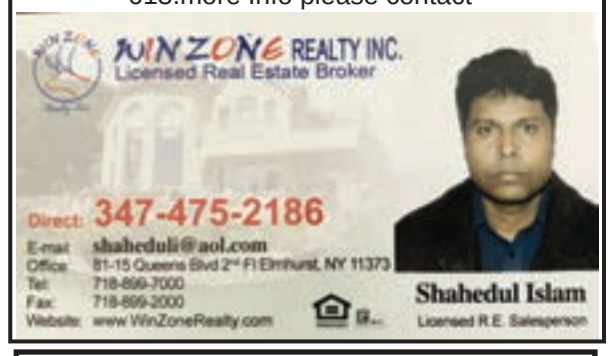
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.
f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com
f-06/14

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444















ড. সিদ্দিকুর রহমান সহ আহত ৪ : গ্রেফতার ৩

(শেষের পাতার পর)

বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। শ্লোগান-পাল্টা শ্লোগান, পানি বতল ছোড়াছুড়ি, হাতাহাতি প্রভৃতি ঘটনার মধ্যদিয়ে এই কর্মসূচী পালিত হয়। এঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান সহ উভয় পক্ষের অন্তত ৪জন আহত হন। অপরদিকে পাল্টাপাল্টি পানির বোতল নিক্ষেপ করায় আওয়ামী লীগের ২ এবং বিএনপি'র এক কর্মীকে গ্রেফতার করা হলেও পরবর্তীতে নেতৃবৃন্দের অনুরোধে পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। খবর ইউএনএ'র।

বিশ্বব্যাংকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে সরকার ও দলীয় প্রধানকে স্বাগত জানাতেই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ 'জয় বাংলা সমাবেশ' আয়োজন করে। অপরদিকে কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র পক্ষ থেকে তাদের ভাষায় 'ভোটার বিহীন রাতের ভোটে নির্বাচিত' সরকারের অন্যায়, অবিচার, দূর্নীতি, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা-হামলা, গুম, খুনের প্রতিবাদ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।

সোমবার সকাল ৭টা থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিএন-পি'র নেতা-কর্মীরা বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরের সামনের রাস্তার এক পাশে সমাবেত হতে থাকে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সকাল সাড়ে ৭টার দিকে থেকে বিশ্বব্যাংকের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিতে থাকে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে উভয় কর্মসূচীতে দলীয় নেতা-কর্মীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

সকাল সাড়ে ৭টার দিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে ১০/১২জন দলীয় নেতাকর্মী অবস্থান নেয়। অপরদিকে সকাল ৭টার যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন দলীয় নেতা-কর্মী সহ নিউইয়র্কের ব্রুকলীন থেকে অপর একটি বাসে আসা দলীয় নেতা-কর্মীরা সমবেত হন। এসময় বিএনপির নেতা-কর্মীর সংখ্যা ছিলো দেড় শতাধিক। শুরু হয় শ্লোগান-পাল্টা শ্লোগান। ঘটনার সময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রথম কার্যকরী সদস্য ও সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের স্ত্রী শাহানা রহমান বাংলাদেশের পতাকা হাতে রাস্তার মাঝে চলে আসলে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তাদের কেউ কেউ রাস্তার মাঝে চলে আসে। ঘটনার আকস্মিকতায় ড. সিদ্দিকুর রহমান ও তার সাথে থাকা আওয়ামী লীগের অন্যান্য কর্মীরাও রাস্তার মাঝে চলে আসলে শুরু হয় ধাক্কা-ধাক্কি, মারামারি। এসময় ড. সিদ্দিকুর রহমান লাঞ্ছিত এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন। ড. সিদ্দিকুর রহমানের বা হাতে আঘাত করা হলে তিনি অনেকক্ষণ রাস্তার উপর বসে কাতরাতে থাকেন। এসময় শাহানারা রহমানও আঘাতপ্রাপ্ত হন বলে তিনি অভিযোগ করেন। উদ্ভুত পরিস্থিতির খবর পেয়ে ৪/৫জন পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে উভয় দলের মধ্যে আবার ধাক্কা-ধাক্কি, মারামারি শুরু হয়। এসময় বিএনপি'র একজন কর্মী রাস্তায় পড়ে গেলে তালে কিল-ঘুরি আর লাথি মারা হয়। এসময় বিএনপি ঐ কর্মী রক্তাক্ত হলে তাকে আম্বুলেন্স যোগে স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এরপরও দফায় দফায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র কর্মসূচীতে দলীয় নেতা-কর্মীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে উত্তেজনা, হুমকী-ধুমকি, শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগান। দৃশ্যত আওয়ামী লীগের সমাবেশে দেড়-দু'শ নেতা-কর্মী আর বিএনপির সমাবেশে ৫/৬শ নেতা-কর্মীর (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)















বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

শাকিবের ‘প্রিয়তমা’ কে এই ইথিকা?

(শেষের পাতার পর)

আগে। এর পর থেকেই চর্চায় ছিল কে হচ্ছেন এই ছবিতে শাকিবের প্রিয়তমা। অবশেষে জানা গেল কলকাতার অভিনেত্রী ইথিকা পাল হচ্ছেন এ ছবির নায়িকা। শুক্রবার এ ছবির পরিচালক হিমেল আশরাফ নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে শুটিংয়ে অংশ নিতে ৯ মে ঢাকায় আসবেন ইথিকা। শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত ইথিকা। ‘প্রিয়তমা’ ছবিটি ঈদুল আজহায় দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। পরিচালক জানালেন, অন্য অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে ছবির শুটিং করলেও শাকিব খান অংশ নেবেন ১১ মে। প্রথম দিনের শুটিংয়ে শাকিবের সঙ্গে থাকবেন ইথিকাও। টানা এক মাস ছবিটির শুটিং করবেন শাকিব খান। ঢাকার বাইরে সুনামগঞ্জ, সিলেট, কক্সবাজার ও বান্দরবান মিলিয়ে হবে ‘প্রিয়তমা’র শুটিং।





আসেফ বারী লায়ন্স ডিষ্ট্রিক্ট ২০ আর-২’র ২য় ভাইস গভর্ণর নির্বাচিত

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আসেফ বারী লায়ন্স ডিষ্ট্রিক্ট ২০ আর-২’র ২য় ভাইস গভর্ণর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ডেলিগেটদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

আপস্টেট বাফেলোর ‘বাফেলো কনভেনশন সেন্টারে ২৮ এপ্রিল শুক্রবার থেকে ৩০ এপ্রিল রোববার পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী ৯৯তম নিউইয়র্ক স্টেট মাল্টিপল ডিষ্ট্রিক্ট বার্ষিক লায়ন্স কনভেনশনে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নিউইয়র্ক স্টেটের বিভিন্ন লায়ন্স ক্লাবের পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি এবারের কনভেনশনে অংশ নিয়েছিলেন। কনভেনশনে বাংলাদেশী লায়ন্স ক্লাবের ১৪ জন লায়ন সদস্য অংশ নিয়েছেন।

ডিষ্ট্রিক্ট ২০ আর-২’র ২য় ভাইস গভণ্র পদে নির্বাচনে ৩৭টি ক্লাবের ৭৯ জন ডেলিগেট ভোটে অংশ নিয়েছেন।কুইন্স, ব্রঙ্কস,ম্যানহাটন,স্ট্যাটেন আইল্যান্ড এর বিভিন্ন ক্লাব ডেলিগেটরা এই কনভেনশনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ২০২৩ ও ২০২৪ কার্য বছরের জন্যে নেতা নির্বাচন করেছেন।

কনভেনশনের শেষ দিন ৩০ এপ্রিল রবিবার সকালে লায়ন্স মাল্টিপল ডিষ্ট্রিক্ট এর বিভিন্ন পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দুপুরে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে জেলা গভর্ণর (নির্বাচিত) পদে লায়ন রেমন্ড স্মিথ, ১ম ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভনর্র (নির্বাচিত) পদে লায়ন টেরি প্যালাদিনি, ২য় ভাইস গভণ্র হিসেবে লায়ন আসেফ বারী নির্বাচিত হয়েছেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের লায়ন আসেফ বারী টুটুলসহ যোগদানকারী প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, বর্তমান প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবীব, ২য় ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী, সেক্রেটারী লায়ন হাসান জিলানী, ট্রেজারার লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার, লায়ন একেএম রশিদ, লায়ন নুরুল আজিম, লায়ন সাইফুল ইসলাম, লায়ন মোহাব্বত আকন,লায়ন আলমগীর খান আলম, লায়ন আবদুর রশীদ বাবু, লায়ন গোলাম এন হায়দার মুকুট প্রমুখ।

লায়ন আসেফ বারী এই বিজয়ে সহযোগীতার জন্যে ক্লাব সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং দায়িত্ব পালনে নিজেদের ক্লাবসহ বিভিন্ন সহযোগী লায়ন্স ক্লাবের সক্রিয় সহযোগীতা কামনা করেছেন।

কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানের পূনঃনির্বাচনী ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন, বাংলাদেশিদের ভালোবাসা ও অর্জনে শেখর এক বন্ধুজন : আবু জাফর মাহমুদ







কখনো মাথানিচু করে দেশবাসীকে





(শেষের পাতার পর)

তবে আমি কখনই মাথা নত করেননি। তিনি বলেন, 'আমি কখনো মাথানিচু করে দেশবাসীকে অসম্মান করতে চাই না।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জতির জনক' বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ নিয়ে দেশ-বিদেশে আজো ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উপযুক্ত জবাব দিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহবান জানান।

বিশ্ব ব্যাংকের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনার তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২ মে) ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়া রাজ্যের রিটজ কার্লটন হোটেল বলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। অনুষ্ঠানে মঞ্চে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সিনিয়র সহ সভাপতি এম ফজলুর রহমান ও ওয়াশিংটন মেট্রো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম আজাদ উপবিষ্ট ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

সংবর্ধনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণের শুরুতে উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে পরিচিত হন। এসময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের শাখা আওয়ামী লীগের নাম ধরে ডেকে ডেকে তাদের সাথে পরিচিত হন। এসময় দলীয় নেতা-কর্মীরা হাত তুলে ও শ্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এরপর তিনি জানান, শীতের মধ্যে যারা হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করছেন তাদেরকে এসে দাবী-দাওয়া জানানোর কথা বলেন এবং চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী ৭৫-এর ১৫ আগষ্টের মর্মান্তিক ঘটনা ছাড়াও ৮১ সালে তার দেশে ফেরা ও আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অনেক দল ক্ষমতায় এসেছে তারা কি সেই বাসন্তীদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছে। আমি বাসন্তীর বাড়ীতে গিয়েছি, তার খোঁজ নিয়েছি। বাসন্তী-কে নিয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, জিয়া-এরশাদ-খালেদার সরকার দেশকে দূর্নীতি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। আওয়ামী লীগ জনগণের দল বলেই আজ দেশ বিশ্বে উন্নয়নের মডেল এ পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাজেটের আকারের তুলনামূলক চিত্র দেখে তাদের দ্বারা কতটা উন্নয়ন হয়েছে তা বিচার করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমাদের সংবিধানে মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাকে নৃশংসভাবে হত্যাকান্ডের পর, জাতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে আমাদের দীর্ঘ ২১ বছরের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি বলেন, আজ অনেকেই মানবাধিকারের কথা বলেন, আমার বাবাকে হত্যার পর মানবাধিকার কোথায় ছিলো? আইন করে আমার বাবার হত্যার বিচার রহিত করা হয়েছিলো।

প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বে আসন্ন তীব্র খাদ্য সংকট সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে ভবিষ্যতে তা থেকে বাঁচতে আরও বেশি করে খাদ্য উৎপাদনের উপর জোর দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা স্মার্ট জনগণ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো। দেশের কোন মানুষ ভূমিহীন থাকবে না। তিনি বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রেখে মাথা উচু করে চলার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে দলীয় নেতা-কর্মীরা শ্লোগানে মুখরিত করে তুললে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্লোগান দিলে চলবে না, ভোটে জিততে হবে। নির্বাচনের সময় শ্লোগান দিতে হবে। তিনি আগামী দিনের বিশেষ করে ২০৪১ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, সমালোচানাকারীদের মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে।

তিনি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের আমন্ত্রণে আমি এসেছি। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ঋন প্রদান বন্ধ করেছিলো। কিন্তু ঘরের মানুষ যদি ষড়যন্ত্র করে তাহলে অন্যেও দোষ দিয়ে লাভ কি? তিনি কারো নাম উল্লেখ না করে বলেন, দেশে একজন আছেন যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, জনগণেরস্বার্থের কথা বলে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে নিজেই লাভবান হয়েছেন। ৬০ বছর বয়সেও আইন অমান্য করে ঐ ব্যাংকের এমডি থাকতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, নানা বিরোধীতা, কানাডায় মামলার পরও দেশের মানুষের সমর্থন পাওয়ার কারনেই নিজেদের অর্থে আমরা পদ্মা সেতু নির্মান করতে পেরেছি। তিনি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাঙালীকে কেউ দাবায়ে রাখতে পরবে না। তিনি বলেন, দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ, মেট্রো রেল হয়েছে, আগামী কর্নফুলি টানেল হবে, পাতাল রেল হবে। বিদ্যুৎ, রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থ্যায় আমুল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেশে সব ঘরে আলো জ্বালিয়েছি। কোন ঘন অন্ধকার নেই। একদিনেই ১০০ রাস্তা, আরেকদিনে ১০০টি সেতু উদ্বোধন করেছি। ১০০টা অর্থনৈতিক অঞ্চল করা হয়েছে। প্রবাসী ব্যবসায়ীদের জন্য কোঠা থাকবে। প্রয়োজনে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক অঞ্চল করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা পেরেছি, আমরাই পরবো।

উল্লেখ্য, সোমবার বিশ্ব ব্যাংকের সামনে আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র পাল্টাপাল্টি সমাবেশের সময় মারামারি ঘটনায় মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সম্বর্ধনায় রিটজ কার্লটন হোটেলের সামনে ব্যাপক নিরাপত্তা ছিলোল লক্ষনীয়। ছবি: নিহার সিদ্দিকী





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA



যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের সংবর্ধনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কখনো মাথানিচু করে দেশবাসীকে অসম্মান করতে চাই না

ওয়াশিংটন থেকে ফিরে সালাহউদ্দিন আহমেদ: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাবা-মা এবং তিন ভাইসহ সবকিছু হারিয়ে দেশবাসীকে পাশে পেয়েছি। দেশের জনগনই আমার আপনজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাকে জীবনের অনেক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়েছে, (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিল্টন ভূইয়া সংবর্ধিত

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিক্ষোভ-সমাবেশে আমরা অনুপ্রাণিত : ড. মোশাররফ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেছেন, ভোটার বিহীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশ্বব্যাংক সফরের সময়ের ওয়াশিংটন ডিসিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশে আমরা অনুপ্রাণীত। তিনি বলেন, সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে, তাই আবার ক্ষমতায় থাকতে শেখ হাসিনা দেশে দেশে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)





তিনটি মুক্তি ও তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু

জাফর আহমাদ

হযরত আবু হোরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেন, তিনটি বস্তু মুক্তিদানকারী ও তিনটি বস্তু ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী তিনটি বস্তু হলো, (১) গোপনে ও (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

মুর্শেদীকে তদন্তের বাইরে রাখছে বাফুফে; ডাকা হচ্ছে না সোহাগকেও!

স্পোর্টস ডেস্ক: ফিফা কর্তৃক আবু নাঈম সোহাগ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

'মঙ্গল গ্রহের মানুষ' এবং 'কেতুর নাচ'!



আজ একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, হালকা স্মৃতিচারন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ভাবলাম লিখে ফেলি। ক'দিন যাবত একের পর এক প্রিয়জন আপনজনদের হুটহাট চলে যাওয়ায় মনটা ভারী হয়ে আছে, এই (বাকি অংশ ১৮ পাতায়

ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী

ড. সিদ্দিকুর রহমান সহ আহত ৪ : গ্রেফতার ৩



ওয়াশিংটন ডিসি (ইউএনএ): বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের ৫০ বছরের সম্পর্ক উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানটির আমন্ত্রনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সোমবার বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরের সমানের রাস্তার দুই পাশে সকাল ৭টা থেকে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

ঘাম বেশি হলে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরীর ঘেমে যাওয়া ও ঘামের দুর্গন্ধ সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কারও সারা শরীর ঘামে বেশি। কারও আবার বিশেষ বিশেষ জায়গা বেশি ঘাম হয়, যেমন হাত-পায়ের তালু বা বগলের নিচে। ঘামের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

নিউইয়র্কে জমজম প্রোডাক্টস'র হোলসেল স্টোর উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যদিয়ে নিউইয়র্ক সিটির ম্যাসপ্যাথে উদ্বোধন হলো জমজম প্রোডাক্টস-এর হোলসেল স্টোর। এ উপলক্ষ্যে ৫৬-৩৫ রাস্ট স্ট্রীট ঠিকানায় (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



এন মজুদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে বসবাসকারী সালেহ উদ্দিন আহমেদ নামের এক বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও অ্যাক্টিভিষ্ট এন মজুমদারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এক এফিডেভিট পত্রে তিনি এই অভিযোগের কথা জানান। এদিকে এন মজুমদার তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভিযোগকারী (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

কায়েস এনওয়াইপিডি ট্রাফিক ইউনিয়ন ডেলিগেট নির্বাচিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সাংবাদিক শিবলী চৌধুরী কায়েস নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এনওয়াইপিডি'র ট্রাফিক বিভাগে কর্মরতদের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



বিনোদন

শাকিবের 'প্রিয়তমা' কে এই ইথিকা?

বিনোদন ডেস্ক: ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানের বহুল আলোচিত সিনেমা 'প্রিয়তমা'। সিনেমাটির ঘোষণা এসেছিল কিছু দিন (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)




GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ডায়াগনস্টিক এর জন্য লোক আবশ্যক
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত স্বনামধন্য স্টারলিং ডায়াগনস্টিক এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে Nurse Practitoner, Physician Assistant, Medical Assistant এবং Mammogram Technician আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুন।
M.Ali: 267-342-1481
Email: info@starlingdiagnostics.com
starling diagnostics

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইনিশিয়েশন এবং ডিসিটিজেনলীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com